উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,২৬৭.৬৬ (+৪৪৯.৫৩)

নিফটি : ২৬,০৪৬.৯৫ (+১৪৮.৪০)

ট্রাম্পের ‘কোর ফাইভে’ ভারত!

জি৭ গোষ্ঠীর বাইরে একটি নতুন প্রভাবশালী রাষ্ট্রজোট সি৫ (কোর ফাইভ) তৈরির বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জোটে ভারতকে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। » ৮

পালটে যাবে ‘মনরেগা’

মনরেগা-র নাম পালটে ‘পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনা’ করার পথে কেন্দ্র। নতুন আইনে ১০০ দিনের বদলে বছরে ১২৫ দিন কাজের নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৬°	১২°

তাহেরপুরে ২০ ডিসেম্বর মোদির সভা » ৭

শিলিগুড়ি ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 December 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 204

সাদা চোখে সাদা কথায়

তৃণমূলের ঘরোয়া লিগে কেউ জেতে না, হারেও না

গৌতম সরকার

খেলা, খেলা সারা বেলা...। রাজনীতিতে চলতি শব্দবন্ধ এখন-খেলা হবে। রাজনীতিকে বাস্তবে খেলাই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মতাদর্শের লড়াই নেই, উন্নয়নের ভাবনার প্রতিযোগিতা নেই। নেই অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত তৈরির চর্চা। রাজনীতি যেন সস্তার খেলা। কখনও পরস্পরের পিঠ চুলকানোর খেলা। কখনও হুমকি বা বেলাগাম মন্তব্যের প্রতিযোগিতা। কখনও একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার কূটকচালি।

শুধু জনতার বা দলের সঙ্গে দলের খেলা নয়, দলের মধ্যেও খেলা চলে। ঘরোয়া খেলা! ঘরোয়া লিগের মতো। ঘরের মাঠে খেলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় এই ঘরোয়া লিগ। জেলায় জেলায় ঘোর বাস্তব। রাজ্য স্তরে আছে, তবে খুব সূক্ষ্মভাবে। যে খেলায় তৃণমূলের মধ্যে তৃণমূল থাকে! অথবা একইসঙ্গে দুটো তৃণমূল খেলে। বিপক্ষ দলের মোকাবিলার চেয়ে বেশি সময় খরচ হয় তৃণমূলের ঘরোয়া লিগে।

যে লিগে কেউ জেতে না, হারেও না। কিন্তু খেলা চলতে থাকে। তৃণমূল নেত্রী রেফারির হয়ে বাঁশি বাজালে খেলা সাময়িক বন্ধ থাকে! তারপর আবার চলে। সদ্য কোচবিহারের উদাহরণে সেটা ভালো বোঝা যাবে। রাজ্যজুড়ে অনেক পুরসভার চেয়ারম্যানকে সদ্য বদল করেছে তৃণমূল। কিন্তু বদল কে করল? তৃণমূল না ক্যামাক স্ট্রিট! কে জানে! তবে কোচবিহারের ঘটনাটি হল- গোটা বাংলায় বদলের সেই নির্দেশকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিন থেকে সঙ্গী তিনি। টানা ২২ বছর দলের জেলা সভাপতি। জল্পনা চলছিল, নেতৃত্বের নির্দেশ না মানার অবাধ্যতায় কঠোর দলীয় শাস্তি হবে তাঁর। তাঁকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে হয়তো ইস্তফা দিতে বলেছিল জেলা নেতৃত্ব।

এরপর বারোর পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

শুক্রবার রাত আড়াইটায় কলকাতায় পা রাখলেন ‘গোট’ মেসি। কলকাতাজুড়ে যেন তাঁরই মায়া। পথে মেসির অবয়ব আঁকছেন শিল্পী। শুক্রবার।

শংকরকে কটাক্ষ গৌতমের

উন্নয়নে বাধায় বিক্ষোভ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় শহরে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে বহুদিনের অভিযোগ। এনিয়ে মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে তিনি বারবার সরব হয়েছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এবার জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) কার্যালয়ে বাইরে বসে মেয়রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। গৌতমের অঙ্গুলিহেলনেই জেলা শাসক এবং এসজেডিএ মিলিতভাবে তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকার কাজ আটকে দিয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, শুধু শুধু রাজনীতি করতে শংকর পুরোনো সমস্যা জিইয়ে রেখেছেন বলে গৌতমের দাবি।

শংকরের অভিযোগ, ‘শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের অঙ্গুলিহেলনে সমস্ত কাজ আটকে রাখা হয়েছে। ঠিকাদারদের ভয় দেখিয়ে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোটের আগে শংকরকে কাজ না করতে দেওয়াই ওদের টার্গেট।’ অন্যদিকে, মেয়রের দাবি, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় শংকরের দেওয়া কাজগুলির বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আগেই ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, ‘এসজেডিএ কেন তাদের কাজ করছে না সেটা আমি কী করে বলব! সেটা এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান বলতে পারবেন।’ এদিকে, ওয়ার্ক অর্ডার হলেও কেন কাজ শুরু হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য, ‘ভোট সামনে থাকায় শংকর বারবার একই কথা বলে খবরের শিরোনামে থাকতে চাইছেন। যেগুলির ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে সেগুলির কাজ দ্রুত শুরু হবে।’

শিলিগুড়িতে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে বিধায়ক শংকর ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন। তাঁর অভিযোগ, পুরনিগমকে দেওয়া কাজ তো করা হচ্ছেই না, এসজেডিএ-কে দেওয়া কাজও করা হচ্ছে না। শংকরের দাবি, এসজেডিএতে এই মুহূর্তে আটটি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া রয়েছে। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়।
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

১১৭১৮ কোটিতে জনগণনা শুরু এপ্রিলে

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : অবশেষে জনগণনা। ১৬ বছর পর আবার। দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত। যাতে শুক্রবার সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এবারের জনগণনার ফলপ্রকাশ হবে ২০২৭ সালে। কেন্দ্র একে ২০২৭-এর জনগণনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এত দীর্ঘসময় জনগণনা ছাড়া দেশ পরিচালনার নজির এই প্রথম। ২০২১ সালের নির্ধারিত জনগণনা স্থগিত হওয়ায় এই বিপত্তি।

করোনাকালে বাধ্য হয়ে সরকার স্থগিত করেছিল প্রক্রিয়াটি। তারপর আরও চার বছর কেটে গেলেও সরকার কার্যত উচ্চবাচ্য করেনি। যা নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। শেষপর্যন্ত দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চলাকালীন জনগণনায় ছাড়পত্র মিলল। এসআইআর শেষ হওয়ার পরপরই ২০২৬-এর এপ্রিলে শুরু হবে জনগণনা।

সেই পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশকিছু রাজ্যে বিধানসভার ভোটও ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। দুটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া একসঙ্গে চললে সমস্যা হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। কেননা, এসআইআর-এ বিএলও-দের মতো জনগণনার কাজ করার দায়িত্ব বিশেষ করে পড়বে শিক্ষকদের ওপর। তাঁদের অনেকে নানাভাবে ভোটের কাজেও যুক্ত থাকেন।

জনগণনার মতো বিরাট কর্মকাণ্ডের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বিপুল পরিমাণ বরাদ্দও মঞ্জুর করেছে। মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছেন, বরাদ্দের পরিমাণ ১১,৭১৮ কোটি টাকা।

এরপর বারোর পাতায়

জুনিয়ার হাই-এ পড়ান প্রাথমিক শিক্ষকরা

শিক্ষকশূন্য স্কুলের পরীক্ষায় সবাই পাশ

আঁধার পাঠশালা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : কুন্দরদিঘি জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়াদের কারা পড়ান, কীভাবে ওরা পরীক্ষা দেয় অথবা পাশ করে তা আজও রহস্য। কারণ ওই স্কুলে পড়ুয়া থাকলেও কোনও শিক্ষক নেই। দেখতে দেখতে স্কুল চালু হওয়ার ১৩ বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। জুনিয়ার হাইস্কুল হলেও শিক্ষক না থাকায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পঠনপাঠন। এখন শুধু একটা ঘরে একসঙ্গে ক্লাস হয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাই জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লাস নেন। শিক্ষা দপ্তরের কোন অলৌকিক নিয়মে এই পঠনপাঠন চলছে এবং এ সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর কতটা ওয়াকিবহাল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এনিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত সরকারের দাবি, তিনি এবিষয়ে কিছু জানেন না। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি নতুন যোগ দিয়েছি। খোঁজ নিয়ে দেখব।’

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেউলিবাড়ি এলাকায় ২০১২ সালে অতিথি শিক্ষক দিয়ে পঠনপাঠন শুরু হয় কুন্দরদিঘি জুনিয়ার হাইস্কুলে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত দুজন অতিথি শিক্ষক ক্লাস করাতেন। তারপর এই স্কুলে আর কোনও শিক্ষকই পায়নি বলে দাবি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাজ্জাদ হোসেনের। বর্তমানে স্কুল চালান প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবতোষ দত্ত। তিনি এখন জুনিয়ার হাইস্কুলের টিআইসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর তাঁকে সহযোগিতা করেন সরকারি প্রকল্পের একজন কম্পিউটার শিক্ষক। ক্লাস নেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

স্কুলের পরিচালন কমিটি নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। টিচার ইনচার্জ-এর দাবি স্কুল পরিচালনার জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি রয়েছে। সেই কমিটির মাথায় রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। পাশাপাশি সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। কিন্তু অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দাবি, এরকম কোনও কমিটিই নেই স্কুলে। তিনি বলেন, ‘কোনও অ্যাডহক কমিটি নেই। তবে স্কুলে সমস্যা রয়েছে। ওপর মহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে।’ কে ঠিক কথা বলছেন তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরই উচ্চপ্রাথমিকের ক্লাস নেওয়ার জন্য একপ্রকার বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এরপর বারোর পাতায়

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি মালদা কোচবিহার

মধ্যরাতে তিলোত্তমায় রাজপুত্র

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ১৪ বছরের অপেক্ষার অবসান। শুক্রবার রাত আড়াইটা নাগাদ ‘গোট টুর অফ ইন্ডিয়া’য় কলকাতায় পৌঁছালেন লিওনেল মেসি।

উন্মাদনার পারদ চড়ছিল এদিন সকাল থেকেই। রাত বাড়তেই দমদম বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে। কারও হাতে ভারতের জাতীয় পাতাকা, কারও আর্জেন্টিনার। কেউ বা ফুটবল বিশ্বকাপের রেপ্লিকা নিয়ে হাজির। ফুটবলের রাজপুত্রের সমর্থনে নানা বয়সিদের হাতে হাতে পোস্টার। স্লোগানে ভেসে যাচ্ছিল চারপাশ।

অপেক্ষারত নীল-সাদা জার্সি গায়ে এক তরুণ বলছিলেন, ‘এত বছরের অপেক্ষা। তাঁকে একটিবার দেখতে চাই সামনে থেকে। লাভ ইউ মেসি।’ তাঁকে ঘিরে থাকা বাকিদের চোখে-মুখে শুধুই অপেক্ষা। কখন ‘গোট’-কে একবার চাক্ষুস করবেন। দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে মেসি সোজা চলে যান তাঁর বিলাসবহুল হোটেলে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই শনিবার সকাল থেকে পরপর কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

গতি ও সৌন্দর্য

শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের পথে সুপার কার। এমন ১৭টি গাড়ি শুক্রবার পড়শি রাজ্যে পৌঁছেছে। আগামী তিনদিন সে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সুপার কার র‍্যালি হবে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে তোলা ছবি।

সুপারফাস্ট ভিম
এখন সুপার কম দামে
₹60* ₹49*
Vim
FREE* SCRUBBER WORTH ₹10
POWER OF 100 LEMONS
MAHA TUB
500g

নহবতের মঙ্গলধ্বনিতে লেখা মহাকাব্য

বাঙালি বিয়ের আঙিনায় ঢুকে পড়া ‘মেহেন্দি’, ‘সংগীত’, ‘সগুন’-এর ভিড়ে নহবতখানা বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবে ‘লাল তালিকাভুক্ত’ হলেও নহবতখানা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

ফিচার অভিযান

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ভোরের আকাশ তখনও পুরোপুরি চোখ মেলেনি, কুয়াশার পাতলা চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন পলাশ গাছটি। সেইসময় নিস্তব্ধতার বুক চিরে যখন এক ফালি রোদের মতো সানাইয়ের ভৈরবী সুর আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই বোঝা যায় বাঙালির উঠোনে আজ উৎসবের আলপনা পড়েছে। নহবতের সেই সুর যেন কেবল সুর নয়, এক প্রাচীন আর্তি, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির বিয়ের ললাটে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিচ্ছে।

এককালে বনেদি বিয়েবাড়ির প্রবেশদ্বারে উঁচু কাঠের মাচায় নহবতখানা ছিল এক চেনা ছবি। পরিস্থিতি বদলেছে। বর্তমান প্রজন্ম কার্যত ভুলতে বসেছে নহবতের সুর। বাঙালি বিয়ের আঙিনায় ঢুকে পড়া ‘মেহেন্দি’, ‘সংগীত’, ‘সগুন’-এর ভিড়ে নহবতখানা বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবে ‘লাল তালিকাভুক্ত’ হলেও নহবতখানা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনও বনেদিয়ানা এবং ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে অনেক বিয়েবাড়িতেই বসছে নহবতের আসর। তবে কালের নিয়মে মূল আকর্ষণ, সানাই-কে রেখে নহবতের নয় বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা কমে কোথাও হচ্ছে তিন, কোথাও চার। আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কর্তাদের হাত ধরেই খানিকটা বদলে গিয়েছে নহবতের দরবারি মেজাজ।

শিল্পী যখন সানাইয়ে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ ফুঁ দিয়ে ঢেলে দেন, তখন মনে হয়, আকাশ আর মাটির মধ্যে এক মায়াবী সেতু রচিত হয়েছে। সেই সুরে থাকে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য। কিছুক্ষণ পরেই যে মেয়েটি শৈশবের ধুলোবালি ঝেড়ে নতুন এক অজানার পথে পা বাড়াবে, নহবত যেন তার কানে কানে বলে যায় এক চিরন্তন বিচ্ছেদের মহাকাব্য। তবে সেই কাব্য শুনতে হলে মোটা দাগে খরচ করতে হয় গাঁটের কড়ি। যার যেমন কড়ির জোর তাঁর নহবত তেমনভাবেই সাজিয়ে দেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কর্তারা। শিলিগুড়ির তেমনই একটি সংস্থার অংশীদার

এরপর বারোর পাতায়

মেসিকে মুখোশ

কুশমণ্ডি, ১২ ডিসেম্বর : প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসির হাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশ তুলে দেওয়ার জন্য শুক্রবার দুপুরে সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছালেন কুশমণ্ডির বাসিন্দা রাজকুমার জালান। ২০২২ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ চলাকালীন কাতারে গিয়ে রাজকুমার মেসির হাতে তুলাইপাঞ্জি চাল তুলে দিয়েছিলেন। রাজকুমার বলেন, 'মেসি আমার রাজ্যে আসছেন। প্রিয় ফুটবলারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই নেই।'

আগে কলকাতায় যখন মারাদোনা এসেছিলেন তখন তাঁর জন্য কোনও উপহার নিয়ে যেতে পারেননি রাজকুমার। তাই এবার মেসির বেলায় সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

তিনসুকিয়া মণ্ডলে নির্মাণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৭৩ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে- এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউনের অধীনে টাইপ-II কোয়ার্টার (১৬৮ ইউনিট), টাইপ-III কোয়ার্টারের (৩২ ইউনিট) এবং কলোনি পথ, জল পরিশোধন প্রকল্প, নর্দমা ব্যবস্থা, সবুজ ক্ষেত্রের নির্মাণের সঙ্গে বিভিন্ন কলোনিতে কর্মচারীর অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৫৩,৩৪,৩১,৯৩২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৮,১৭,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি পরিষেবা"

সিগন্যাল এবং টেলিকমের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬৩; তারিখ : ১০-১২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : রাধিকাপুর স্টেশনে সম্পূর্ণ সিএসএল করার জন্য ২টি নতুন লাইন নির্মাণ এবং ৩টি ছোট সিএসএল বিদ্যমান লাইন সম্প্রসারণের জন্য সিগন্যাল এবং টেলিকমের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৭৫,৯৬,৯১৪.৫৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৫১,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

Sr. No	Works	The deadline for submission of tender and Place	Contact Number for bidders
01.	Searching of alternate premises of 07 branches named Deokhata Netaji Bazar, Turturi, Madarihat, Putimari Alipurduar, Deocharai, Kathalbari & Kumargram Tea Garden.	03.01.2026 upto 5 PM at Regional Office, Coochbehar	9304906885 (Mr. Santosh Kumar) 6289216801 (Mr. Aranya Biswas)
02.	Furnishing work (Furniture, Electrical & Data cabling) at Central Bank of India, Sitai, Bakla & Akrahat Branch under our Coochbehar Region.	03.01.2026 upto 3 PM through online mode.	

The Final date for submission is 03.01.2026.

The said information and required documents are available in our bank's website : **http://www.centralbankofindia.bank.in/en/active-tender** & **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/**

Sd/- (Ashok Kumar)
Chief Manager (BSD)
Central Bank of India
Regional Office : Coochbehar

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পাত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কালভৈরবের রুদ্ররূপ বলে দাবি ইতিহাসবিদদের

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার মূর্তি

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১২ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ৮ নম্বর গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটুল গ্রামে রয়েছে সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দেবস্থান ঘণ্টেশ্বরী দেবীর মন্দির। ইতিহাসসমৃদ্ধ এই মন্দিরের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন দেবদেবীর বহু নিদর্শন। এই জায়গাটিকে অনেকে ভাইওয়র মায়ের থান বলে চেনেন।

শুক্রবার সকালে ওই গ্রামে উদ্ধার হল এক বিরল শৈলমূর্তি। যাকে কালভৈরব দেবের মূর্তি বলে মনে করছেন ইতিহাসবিদরা।

ঘাটুল গ্রামে উদ্ধার হওয়া শৈলমূর্তি।

গ্রামবাসী থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদ সকলের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু এখন ওই মূর্তি।

এদিন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মাটির ঢিপি থেকে বাড়ির কাজে ব্যবহারের জন্য মাটি তুলছিলেন গ্রামের এক বাসিন্দা। সেখানে প্রথম পাথরের একটি অংশ দেখা যায়। এরপর গ্রামবাসীরা দল বেঁধে এসে মাটি খনন করলে বেরিয়ে আসে বিশাল এক শৈলমূর্তি। সেটির ওজন এতটাই বেশি যে তাঁরা হাতে তুলে আনতে পারেননি। শেষপর্যন্ত আর্থমুভার এনে মূর্তিটিকে তুলে আনা হয়।

দেখা গিয়েছে, একটি বড় পাথরের মধ্যে বহু খোদাইযুক্ত দেবমূর্তি একসঙ্গে খচিত রয়েছে। পাথরের চারিদিকে রয়েছে দেবদেবীর মূর্তি। তিন দিকের মূর্তি ঠিক থাকলেও একদিকের মূর্তির মাথা নেই। দিনাজপুরে আগে এধরনের শৈলমূর্তি আগে কখনও উদ্ধার হয়নি বলে দাবি স্থানীয় ইতিহাসবিদদের।

ডঃ সমিত ঘোষ নামে এক ইতিহাসবিদ বলেন, 'মূর্তিটি অনেক প্রাচীন। পাল যুগের শেষের দিকে এর নির্মাণ হয়ে থাকতে পারে। মূর্তিটি কালভৈরবের রুদ্ররূপ। দিনাজপুরে এধরনের শৈলী আগে দেখা যায়নি। তাই মূর্তিটি খুব মূল্যবান। অবিলম্বে একে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।'

কারও মতে এটি হাজার বছরের পুরোনো। অনেকে এই মূর্তিকে মা দুর্গার রূপ, আবার কেউ কালভৈরব, উগ্রচণ্ডীর মূর্তি বলে জানিয়েছেন।

ঘাটুল গ্রামের বাসিন্দা ভুবন বর্মন বললেন, 'মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই মূর্তিটা মিলেছে। এটা আমাদের গ্রামের শক্তির প্রতীক। তাই আমরা চাই এই কালভৈরবের মূর্তিটা এখানকার ঘণ্টেশ্বরী দেবীর মন্দিরেই রাখা হোক। গ্রামবাসী সবাই মিলে মূর্তিটির পুজো করব।'

Tender Notice

E-tenders are invited for :

1. Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Fair Price Medicine Shops for drugs & medicines, consumables at Gorubathan BPHC, Pedong RH & Rambi RH, Kalimpong, GTA (Tender IDs : 2025_HFW_973280_1; 2025_HFW-973363_1 & 2025_HFW_973401_1)

Last Date : 09-01-2026

2. Supply of BPL Alpinion TVS Probe (Tender IDs : 2025-HFW-973465_1)

Last Date : 25-12-2025

For details visit : www://wbtenders.gov.in

The CMHO Office, Kalimpong, Email : *cmohkalimpong1@gmail.com*

Sd/-
CMOH & Member Secretary
DH & FW Samity, Kalimpong

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৩ অফ ২০২৫-২৬/বিজিপি, তারিখ ১০.১২.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ভাগলপুর, বিহার-৮১২০০২ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। ওপেন টেন্ডার নং : বিজিপি০৩ অফ ২০২৫-২৬ (ওপেন)। কাজের নাম : ডেপুটি সিই/কন/বিজিপি-র অধিকারক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান, ইয়ার্ড প্ল্যানের জন্য অবশিষ্ট ফাইনাল লোকেশন সার্ভে কাজ, মাইনর, ব্রিজ মেজর ব্রিজের ড্রইং, আরওবি/আরইউবি, এফওবি, লেভেল ক্রসিং ড্রইং, হাইড্রোলজিক্যাল ও জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, বিস্তারিত এস্টিমেট সহ ডিপিআর তৈরি ইত্যাদি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সার্ভে কাজ, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য, ডিফ্রিজড প্রকল্প সুলতানগঞ্জ-কাটুরিয়া নতুন বিজি লাইন তথা আসরগঞ্জ তারাপুর ও বেলহর-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জঙ্গল পরিষ্কার। আনুমানিক মূল্যমানঃ ২,৯০,০৭,৯৯০.৫৩ টাকা। বায়নামূল্য : ২,৯৫,০০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : ৯ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৫.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। (CON-56/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিতমতো ই-অকশন আহ্বান করছেন : অকশন ক্যাটালগ নং : এসডিএএইচ-পার্সেল-৫০। অকশন কর্তৃপক্ষ: সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। অকশন শুরু (সকল লট) : ২৯.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় : ২৯.১২.২০২৫, দুপুর ৩টে। অটো এক্সটেনশন জোন : ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের সীমা : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা : ৩০ মিনিট। ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। বিবরণ : (ক) এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ : এএ/১, ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনওজিভি-২৫-৪ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১২.৩০। এএ/২, ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১২.৪০। এএ/৩, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১২.৫০। এএ/৪, ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১টা। এএ/৫, ১২৩৭৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এএসআর-২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৩.১০। এএ/৬, ১২৩১৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৩.২০। এএ/৭, ১২৩২৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৩.৩০। এএ/৮, ১৩১৪৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৩.৪০। এএ/৯, ১৩১০৫-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৩.৫০। এএ/১০, ১২৩৩৩-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এইচডিবি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.০০। এএ/১১, ১২৯৮৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এআইআই-২৫-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.১০। এএ/১২, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ-২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.২০। এএ/১৩, ১৩১৮১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.৩০। এএ/১৪, ১৩১১৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জিপিই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.৪০। এএ/১৫, ১২২৫৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৯৬, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ১৪.৫০। (খ) পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ৩১৩, ২৯.১২.২০২৫/দুপুর ৩টে। রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (সিকোয়েন্স নং এএ/১ থেকে এএ/১৫-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (সিকোয়েন্স নং এবি/১-এর জন্য। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%): প্রতিটির জন্য ০.২। লটের অবস্থা : ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন, প্রতিটির জন্য। (SDAH-299/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট পদের তালিকাভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

নং.: এইচ/এইচভিএস/২০২৫ তারিখ :- ০৯/১২/২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট (এল/এ)/কাটিহার ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে অবস্টেট্রিক্স ও গাইনোকলোজি ও অফথালমোলজিস্ট বিশেষজ্ঞের প্রতিটি বিভাগে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদে নিযুক্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

শর্তাবলী:- (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত পেশাগত কাজে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা। (২) বয়স প্রোফাইল:- প্রথমবারের মতো নিয়োগের সময়, বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে; অব্যাহত নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

(৩) বর্তমান সম্মানী ভাতার হার:

সময়	বিশেষজ্ঞ
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘণ্টা	৭৮,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘণ্টা	৪৮,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
২ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘণ্টা	২৪,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
অথবা	
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘণ্টা	৫২,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘণ্টা	৩২,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
২ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘণ্টা	১৬,০০০/- টাকা প্রতি মাসে

ছুটির অধিকার : এইচভিএস-দের প্রতি বছর ১২টি (বারো দিন) ছুটি নেওয়ার অনুমতি রয়েছে এবং ১২ দিনের বেশি অনুপস্থিতির জন্য নিম্নোক্ত তালিকা অনুসারে টাকা কাটা হবে:

এইচভিএস বিশেষজ্ঞ	প্রতিদিন ৩২৫০/- টাকা	প্রতিদিন টাকা কাটার এই হিসাব সংশ্লিষ্ট এইচভিএস-এর জন্য প্রদত্ত মাসিক সম্মানীর উপর ভিত্তি করে।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ০১-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টা। গ্রহণ করা আবেদনপত্র খোলার তারিখ ও সময় ০১-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টায়। যেকোনো প্রশ্ন/স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে ৯১-৯৭৭১৪৪১৫০৩ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা cms.kir@gmail.com ইমেল করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :- চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার-৮৫৪১০৫ (বিহার), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

ওয়াক ইন ইন্টারভিউ : ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়।

স্থান : ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার।

বিস্তারিত শর্তাবলী এবং নথি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-007/2025-26 (2ND CALL) and e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-008/2025-26 (2ND CALL) and e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-011/2025-26(2nd Call)** Last date of online bid submission **30.12.2025 09:00AM.** For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

183	WBMAD/DHUPGURI/85/2025-26
	2025_MAD_5001002_1
	2025_MAD_5001002_2
	2025_MAD_5001002_3
184	WBMAD/DHUPGURI/86/2025-26
	2025_MAD_5001018_1
	2025_MAD_5001018_2
	2025_MAD_5001018_3
173	2025_MAD_5001018_4
	WBMAD/DHUPGURI/87/2025-26
	2025_MAD_5001101_1
	2025_MAD_5001101_2
	2025_MAD_5001101_3
	2025_MAD_5001101_4
	2025_MAD_5001101_5
	2025_MAD_5001101_6
174	WBMAD/DHUPGURI/88/2025-26
	2025_MAD_5001310_1
	2025_MAD_5001310_2
	2025_MAD_5001310_3
	2025_MAD_5001310_4
	2025_MAD_5001310_5
	2025_MAD_5001310_6
	2025_MAD_5001310_7

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৭০ অফ ২০২৫; তারিখ : ০৮-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : দুই বছরের জন্য সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে ল্যান্ডস্কেপিং ও বাগান করা সহ (ওআরএইচ, এসআরএইচ এবং ভিআইপি ট্রানজিট) ওআরএইচ এবং এসআরএইচ-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও লিনেন ধোয়ার কাজ সহ দার্জিলিং ক্রেগমন্ট ওআরএইচ, হিমালয়ান ওআরএইচ, ভিআইপি ট্রানজিট ও শিলিগুড়ি জংশন ওআরএইচ/এসআরএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। (শুধুমাত্র হিমালয়ান ওআরএইচ, ভিআইপি ট্রানজিট এবং শিলিগুড়ি জং. ওআরএইচ/এসআরএইচ)। টেন্ডার মূল্য : ৯৮,৭৭,৯০০.৩৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৯৭,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : দুই বছরের জন্য সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে ল্যান্ডস্কেপিং ও বাগান করা সহ (ওআরএইচ, এসআরএইচ এবং ভিআইপি ট্রানজিট) ওআরএইচ এবং এসআরএইচ-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও লিনেন ধোয়ার কাজ সহ দার্জিলিং ক্রেগমন্ট ওআরএইচ, হিমালয়ান ওআরএইচ, ভিআইপি ট্রানজিট ও শিলিগুড়ি জংশন ওআরএইচ/এসআরএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। (শুধুমাত্র দার্জিলিং ক্রেগমন্ট ওআরএইচ)। টেন্ডার মূল্য : ৬৬,৮০,৬৪৩.৮২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৩৩,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৫৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৯৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

হারানো প্রাপ্তি

আমি সাকিনা বিবি, স্বামী - মৃত সইদ্দিন মিঞা, গ্রাম - ছোটো শিমুলগুড়ি থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার -এর বাসিন্দা। গত 10-11-2025 (ইং) তারিখে আমার একটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (ঘোকসাডাঙ্গা শাখা) ফিক্সড ডিপোজিট দলিল হারিয়ে যায়। যার A/C NO- 5697455834, রিসিপ্ট নং - 141417, যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন। (C/118942)

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+ পুরুষ/মহিলা (বয়স 45-52)। অভিভাবক ও ডকুমেন্ট সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M - 9474424306. (C/119198)

অ্যাফিডেভিট

I, Subham Sanghai, S/O- Asoke Sanghai, of M.G. Road, Dinbazar, Ward No- 04, PS - Kotwali, Po&Dt:- Jalpaiguri vide affidavit before Executive Magistrate Jalpaiguri 09/12/2025, declare that in my all documents Father's and Mother's name is mentioned as Asoke Sanghai and Sangeeta Sanghai. That in my Father's and Mother's all documents name mentioned as Ashoke Agarwal, Asoke Kumar Agarwala and Sangita Agarwal, Sangeeta Agarwal. That Ashoke Agarwal, Asoke Sanghai & Asoke Kumar Agarwala is the same & identical person and that Sangita Agarwal, Sangeeta Sanghai & Sangeeta Agarwal is the same & identical person. (C/119230)

●

আমার SBI, Town BR., S.B. A/C NO, 10176380458 এ নাম সবিতা দে আছে. গত 02.12.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Chhabi Dey এবং Sabita Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119232)

TENDER

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide- N.I.e.T. No **WB/APD-I/BDO-ET/15/2025-2026. Dt. 10.12.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development officer
Alipurduar-I Dev. Block

কর্মখালি

শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে সবজি ক্ষেতের কাজ জানা লোক চাই। পরিবার সহ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাহিনা আলোচনা সাপেক্ষ। মো : 8617817594. (C/118940)

●

কোচবিহারে একটি সু-প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Front Office Executive/Manager (M/F) অতিসত্বর প্রয়োজন। M : 9434028924 (11 A.M- 9 P.M) Email : pfvp.cob@gmail.com. (C/118941)

অ্যাফিডেভিট

আমি Safikul Islam S/o- Late Sofur Uddin Miah, আমার পিতার মৃত্যু শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং- MGP/34/14, Date of Reg.20-08-2014, ভোটার কার্ড নং- WB/01/005/234014-এ পিতার নাম- Chabur Uddin এবং আমার পিতার আধার কার্ড নং- 446572673617-এ পিতার নাম - Chhabur Uddin থাকায় গত 30-10-25 কোচবিহার সদর 1st Class J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Sofur Uddin Miah, Chabur Uddin এবং Chhabur Uddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। দিগলহাটি ময়নাগুড়ি, দোমুখা নয়ারহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118939)

●

I, Samujel Narjinary & Samujel Narginary, S/o Monsib Narjinary & Monshib Narginary, village Purba Satali., PS: Kalchini, Dist: Alipurduar, W.B, do hereby declare the one & same identical person on strength of an affidavit duly signed by the 1st class Judicial Magistrate at Alipurduar bearing SL NO: 7388, dated 10.12.2025. (C/118769)

●

I, Abhishek Sanghai, S/O- Asoke Sanghai, of M.G. Road, Dinbazar, Ward No- 04, PS - Kotwali, Po&Dt:- Jalpaiguri vide affidavit before Executive Magistrate Jalpaiguri 27/11/2025, declare that in my all documents Father's and Mother's name is mentioned as Asoke Sanghai and Sangeeta Sanghai. That in my Father's and Mother's all documents name mentioned as Ashoke Agarwal, Asoke Kumar Agarwala and Sangita Agarwal, Sangeeta Agarwal. That Ashoke Agarwal, Asoke Sanghai & Asoke Kumar Agarwala is the same & identical person and that Sangita Agarwal, Sangeeta Sanghai & Sangeeta Agarwal is the same & identical person. (C/119231)

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সিঁদুর খেলা, দুপুর ১.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৪.০০ ঘাতক, সন্ধে ৭.০০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ প্রতারক, দুপুর ১২.৪৫ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.১৫ শত্রু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ দেবীবরণ, দুপুর ১২.০০ আসল নকল, ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ প্রজাপতি, রাত ১০.৩০ মহাগুরু মিঠুন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফড়িং

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলেতে

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ এক হি রাস্তা, দুপুর ১২.২০ গরব : প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৩.৫০ শোলে, সন্ধে ৬.৫০ বেটা

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ৯.৪৬ বনাঙ্গন, দুপুর ১২.১৪ দিলজলা আশিক, ২.০৭ ভিকি বিদ্যা কা ওহওয়ালা ভিডিও, বিকেল ৫.০৮ হর দিন দিলওয়ালি, সন্ধে ৭.৫৫ সিমহা-দ্য টাইগার, রাত ১০.১০ নরাপ্পা

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৪ রাউডি রাজকুমার-টু, দুপুর ১.৫০ রিয়েল টেভর, বিকেল ৪.১৯ ভালিমাই

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ সির্ফ তুম, দুপুর ২.২৬ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.৩৯ মর্দ, রাত ৮.৫৯ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ১১.২৪ জুরমানা

জম্বি অ্যানিমালস রাত ১১.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আই লভ ইউ সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হর দিন দিলওয়ালি বিকেল ৫.০৮ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে আজ নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। বৃষ : সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমে সাফল্য পাবেন। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও অন্যান্য ভালো সুযোগ পাবেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কর্কট : ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুন, জমি, বাড়ি কিনে লাভবান হবেন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। সিংহ : পুরোনো পাওনা আজ ফেরত পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে। ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কন্যা : আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে গর্বিত হবেন। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে কিছু টাকা ঋণ করতে হতে পারে। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। দাম্পত্যে সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : মায়ের পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। কর্মস্থল পরিবর্তনের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। ধনু : পুরোনো কোনও সমস্যার সমাধান করতে পেরে মানসিক চাপ কমবে। বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। মকর : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। প্রেমে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : অপ্রত্যাশিত কোনও সূত্র থেকে অর্থ প্রাপ্তির যোগ। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে লাভবান হবেন। মীন : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হবে আজ। পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৬ অঘোন, সংবৎ ৯ পৌষ বদি, ২১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৪।৫০। শনিবার, নবমী রাত্রি ৭।৪২। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৯।৪৭। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৩।২৫। তৈতিলকরণ প্রাতঃ ৬।৫৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৪২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৪৭ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৪৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৪২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৩৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।১১ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৯।৪৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।১৩ গতে ৭।৪২ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৪ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৪৮ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

Reliance
Growth is Life

SMART BAZAAR

আছে যখন, অন্য কোথাও কেন যাবেন?

পাতাযুক্ত সবজি গুচ্ছ
₹9/গুচ্ছ
বাজার মূল্য ₹12

ফুলকপি 1 ইউনিট
₹16
বাজার মূল্য ₹25

অন্নপূর্ণা দেশি ঘি 500 ml
₹345
এমআরপি ₹418 | সঞ্চয় ₹73

লুজ চিনি মিডিয়াম 1 kg
₹47
বাজার মূল্য ₹49

লুজ বাঁশকাঠি প্রিমিয়াম রাইস 1 kg
₹60
বাজার মূল্য ₹75

লুজ মুসুর সোনা ডাল 1 kg
₹129
বাজার মূল্য ₹145

আশির্বাদ হোল হুইট আটা 5 kg
₹242
এমআরপি ₹281 | সঞ্চয় ₹39

₹47 /kg

ক্লাসিক মিনিকেট রেগুলার রাইস 26 kg
এমআরপি ₹1560
₹1222
সঞ্চয় ₹338

ফরচুন কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
₹170
এমআরপি ₹215 | সঞ্চয় ₹45

মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 750 g
₹109
এমআরপি ₹155 | সঞ্চয় ₹46

নাটরাজ আমন্ড + কাজু 500 g
Combo @ ₹749
কম্বাইন্ড
এমআরপি ₹1298 | সঞ্চয় ₹549

নেচার'স আরাবিয়ান ডেটস্ 500 g
₹89
এমআরপি ₹199 | সঞ্চয় ₹110

ম্যাকেইন ফ্রোজেন স্ন্যাক্স 415 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 33% ছাড়
এমআরপি ₹141 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹95 থেকে শুরু

আমূল বাটার 500 g
₹275 থেকে শুরু
এমআরপি ₹285 থেকে শুরু
সঞ্চয় ₹10

বেস্ট ফার্মস্ গ্রীন পিজ 1 kg
₹99
এমআরপি ₹300
সঞ্চয় ₹201

টাটা / সিটি গোল্ড টী 800 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
সঞ্চয় ₹60 থেকে শুরু
এমআরপি ₹240 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹180 থেকে শুরু

ব্রিটানিয়া নিউট্রি চয়েস ডাইজেস্টিভ বিস্কুট 960 g
সঞ্চয় ₹66
এমআরপি ₹198 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹132 থেকে শুরু

ম্যাগী 2 মিনিট মশালা / বাদশা নুডল্স 560 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
সঞ্চয় ₹17 থেকে শুরু
এমআরপি ₹116 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹99 থেকে শুরু

কোলগেট স্ট্রং টিথ টুথপেস্ট 500 g
সঞ্চয় ₹80
এমআরপি ₹310
স্মার্ট প্রাইস ₹230

পিয়ার্স পিওর অ্যান্ড জেন্টল সাবান 125 g X 4 + 1
সঞ্চয় ₹127
এমআরপি ₹363 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹236 থেকে শুরু

সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার 3 kg
₹80 /kg
সঞ্চয় ₹40
এমআরপি ₹280
স্মার্ট প্রাইস ₹240

ভেসলিন & নিভিয়া বডি লোশন / ক্রিম 400 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 50% ছাড়
এমআরপি ₹520 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹260 থেকে শুরু

safari VIP ব্র্যাণ্ডেড হার্ড সফ্ট ট্রলী
70% ছাড়*
*এমআরপি- এর উপরে

HAPPY LiVING মিঙ্ক ডবল ব্ল্যাঙ্কেটস্ 2.5 kg
₹899
এমআরপি ₹3499

সবকিছু MRP এর কমে
*নির্বাচিত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হতে পারে

ব্র্যান্ডস্ অ্যাট ₹9 প্রতিদিন
*₹1499 টাকা বা তার বেশি কেনাকাটায় উপরে

অফার এছাড়াও উপলব্ধ
SMART SUPERSTORE

• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পি আর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে • মালদা এম কে রোড, 420 মোড়

নিকটবর্তী স্টোর দেখার জন্য স্ক্যান করুন

SMART BAZAAR

নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। #কেবলমাত্র বাছাই করা প্রোডাক্টের এমআরপি-র উপর। এডিবল অয়েল, খুচরো স্টেপলস, বেবি ফুড, পতঞ্জলি প্রোডাক্ট, সাধারণ পণ্য দ্রব্য, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপারেল, ফুটওয়্যার -বহির্ভূত। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 14'ই ডিসেম্বর 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক দুর্গাই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

প্রকল্প খতিয়ে দেখলেন স্বাস্থ্য সচিব

নকশালবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : স্পেশাল অবজার্ভার হিসেবে শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় হওয়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সহ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ সহ বিভিন্ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। যদিও তাঁর সঙ্গে স্থানীয় কোনও জনপ্রতিনিধি বা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে দেখা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি জেলায় সরকারি প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে পর্যবেক্ষক টিম গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই টিম ঘুরছে। এদিন নকশালবাড়িতেও অবজার্ভার হিসেবে তিনি এলাকার সরকারি প্রকল্পের কাজগুলি খতিয়ে দেখেছেন।' ওই দলে কোনও জনপ্রতিনিধি না থাকা নিয়ে অরুণের মন্তব্য, এই টিমে কারা থাকবেন তা আগে থেকেই নির্ধারিত করা হয়। সেই কারণেই কোনও জনপ্রতিনিধি ছিলেন না।

এদিন প্রথমে লোয়ার বাগডোগরার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ খতিয়ে দেখেন স্পেশাল অবজার্ভার। সেখান থেকে হাতিঘিসার অটলে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন। পরে আজমাবাদ চা বাগানে রাস্তা ও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ ঘুরে দেখেন। শেষে সাতভাইয়াতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে কংক্রিটের রাস্তার কাজের মান খতিয়ে দেখেন।

সরকারি আধিকারিককে কাছে পেয়ে কাজের মান নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেওয়া ছাড়াও, বেশ কিছু কাজের জন্য আবেদন করতেও দেখা যায় স্থানীয়দের।

সাতভাইয়া এলাকার বাসিন্দা সুনীতা শর্মা রাস্তার পাশাপাশি এলাকায় ড্রেনের দাবি জানান। এছাড়া রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানোর জন্য আবেদন করেন। পরিদর্শন শেষে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে একটি বৈঠক করেন স্পেশাল অবজার্ভার।

সাহায্য

খড়িবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে খড়িবাড়ি কল্যাণপুর এলাকায় সর্বস্বান্ত দুই পরিবারের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েত ও খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দুটি পরিবারকে টিন, ত্রিপল, খাদ্যসামগ্রী, কাপড় ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুও এদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল, বিছানা, খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেন। এছাড়াও খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘ ও ব্যবসায়ীদের তরফে টিন, খাদ্যসামগ্রী ও কম্বল দেওয়া হয়।

জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ করে বাড়ির পথে। শুক্রবার কালচিনির গারোপাড়ায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মামলা হতেই উলটো সুর স্থানীয়দের

উত্তেজনার পর থমথমে উত্তর শান্তিনগর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : এক মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল উত্তর শান্তিনগরে। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বচসা, বাড়ি ভাঙচুর সব মিলিয়ে দিনভর উত্তপ্ত ছিল পরিস্থিতি। তবে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করতেই শুক্রবার সকাল থেকে ছবিটা একেবারেই বদলে গেল।

বিষপানের জেরে বৃহস্পতিবার ওই এলাকার এক মহিলার মৃত্যু হয়। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর শান্তিনগর। মৃত মহিলার পরিবারের সদস্য সহ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল এলাকারই এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে মৃত মহিলার স্বামীর পরকীয়ার সম্পর্কের কারণেই বিষপান করেছিলেন ওই মহিলা। এরপরেই উত্তর শান্তিনগরের বাসিন্দা ওই প্রেমিকার বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। এমনকি পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে পুলিশের ওপরও চড়াও হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের তরফে ২৯ জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে, যে মহিলার বাড়িতে হামলা চালানো হয় তাঁদের তরফেও ২৫ জনের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এরপরই পুলিশের কাজে বাধা ও বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে মৃত মহিলার পরিবারের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরই পরিস্থিতি বদলে যায়। বৃহস্পতিবার মৃতার স্বামী এলাকায় ফিরলে তাঁকেও একহাত নেয় এলাকাবাসী। অন্যদিকে, ভাঙচুরের ঘটনার পর দুইভাগ হয়ে গিয়েছেন স্থানীয়রা। পুলিশ মামলা করতেই অনেকের মত, ভাঙচুরের ঘটনায় বাইরের অনেকে যুক্ত ছিল। স্থানীয়দের ভিড়ে মিশে তারা ভাঙচুর চালিয়েছে।

অশান্তির আশঙ্কায় আশিঘর থানার সামনে মোতায়েন বাড়তি পুলিশ।

> এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলব। আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওই প্রেমিকা ও তাঁর পরিবারকে বাড়িতে ঢোকাব।
>
> **মিঠু সরকার,** পঞ্চায়েত সদস্য, উত্তর শান্তিনগর

এদিকে, অভিযুক্তদের শাস্তি সহ পুলিশ যাতে মামলা তুলে নেয় সেজন্য শুক্রবার আশিঘর ফাঁড়ির সামনে জমায়েত করেন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। সঙ্গে ছিলেন উত্তর শান্তিনগরের পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু সরকার এবং ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার। তবে পরিস্থিতি যাতে আগের দিনের মতো হাতের বাইরে চলে না যায় সেজন্য পুলিশও প্রস্তুত ছিল।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর সদস্যা মিঠু সরকার বলেন, 'ভবিষ্যতে যাতে কখনও এমন অপ্রীতিকর ঘটনা এলাকায় না ঘটে সেই বিষয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলব। আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওই প্রেমিকা ও তাঁর পরিবারকে বাড়িতে ঢোকাব।' দ্রুত এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানোর বার্তা দেন তিনি।

ক্যাফেতে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়ির একাধিক ক্যাফে, রেস্তোরাঁতে অভিযান চালিয়ে কখনও বিরিয়ানিতে পচা মাংস আবার কখনও বাথরুমের মধ্যে খাবার রাখার বিষয়টি সামনে এসেছে। এরইমধ্যে শুক্রবার ফের শহর শিলিগুড়ির ১০টি ক্যাফেতে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। এরমধ্যে মোট ৬টি ক্যাফেকে সতর্ক করা হয়েছে। এদিনের অভিযানেও বেশ কয়েকটি ক্যাফে থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ দই, মকটেল বানানোর জন্য ব্যবহারকারী নানান মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয়ের বোতল পাওয়া গিয়েছে।

এদিকে কয়েকটি ক্যাফে থেকে পানমশলা ও ধূমপানের সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। ওই জিনিসগুলি যাতে রাখা না হয় তারজন্য ক্যাফে মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে। এধরনের সামগ্রী রাখার জন্য বেশ কয়েকটি ক্যাফেকে জরিমানাও করা হয় এদিন।

এদিকে হঠাৎ ক্যাফেতে অভিযান ও ক্যাফে থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার পাওয়া নিয়ে হতবাক সে সময় ক্যাফেগুলিতে থাকা গ্রাহকরাও। এমনই একটি ক্যাফেতে ছিলেন সাহিল দোরজি নামে এক তরুণ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'কলেজ শেষে বা সন্ধ্যায় প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসি। এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস আমাদের খাওয়ানো হয় তা জানতাম না।' ঠিক একইভাবে অনেককেই হতবাক হতে দেখা গেল।

এদিন অভিযানে থাকা এক আধিকারিক ইফতিকার জাহিদ বলেন, 'আমরা আজ বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়েছি। বেশ কয়েকজনকে জরিমানাও করা হয়েছে। পরবর্তীতেও শহরে আমাদের এই ধরনের অভিযান চলবে।' পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর কথায়, 'এই অভিযানে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টিমও ছিল। শহরে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।'

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

ইসলামপুর, ১২ ডিসেম্বর : সিকিমে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম মহম্মদ রাজু (২৮)। তিনি ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের বেতবাড়ির বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাজু দীর্ঘদিন ধরে সিকিমে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সেখানকার একটি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের সাটারিং-এর কাজ করার সময় দুর্ঘটনাবশত নীচে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। দ্রুত তাঁকে সিকিম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন রাজ্যের

গজলডোবায় পর্যটন সার্কিট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : গজলডোবার সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি এই অঞ্চলকে পর্যটন সার্কিট হিসাবে গড়ে তোলার জন্য 'ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি' তৈরি করল রাজ্য সরকার। জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে চেয়ারম্যান করে তৈরি এই কমিটিতে বন বিভাগ, পুলিশ, পর্যটন এবং পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আধিকারিকদের সদস্য করা হয়েছে। এছাড়া, পর্যটন ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিকেও রাখা হয়েছে কমিটিতে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, গজলডোবা পর্যটন হাবের উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্ষদ তৈরির পরে আবার নতুন করে এই কমিটি তৈরির প্রয়োজন পড়ল কেন?

প্রশাসনিক আধিকারিকরা বলছেন, গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদ কেবলমাত্র ভোরের আলো প্রকল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু 'ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি' উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা থেকে শুরু করে উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি করবে। সেই পরিকল্পনা পর্যটন দপ্তরে জমা পড়বে। গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেছেন, 'উন্নয়ন পর্ষদ রয়েছে। নতুন কোনও কমিটি তৈরির বিষয়ে জানা নেই। এই বিষয়ে যা বলার জেলা শাসক বলবেন।'

২০২১ সালে গজলডোবায় মেগা পর্যটন হাব, 'ভোরের আলো'র উন্নয়নের স্বার্থে পর্ষদ তৈরি করে রাজ্য সরকার। জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে চেয়ারম্যান এবং রাজগঞ্জের বিধায়ককে ভাইস চেয়ারম্যান করে ওই উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি হয়। সেই উন্নয়ন পর্ষদে সরকারি আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন। এবার 'ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি' তৈরি হতেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের ক্ষমতা খর্ব করা হল? ওই উন্নয়ন পর্ষদের আর কোনও গুরুত্ব থাকছে না?

নয়া উদ্যোগ

- গজলডোবার পর্যটন হাব, ভ্রামরী দেবী মন্দির, শিকারপুর সহ আশপাশের এলাকাকে নিয়ে নতুন সার্কিট তৈরি হবে
- উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান থেকে রূপরেখা তৈরি করবে নতুন কমিটি
- পর্যটকরা দু'দিন এখানে থেকে, সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখতে পারবেন

যদিও প্রশাসনিক কর্তারা বলছেন, তেমনটা নয়। 'ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি' তৈরি হয়েছে গজলডোবাকে কেন্দ্র করে পর্যটন সার্কিট তৈরির লক্ষ্যে। তবে কমিটির হাতে কোনও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। মূলত গজলডোবার পর্যটন হাব, ভ্রামরী দেবী মন্দির, শিকারপুর সহ আশপাশের এলাকাকে নিয়ে পর্যটনের একটা নতুন সার্কিট তৈরি করা হবে। এতে পর্যটকরা গজলডোবায় বেড়াতে এলে দু'দিন এখানে থেকে, সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখতে পারবেন। এজন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। পাশাপাশি এখানকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা, পর্যটন পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্ত অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তির কাজও করবে এই কমিটি। এছাড়া এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পর্যটন সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে প্রস্তাব দেওয়া, বিপণন ও প্রচারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কমিটির হাতে ছাড়া হয়েছে। দু'মাস অন্তর কমিটির বৈঠক ডাকা, জরুরি বৈঠকগুলিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার, বিভাগীয় বনাধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন), বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ অফিসার, পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরাও কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সদস্য এবং ভোরের আলোতে বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিকেও এই কমিটিতে রাখা হয়েছে।

তালিকায় নাম থাকবে তো? চিন্তায় যৌনকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধীনর ফর্ম জমা করলেও তালিকায় নাম থাকবে কি না, সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে শিলিগুড়ির নিষিদ্ধপল্লির যৌনকর্মীদের। প্রায় ৪৫০ যৌনকর্মীর মধ্যে শিলিগুড়িতে ৮০ জন এমন রয়েছে যাদের ২০০২ সালের লিস্টে নাম নেই। এছাড়াও ভোটার কার্ড ছাড়া তাঁদের কাছে অন্য কোনও নথি নেই। এমনকি মাস ছয়েক আগেও তাঁদের কাছে ভোটার কার্ড ছিল না। এই খবর প্রকাশ হতেই বিশেষ ক্যাম্প করে ওই ৮০ জনের ভোটার কার্ড তৈরি করে দেয় মহকুমা প্রশাসন।

এদিকে, এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পর ওই ৮০ জন যৌনকর্মীরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় রয়েছেন। যদিও মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কারও নাম না উঠলে প্রয়োজনীয় বিশেষ শিবির করে শুনানি করা হবে। সকল যৌনকর্মীর নাম যাতে ভোটার তালিকায় থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

শিলিগুড়ির নিষিদ্ধপল্লির ৮০ জন যৌনকর্মী দেশের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এদের কারও সঙ্গেই কোনও নথি ছিল না। আবার এখন পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই। তাই এই যৌনকর্মীদের মাসছয়েক আগে ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়। এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে এরাই বিপাকে পড়েছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম না থাকলে এনুমারেশন ফর্মে বাবা কিংবা মায়ের তথ্য দিতে বলা হয়েছিল। যদিও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় সেই তথ্য তাঁরা দিতে পারেননি বলে খবর।

এই পরিস্থিতিতে এখন দেখার খসড়া ভোটার তালিকায় এই ৮০ জনের নাম থাকে কি না। আর যদি না থাকে তাহলে পরবর্তী সময়ে কী করতে হবে সে নিয়েও সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যৌনকর্মীর কথায়, 'আমি তো ১২ বছর আগে ঘর ছেড়েছিলাম। কোনও নথি নেই আমার কাছে। কয়েকদিন আগে তৈরি হওয়া ভোটার আইডি কার্ডটাই রয়েছে।'

> আগে তালিকা বের হোক। তারপর কোনও সমস্যা হলে আমরা রয়েছি। সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।
>
> **বিকাশ রুহেলা**
> *মহকুমা শাসক, শিলিগুড়ি*

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার বক্তব্য, 'আগে তালিকা বের হোক। তারপর কোনও সমস্যা হলে আমরা রয়েছি। সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।' সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এখনও এ নিয়ে আমার সঙ্গে প্রশাসনের কারও কোনও কথা হয়নি। তবে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। আমরা সকলের পাশে রয়েছি।'

বুনোর হানায় আতঙ্ক জাবরা চা বাগানে

নকশালবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : চিতাবাঘ এবং বুনোশুয়োরের হানায় জাবরা চা বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত দুইদিনে এক মহিলা শ্রমিক আহত হয়েছেন এবং একাধিক গোরু-ছাগল মারা গিয়েছে। বন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। দ্রুত বিট অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাবরা চা বাগানে বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি চিতাবাঘ। পাশাপাশি বুনোশুয়োরের উপদ্রবও বেড়েছে। বৃহস্পতিবার জাবরা চা বাগানের ১ নম্বর সেকশনে পাতা তুলতে গিয়ে একটি আধখাওয়া গোরু দেখতে পান স্থানীয়রা। যা নিয়ে এলাকায় তুলকালাম শুরু হয়ে যায়। শেষে পানিঘাটা রেঞ্জকে খবর দেওয়া হলে সেখান থেকে বনকর্মীরা আসেন এবং আধখাওয়া গোরুটিকে বাগানের বাইরে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

জাবরা চা বাগানের বাসিন্দা তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'এতদিন হাতির উপদ্রব ছিল। এখন নতুন আতঙ্ক চিতাবাঘ ও বুনোশুয়োর। আমরা এর আগেই এই বিষয়ে পানিঘাটা রেঞ্জ অফিসারকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

পানিঘাটা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'আহত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে এলাকায় ঘটনা ঘটেছে সেটি জঙ্গল লাগোয়া এলাকা। সেখানে কোনওমতেই খাঁচা পাতা সম্ভব নয়। সেই এলাকায় কাজ হলে বনকর্মীদের মোতায়েন করা হবে। আমরা বাগান কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি জানিয়েছি। সচেতনতা জরুরি।'

মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : মোষ পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার ভোরে খড়িবাড়ি বাঞ্ছাভিটা এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে পুলিশ। সেটিতে তল্লাশি চালাতেই ৯টি মোষ উদ্ধার হয়। চালক মোষ নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথি দেখতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম বিভাস সাহানি। তিনি খড়িবাড়ির বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : এনজেপি থানার পুলিশ বালিবোঝাই ট্রাক সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত সুমিত বর্মনের বাড়ি মাটিগাড়ায় এবং নিখিল বর্মনের বাড়ি শীতলকুচিতে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে নৌকাঘাট এলাকায় পেট্রলিংয়ের সময় ট্রাকটি পুলিশের নজরে আসে। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর প্রথম আলো আন্তারাম ছাটে

খড়িবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর অবশেষে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে চলেছেন মেচি নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারত-নেপাল সীমান্তের ভারতীয় ভূখণ্ডের 'আন্তারাম ছাট' গ্রামের বাসিন্দারা। 'নো ম্যানস ল্যান্ড' ও খরস্রোতা নদীর মাঝখানে অবস্থিত এই গ্রামে মোট ৩০টি পরিবারের বসবাস। ভোটার রয়েছেন ৮৭ জন। যদিও উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও পৌঁছায়নি এই গ্রামে। বছরখানেক আগে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। তারপরেই খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়। অবশেষে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টি মঞ্জুর করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়ি ব্লকের মেচি নদীর চরে গড়ে ওঠা আন্তরাম ছাট গ্রামটির অবস্থান এমন জায়গায়, যা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতেই পারে, এটি নেপালের কোনও গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এখনও অনেকের আধার, ভোটার কিংবা র‍্যাশনকার্ড নেই। এমনকি গ্রামে নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়। নেই ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা। বর্ষাকালে মেচি নদী যখন ফুলেফেঁপে ওঠে তখন ভারতে প্রবেশ করতে পারেন না এই গ্রামের বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার ফলে ভোগান্তি তো রয়েছেই। এই গ্রামের বাসিন্দাদের এমন নানান সমস্যা নিয়ে একাধিক খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'এতদিন ওই গ্রামের বাসিন্দারা বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিদ্যুৎ ভবন থেকে অবশেষে অর্ডার এসেছে।' খড়িবাড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে খবর, নদীর উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার পারাপারের জন্য রেলের পোল ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। উপভোক্তারা আবেদন করলে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। এদিকে, বিদ্যুৎ সংযোগ আসার খবরে উচ্ছ্বসিত গ্রামের বাসিন্দারা।

> এতদিন ওই গ্রামের বাসিন্দারা বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিদ্যুৎ ভবন থেকে অবশেষে অর্ডার এসেছে।
>
> **দীপ্তি সাউ**
> বিডিও, খড়িবাড়ি

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একদিন ভোরে।। কলকাতার ময়দানে ছবিটি তুলেছেন অশোক মল্লিক।

খুব একা লাগছে? চিঠি লেখো প্রিয়জনকে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ওদের বয়সটা অল্প। কিন্তু মনের মধ্যে বহু সমস্যার নিত্য আসা-যাওয়া। প্রতিকারের উপায়টা জানা নেই। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই যেখানে বিপথগামী হয়, শুক্রবার সেখানে অন্য ছবি দেখাল। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জেলা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য শিবির কমবয়সিদের ঠিক পথে চলার দিশা দেখানোর চেষ্টা করল। শিবির শেষে ওদের প্রায় সব্বারই উপলব্ধি, 'ভাগ্যিস আজ এখানে এসেছিলাম।'

দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া এদিনের শিবিরে হাজির ছিল। তার সমস্যা বলতে মাঝেমধ্যেই নিজেকে খুব একা লাগে, 'আর কার সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করব জানা নেই।' উত্তরে চিকিৎসক রিমা মুখোপাধ্যায় যেন মুশকিল আসানের ভূমিকা নিলেন, 'তুমি কাকে বিশ্বাস করো, সেটা তোমাকে আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে। কার কাছে এসব বলতে চাও সেটাও ঠিক করে নিতে হবে। সেটা বন্ধুও হতে পারে কিংবা বয়সে বড় এমন কেউ হতে পারে। আবার ডায়েরি লিখতে পারো। সেই বিশ্বস্ত কাউকে কিছুটা জানিয়ে, পড়ে শুনিয়ে কিন্তু অনেকটাই হালকা হতে পারবে।' শুনে সেই পড়ুয়াকে অনেকটাই হালকা দেখিয়েছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ রিমা বললেন, 'বয়ঃসন্ধিকালের বিষয়টা খুব অদ্ভুত। এই বয়সে একটা সময় দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা চুপচাপ হয়ে যায়, স্কুল যেতে চায় না, ইন্টারনেট, গেমস কিংবা অন্য কোনও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। জেদ জন্মায়। অভিভাবকেরা অনেক সময় একে প্রশ্রয়ও দেন।' ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার সূত্রে রিমা বলতে থাকেন, 'এক দম্পতি তাঁদের সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় আমার চেম্বারে এসেছিলেন। ছেলেটি ক্লাস টেনে পড়ে। চার চাকার গাড়ি না কিনে দিলে সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে না বলে জেদ ধরেছিল। কী করে ছেলেটিকে শান্ত করা যায় তা অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।'

ছবি : এআই

এই বয়সে দিনে কতক্ষণ ঘুমোনো প্রয়োজন বলে শিবিরে প্রশ্ন উঠল। প্রশ্নকর্তা নবম শ্রেণির সেই পড়ুয়াকে ডাঃ শমীক ঘোষ উত্তর দিলেন, 'তুমি কতটা পরিশ্রম করছ সেটার সঙ্গে এটি জড়িয়ে। মোটামুটিভাবে আট ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। মোবাইল যাতে তাতে থাবা না বসায় তা দেখতে হবে।' ফাস্ট ফুড খেতে ইচ্ছে করলে সীমিত পরিমাণে খেতে হবে, এবং আবশ্যিকভাবে শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর পরামর্শ দেওয়া হল। এই বয়সে সম্পর্ক নানা টানাপোড়েনের সাক্ষী থাকে। আর এর হাত ধরেই আত্মহত্যার মতো ঘটনা চর্চায় আসে। প্রতিকারের উপায়? ডাঃ রিমা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এক্ষেত্রে কাউন্সেলিং সবচেয়ে বড় অস্ত্র।' ডিপ্রেশন, স্কুলে না যাওয়ার মতো সমস্যা সন্তানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কি না সেদিকে অভিভাবকদের সব সময় কড়া নজর রাখতে হবে বলে এদিনের শিবিরে পরামর্শ উঠে আসে।

সারের দোকানে হানা

চোপড়া, ১২ ডিসেম্বর : শুক্রবার দাসপাড়া বাজার এলাকায় এক সার ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দেয় শিলিগুড়ি বিভাগের রাজস্ব আধিকারিকদের (সিজিএসটি) একটি দল। এদিন ওই ব্যবসায়ীর দোকানে আধিকারিকরা বেশ কিছুক্ষণ কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। সেই সময় বাইরে থেকে কয়েকজনের একটি দল সেখানে পৌঁছে আতঙ্ক ছড়ানোর পাশাপাশি মুহূর্তে দোকানের খাতাপত্র, রেজিস্টার সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার পর রাজস্ব বিভাগের ওই প্রতিনিধিদল সন্ধ্যা নাগাদ চোপড়া থানায় আসে। যদিও সংবাদমাধ্যমে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, সিজিএসটি আধিকারিকদের অভিযানের ব্যাপারে এদিন পুলিশকে আগাম কিছু জানানো হয়নি। তারা থানায় থাকলেও রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে চোপড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েনি।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, মংলা ভগত নামে এক সার ব্যবসায়ীর দোকানে এদিন সিজিএসটি'র প্রতিনিধিরা হানা দেন। সেখানেই ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় ছিলেন তাঁরা। সবার সামনে থেকে যাবতীয় নথিপত্র কম্পিউটার নিয়ে চম্পট দেয়। তবে ওই ব্যাবসায়ী মংলা ভগত মন্তব্য করতে চাননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন বলছেন, এদিন আধিকারিকরা ভেতরে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার মধ্যেই মুখে কাপড় বেঁধে কয়েকজন বাইরে থেকে ঢুকে পড়ে। এরই মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা ভিতর থেকে যাবতীয় নথিপত্র হাতিয়ে অন্য একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। দোকানে হানার অভিযানের কথা চাউর হতেই আশপাশের অনেকে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যান।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাবলিক প্রাইমারি স্কুল। সায়েন্স সিটিতে নিয়ে গিয়ে বইতে পড়া নানা জিনিসের বাস্তবরূপ দেখানো, বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের বিজ্ঞানমনস্ক করার চেষ্টা করা হয় শুক্রবার। এছাড়াও সায়েন্স সিটির অডিটোরিয়ামে 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন' সিনেমার একটি দৃশ্যও মঞ্চস্থ করে পড়ুয়ারা। এরপর সুকনায় নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। প্রায় ৩৮ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় এদিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা নিয়োগী বলেন, 'একঘেয়ে পড়াশোনা থেকে বেরিয়ে পড়ুয়াদের সার্বিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এই উদ্যোগ।'

শিশু কোলে আউটডোরে বাবা-মায়েদের ভিড়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মেডিকেলে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবের বৈঠক

দেখা মিলল না বিভাগীয় প্রধানদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব। অথচ মেডিকেলের সাতটি সুপারস্পেশালিটি বিভাগের ছ'টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানই অনুপস্থিত। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, বেশির ভাগ বিভাগীয় প্রধান কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। তাঁরা রোটেশনে সপ্তাহে দু'তিনদিন করে ডিউটি করে শুক্রবার দুপুরের মধ্যে কলকাতায় ফেরার বিমান ধরেন। ফলে শুক্রবার সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসুর বৈঠকে সুপারস্পেশালিটি সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার সহ বেশ কয়েকটি বিভাগের চিকিৎসক এবং আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত কলেজের পরিকাঠামো, এখানে ডিএম-এমসিএইচের মতো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করা সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শনিবার সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো ঘুরে দেখবেন।

উঠছে প্রশ্ন

- শুক্রবার সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসুর বৈঠক
- সুপারস্পেশালিটি সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন
- শনিবার সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো ঘুরে দেখবেন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নিউরো সার্জারি, নিউরো মেডিসিন, নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজির মতো সুপারস্পেশালিটি বিভাগ চালু হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু ভবন তৈরি হওয়ার পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও এখনও সেখানে বেশিরভাগ বিভাগই চালু করা হয়নি। অথচ প্রতিটি বিভাগের জন্য বিভাগীয় প্রধান থেকে শুরু করে অন্যান্য চিকিৎসক রয়েছেন। পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারির মতো বিভাগগুলিকে জেনারেল সার্জারির সঙ্গে মিশিয়ে চালানো হচ্ছে। এই ব্লকের একটিও অপারেশন থিয়েটার এখনও চালু করা হয়নি। ক্যাথ ল্যাব আসেনি। সুপারস্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো থাকলেও কেন মানুষ তা পাচ্ছেন না বারবার সেই প্রশ্ন উঠেছে। খোদ রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য সচিব এখানে এসে দ্রুত এই বিভাগগুলি চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার পরেও নির্দেশ কার্যকর হয়নি। হাসপাতাল সূত্রের দাবি, সিংহভাগ চিকিৎসক এখানে থাকেন না। তাঁরা মর্জিমাফিক কলকাতা থেকে এসে একদিন, দু'দিন ডিউটি করে ফিরে যান। তাহলে কীভাবে নতুন নতুন বিভাগ চালু হবে? রোগী পরিষেবা কে দেবে?

শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসু মেডিকেলে আসেন। মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সহ একাধিক বিভাগীয় প্রধানকে নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে একমাত্র ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত ছাড়া অন্য কোনও সুপারস্পেশালিটি বিভাগের প্রধান ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মেডিকেলে নবনির্মিত ক্যানসার ব্লক, সুপারস্পেশালিটি ব্লক সহ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষুব্ধ পাহাড়ের ব্যবসায়ী মহল

ভোটের জন্য গাড়ি চাওয়ার তৎপরতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোট ঘোষণা হতে এখনও বেশ কয়েকমাস বাকি রয়েছে। যদিও এরই মধ্যে ভোটের জন্য পাহাড়ে গাড়ি সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। যা নিয়ে পরিবহণ ও পর্যটন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীরা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছে।

পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভোট ঘোষণার কয়েকমাস আগে এভাবে গাড়ির নথি প্রশাসন নিয়ে নিলে এখানকার পর্যটন ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়বে। ভোগান্তির শিকার হবেন পর্যটকরা। এই ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে ঠিক কতগুলি গাড়ি ভোটের জন্য প্রয়োজন, সেগুলি কতদিনের জন্য নেওয়া হবে এবং সময়মতো ভাড়া মেটানো সহ একাধিক বিষয় পরিবহণ সংগঠনগুলিকে জানানোর দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, ভোটের জন্য গাড়ি সিজ করার প্রক্রিয়া নিয়ে জেলা প্রশাসনে দ্বিমত লক্ষ করা গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বলছেন, 'বিধানসভা ভোটের জন্য গাড়ি নেওয়ার নির্দেশ আসেনি। গাড়ি নেওয়া হচ্ছে বলে আমার কাছে খবর নেই।' বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসের মন্তব্য,

ভোগান্তির আশঙ্কা

- '২৬-এর বিধানসভা ভোটের দেরি থাকলেও এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ে গাড়ি সিজ করার প্রক্রিয়া
- এত মাস আগে গাড়ির নথি নিয়ে নিলে পর্যটন ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের
- ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে আগে থেকে কত গাড়ি কত দিনের জন্য প্রয়োজন তা জানানোর দাবি উঠেছে

'ভোটের জন্য গাড়ি রিকুইজিশন করা শুরু হয়েছে। তবে, এখনই গাড়িগুলি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। সময়মতো নেওয়া হবে।'

আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে নির্বাচনি নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে বলে খবর। কিন্তু ডিসেম্বর মাস থেকে দার্জিলিং পুলিশ পাহাড়ে রাস্তায় শিবির করে গাড়ি আটকে নথিপত্র জমা নিয়ে সিজার লিস্ট ধরিয়ে দিচ্ছে। ভোটের জন্য যে কোনওদিন গাড়ি নেওয়া হতে পারে বলেও চালকদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই ঘটনা সামনে আসতেই পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (এইচএইচটিডিএন) তরফে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চিঠি দিয়ে এখনই গাড়ির নথি জমা নেওয়ার প্রতিবাদ করা হয়। সেই চিঠিতে লেখা হয়েছে, ডিসেম্বর-জানুয়ারি, মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যটনের ভরা মরশুম থাকে। এই সময় দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসেন। এমন সময় ভোটের কথা বলে হঠাৎ রাস্তা থেকে গাড়ি তুলে নিলে পর্যটকদের ভোগান্তি চরমে উঠবে। পাশাপাশি গাড়ির মালিক, চালকদেরও অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। ভোটের সময় কোন দিনগুলিতে গাড়ি নেওয়া হবে তার নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। এইচএইচটিডিএনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'ভোটের ডিউটিতে গাড়ি নেওয়া প্রয়োজন এটা ঠিকই। আমাদেরও গাড়ি দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু সবে ডিসেম্বর মাস চলছে। অথচ প্রশাসন এখনও গাড়ি নেওয়া শুরু করেছে।'

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল অপারেটরসের (ডাটা) সভাপতি প্রদীপ লামার কথায়, 'অনেক গাড়িকে ইতিমধ্যেই ভোটের জন্য সিজ করা হয়েছে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বুক (আরসি বুক) এবং লাইসেন্স নিয়ে সিজার লিস্ট ধরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়িগুলি সিজ করায় পর্যটকরাও হয়রান হচ্ছেন।'

তিতি-বাংড়ি থেকে অবাধে বালি চুরি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১২ ডিসেম্বর : প্রশাসনের নাকের ডগায় অবাধে বালি চুরি চলছে মাদারিহাটে। রয়্যালটি ছাড়াই প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০টি ডাম্পার ও ট্র্যাক্টরে এই বালি থানা ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সামনে দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দিনের পাশাপাশি রাতেও রীতিমতো রেইকি করে বালি চুরি চলছে।

মাদারিহাটের তিতি ও বাংড়ি নদী থেকে এই বালি চুরির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আগে যদিও দু'-একজন রয়্যালটি কেটেই বালি তুলতেন। কিন্তু গ্রিন ট্রাইবিউনালের মামলার জন্য তিতি ও বাংড়ি নদী থেকে বালি তোলা বন্ধ রয়েছে। এতে অবশ্য প্রকাশ্যে চুরির পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়েছে। ফলে ধ্বংস হচ্ছে বনের পরিবেশ। ক্ষতি হচ্ছে চা বাগানের।

সূত্রের খবর, প্রশাসনের ওপরতলার আধিকারিকদের গাড়ির চাকা রাস্তায় গড়ালেই খবর পৌঁছে যাচ্ছে ডাম্পারচালকদের কাছে। সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের মাঝারি ও নীচুতলার কর্মীদের সেটিং করেই চলছে এই কারবার। কয়েকমাস আগে আলিপুরদুয়ার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে বাংড়ি নদীতে লিজ দেওয়া হয়েছিল ড্রেজিং করে বালি এক জায়গায় মজুত করে বিক্রির জন্য। সেক্ষেত্রে

ক্ষতিগ্রস্ত বনের পরিবেশ, চা বাগান

রয়্যালটি কাটার নির্দেশ ছিল। কিন্তু কয়েকজন রয়্যালটি কাটলেও বেশিরভাগ গাড়ির মালিক কাটতেন না। সেই মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬ মাস আগে। এরপর সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত বালি পাচারের কারবার চলছে।

বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার অভিযোগ, 'তৃণমূলের কিছু নেতা এই বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে মোটা টাকা পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠছে। আর প্রশাসনের উঁচুতলা থেকে নীচুতলার কর্মীরা সরাসরি যুক্ত রয়েছে। না হলে প্রকাশ্যে বালি-পাথর চুরি হচ্ছে আর প্রশাসনের কর্তারা কিছুই জানতে পারছেন না, এটা হতে পারে না।'

তৃণমূলের মাদারিহাট ব্লক সহসভাপতি দীপনারায়ণ সিনহা বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের সাংসদ কোথায় কী কাজ করেছেন আজও তার হিসেব দিতে পারেননি। যদি তৃণমূলের কোনও নেতা বালি মাফিয়াদের থেকে টাকা নেন, তার প্রমাণ কেন দিচ্ছেন না সাংসদ?'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেছেন, 'জঙ্গলের বাইরের অংশ থেকে বালি তোলা হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলেও তাদের ধরতে পারছি না। তবে জঙ্গলের সংরক্ষিত এলাকায় আমাদের কড়া নজরদারি রয়েছে। এভাবে বালি পাচারের জন্য জঙ্গলের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।' হান্টাপাড়া চা বাগানের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে তিতি ও বাংড়ি নদী। এই বাগানের ম্যানেজার রাজীব চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অবৈধভাবে বালি তোলার জন্য গত দুই বছরে শুধুমাত্র হান্টাপাড়া চা বাগানের কয়েক হেক্টর চা গাছ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। প্রশাসনের নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। আধিকারিকরা এসে দেখেও গিয়েছেন। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি।

মাদারিহাট থানার ওসি সুব্রত সরকার জানালেন তিনি কয়েকদিন আগেই এই থানার দায়িত্বে এসেছেন। তবে অভিযান শুরু করবেন বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। একাধিকবার ফোন করলেও আলিপুরদুয়ার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক আদিত্যবিক্রম সাইনি ফোন ধরেননি।

খাদে গাড়ি, হত ৩

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যাওয়ায় মৃত্যু হল তিনজনের। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিরিকদাড়ায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। গুরুতর জখম হয়েছেন ওই গাড়ির চালক সহ মোট নয়জন যাত্রী। তাঁদের প্রথমে রম্ভি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে সাতজনকে রাতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সেখানে নিয়ে আসার পথে মৃত্যু হয় আরেকজনের।

পুলিশ সূত্রের খবর, সিকিমের গ্যাংটক থেকে একটি যাত্রীবাহী ছোটগাড়ি শিলিগুড়িতে নামছিল। গাড়িতে চালক সহ ১১ জন ছিলেন। গাড়িটি তিস্তাবাজার পেরিয়ে আসার পরেই বিরিকদাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় এক হাজার ফুট নীচে তিস্তা নদীর চরে গিয়ে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে গাড়িটি নীচে পড়ার সময় একাধিক যাত্রী গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়ির চালকরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মোটা দড়ি বেয়ে একে একে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা নীচে নামেন। উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য সেখানে জেনারেটরের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়। রাতে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে, হতাহতদের নাম এবং পরিচয় রাত পর্যন্ত জানা যায়নি।

ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

দিনদুপুরে ছিনতাই, রাতে ধৃত দুই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিন ছিনতাইবাজের মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া ব্যাগ। কিন্তু শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দূর হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার দুপুরে ভক্তিনগর থানা এলাকার তারাচাঁদ মাঠে যেভাবে হায়দরপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ ঘোষের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা, তা জানতে পেরে আঁতকে উঠছেন অনেক শহরবাসী। অভিজিতের বক্তব্য, সিকিম যাওয়ার পথে শৌচকর্মের জন্য মাঠটিতে গিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ই তাঁর ব্যাগ ছিনিয়ে পালিয়ে যায় তিন দুষ্কৃতী। এরপরেই তিনি সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানান। বাকি একজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃত দেব সিংহ ওরফে বিট্টু ও রোহিত সেবা ওরফে কাঞ্চাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরে দিনদুপুরে যেভাবে একের পর এক অপরাধের ঘটনা ঘটছে, তা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারাচাঁদ মাঠ এলাকায় সকাল থেকেই কিছু তরুণ নেশার আসর বসায়। ওই মাঠে কেউ গেলে ওই তরুণদের খপ্পরে পড়ে। ওই মাঠ চত্বর এলাকা থেকে এর আগেও বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে। যদিও তা জানা ছিল না অভিজিতের। তাঁর বক্তব্য, 'সিকিমের গাড়িতে ওঠার আগে শৌচকর্ম করতে মাঠটিতে যাই। সেখান থেকে বের হওয়ার সময় তিনজন তরুণ আমাকে ঘিরে ধরে। এরপর ওরা আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয়। এরপরেই ভক্তিনগর থানায় পৌঁছে অভিযোগ জানাই।' ঘটনাটি জানার পরেই তদন্তে নামে পুলিশ। রাতে গ্রেপ্তার হয় দেব ও রোহিত। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যাগ থেকে পুলিশ ম্যানিব্যাগ, এটিএম কার্ড সহ কিছু জিনিস উদ্ধার করেছে। তবে সাত হাজার টাকার মধ্যে উদ্ধার হয়েছে দুই হাজার টাকা।

পদ্মের ধর্নায় ঘাসফুলের ঝান্ডা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : পদ্ম বাগানে হঠাৎই ঘাসফুলের কুঁড়ি। থুড়ি বিজেপির কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা। আর তা দেখে বিব্রত পদ্মের নেতারা। মান বাঁচাতে কোনওরকমে সেই ঝান্ডা সরানোর চেষ্টা পদ্ম নেতাদের। ধর্না কর্মসূচিতে এর থেকে ওর কাছে চলল হাতবদল। কিন্তু পদ্ম নেতারা ঘাসফুলের ঝান্ডা হাতে নিতে নারাজ। কিছুক্ষণ ধর্নাস্থলেই পড়ে থাকল তৃণমূল কংগ্রেসের ওই ঝান্ডা। শেষে চিত্র সাংবাদিকদের সক্রিয় হতে দেখেই তড়িঘড়ি ঝান্ডা সরিয়ে ফেলল বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির ধর্না কর্মসূচিতে।

ঘটনার জেরে সাময়িক বিব্রত হন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি রাজু সাহাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির ধর্না কর্মসূচিতে জায়গা পেল তৃণমূলের পতাকাও।

তাঁর বক্তব্য, 'কোনও কারণে ঝান্ডার বান্ডিলে ঢুকে গিয়েছিল ওটা। দেখা মাত্রই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগে এদিন এসজেডিএ দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এক পদ্ম কর্মী নিজের স্কুটারে করে নিয়ে এলেন বেশ কয়েকটি দলীয় ঝান্ডা। একে একে ঝান্ডা হাতে সকলেই পথে নেমে গেলেন। বিক্ষোভ দেখাতে সকলে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়লেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা যে হাতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা চলে এলেও বিষয়টি তাঁদের নজরে পড়েনি। তৃণমূলের ওই ঝান্ডা হাতেই চলছে স্লোগান দেওয়া, 'বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকার কাজ হচ্ছে না কেন? এসজেডিএ চেয়ারম্যান জবাব চাই, জবাব দাও।'

একটা সময়ে সকলেই বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে বসে পড়েন। সেখানে তখন উপস্থিত খোদ বিধায়ক শংকর ঘোষ, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ। অনীতা মাহাতোর সামনেই বসে থাকা এক কর্মীর হাতে তখন শাসকদলের ঝান্ডা। ওই কর্মীর পাশেই বসে রয়েছেন বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি রাজু সাহা।

এক কর্মীর বিষয়টি নজরে আসতেই কানে কানে বিষয়টি জানান অপর নেতাকে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস তখন বিজেপির আন্দোলনের দিকেই। ক্যামেরা বাঁচিয়ে তৃণমূলের ঝান্ডা এ হাত থেকে ও হাত করার চেষ্টা করা হল। দুই-চার হাত ঘুরে ওই ঝান্ডা এক কোণে মাটিতে পড়ে থাকল। কিন্তু যেই সংবাদমাধ্যম ওই ঝান্ডার ছবি তুলতে সক্রিয় হল সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ঝান্ডা সরিয়ে দিলেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা।

মেলো টি ফেস্টে আগাম ক্রিসমাসের মেজাজ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : তরুণ শিল্পোদ্যোগীদের প্রচারের আলোয় আসার বড় সুযোগ করে দিচ্ছে দার্জিলিং মেলো টি ফেস্ট। স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশ এবং বিদেশের পর্যটকদের কাছে নিজেদের পণ্য তুলে ধরার এমন সুযোগ পেয়ে জেলা প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁরা।

উৎসবে শুধু নাচ, গান এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি নয়, স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের স্টার্টআপকে কীভাবে প্রচার করা যায়, সে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিল প্রশাসন। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিংয়ে শুরু হয়েছে মেলো টি ফেস্টিভাল। চৌরাস্তায় এই উৎসবকে ঘিরে পাহাড়ে এখন যেন আগাম ক্রিসমাস।

স্থানীয় খাবার থেকে হাতের কাজের বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এই মেলো টি ফেস্টিভালে। এবার তৃতীয় মেলো টি ফেস্টিভাল, সেখানে চলতি বছর প্রথমবার যুক্ত করা হয়েছে 'ডি স্টার্টআপ'।

সেখানে স্থানীয় ৫০ জন ছোট উদ্যোগপতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে তাঁদের স্টল, টেবিল, চেয়ার, বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ২৫টি খাবারের স্টল এবং বাকিগুলো হাতের কাজের স্টল রয়েছে। মেলো টি ফেস্টে ঘুরতে এসে পর্যটকরা এই স্টলগুলোতেও ঢুঁ মারছেন।

প্রথমবার এমন সুযোগ পেয়ে খুশি একটি ক্যাফের মালিক সিদ্ধান্ত সাংপাং। তিনি বললেন, 'প্রশাসনের তরফে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যই আমরা নিজেদের খাবার তুলে ধরতে পেরেছি। প্রত্যেকটি খাবারে স্থানীয় ফ্লেভার রাখা হয়েছে। পর্যটকরা এই উৎসবে এসে আমাদের স্টলের খাবার খেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। খুব ভালো সাড়া পেয়েছি।'

বিভিন্ন জিনিসের পাশাপাশি স্থানীয়

মেলো টি ফেস্টে পসরা সাজিয়ে বিক্রেতা।

> প্রশাসনের তরফে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যই আমরা নিজেদের খাবার তুলে ধরতে পেরেছি। প্রত্যেকটি খাবারে স্থানীয় ফ্লেভার রাখা হয়েছে। পর্যটকরা এই উৎসবে এসে আমাদের স্টলের খাবার খেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। খুব ভালো সাড়া পেয়েছি।
>
> **সিদ্ধান্ত সাংপাং**
> *ক্যাফের মালিক*

খাবারের ফিউশনও এখানে রয়েছে। পর্যটকরা যাতে এখানে এসে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি, খাবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই স্থানীয় ছোট উদ্যোগপতিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সুগন্ধি, জুস, হাতে তৈরি মোমবাতি, ক্রুশেডের সামগ্রী সহ নানা জিনিসের পসরা নিয়ে তাঁরা উৎসবে এসেছেন। ক্রিসমাসের মরশুমে এখান থেকে অনেকেই ঘর সাজানোর জিনিস কিনছেন।

প্রথমবার মেলো টি ফেস্টে এধরনের উদ্যোগ দেখে একটি স্টার্টআপের কর্ণধার আশিস স্যাংবো বলেন, 'এধরনের অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের মধ্যে নতুন কিছু করার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেয়। পাহাড়ের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে কতরকমের ব্যবসার কথা ভেবেছেন, তা ডি স্টার্টআপে এসে পর্যটকরা দেখেছেন।' আচার এবং জেলি তৈরি করে এই ফেস্টিভালে স্টল দিয়েছেন মিংমা ডোমা ভুটিয়া। তাঁর কথায়, 'এত ভালো সাড়া পাব, কোনওদিন ভাবিনি।'

মেলো টি ফেস্টিভালে রবিবার পর্যন্ত এই স্টল থাকবে। পরের বছর আরও বেশি স্থানীয় স্টার্টআপকে এই ফেস্টিভালে সুযোগ করে দিতে চান উদ্যোক্তারা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুনীল দাস - কে 14.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88B 95790 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার জীবনে অনেক কঠিন পর্যায়ের মুখোমুখি হয়েছি। এমন সময়ও এসেছিল যখন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত লাগছিল। ডিয়ার লটারিতে অনেককে জিততে দেখে আমিও মনে মনে এমন একটি মুহূর্তের আশা করেছিলাম। আজ সেই আশা সত্যি হয়েছে। এখন আমিও কোটিপতি। ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৪ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

পদ্মাপারের ভোট

দীর্ঘ টালবাহানা শেষে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ল। বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসিরউদ্দিন জানিয়ে দেন, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ওই নির্বাচন হবে। ওইদিনই জুলাই সনদ নিয়ে দেশের ইতিহাসে প্রথম গণভোটও হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসায় এই ভোটে বঙ্গবন্ধুর দল লড়াইয়ে থাকছে না। হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ শেষপর্যন্ত কাদের ক্ষমতায় আনেন, সেদিকে এখন নজর ভারত সহ গোটা বিশ্বের। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় উঠে এসেছে, আওয়ামী লিগের শূন্যস্থান ভরাট করার চেষ্টা করছে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামি।

তবে অতীতের এই দুই শরিক দল রাজনৈতিক দরকষাকষিতে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। জামায়াতের ইসলামি ছাত্র শিবির ঢাকা, জাহাঙ্গিরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহির মতো একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ দখল করার পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও চমকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, বিএনপির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে জামায়াতে।

জামায়াতে শেষপর্যন্ত সফল হলে বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন মোড় নেবে। ভারতের সঙ্গে ওপার বাংলার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও নয়া অধ্যায়ের সূচনা হবে। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের রাজত্ব চললেও প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বাহিনীকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামি।

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। হাসিনা আমলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল ও সরকারি নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়া জামায়াতের তৎপরতা এখন চমকপ্রদ। হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে হত্যা করার অভিযোগ ছিল বিএনপি, জামায়াতে প্রভৃতি দলের। আওয়ামী লিগের স্বৈরাচার মাত্রা ছাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সেই স্বৈরতন্ত্র পরাস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয় ওদেশে।

কিন্তু তারপর গত দেড় বছরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি খুব বদলেছে? নিরপেক্ষ উত্তর হল, না। একটি জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে তার শিকড়ে। সেই শিকড়কে কেটে দেওয়া হলে জাতির অস্তিত্ব সংকটে পড়তে বাধ্য। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ধর্মোন্মাদ জনতা।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়িতে হামলা চলেছে। বাংলা সাহিত্যের আরেক কৃতী পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পারিবারিক ভিটে ভাঙচুর হয়েছে। জাত-ধর্মের গণ্ডি ডিঙিয়ে মানবতার পাঠ দিয়েছিলেন যে লালন ফকির, তাঁর মাজারে হামলা চলেছে। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে একাধিক বাদ্যযন্ত্র। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, জানমালের ওপর বারবার হামলা হয়েছে।

সবথেকে বড় কথা, ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। ওপার বাংলায় ভারতবিরোধিতা চরম আকার নিয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাসিনার আমলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু আজকের বাংলাদেশের অবস্থা যে ছিল না, সেটা হলফ করে বলা যায়।

হাসিনার জমানায় বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়ন ছিল চোখে পড়ার মতো। ভারতবিরোধী শক্তিকে তিনি বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করেছিলেন। দুই পড়শি দেশের বিশেষ করে দুই বাংলার আত্মিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে হাসিনা সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল। সেই মৈত্রীর কারণেই হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন।

তাঁকে ফেরত চেয়ে ইউনূস সরকার হাজারো ফন্দিফিকির করলেও ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মুজিব-কন্যা যতদিন খুশি ভারতে থাকবেন। আসন্ন ভোটে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হোক না হোক, ইউনূস, জামায়াতের চিন্তাভাবনা, কাজেকর্মে স্পষ্ট, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্মৃত হয়ে নতুন বাংলাদেশ ডানা মেলতে চলেছে। যা ভারতের পাশাপাশি গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অশনিসংকেত।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

ইন্ডিনোগো : মোনোপলির মাৎস্যন্যায়

বিমান ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে ফের প্রশ্ন। শিল্পে মোনোপলি বা ডুওপলির রমরমা দেশের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ইন্ডিগো থেকে এক পলকে 'ইন্ডিনোগো' হয়ে ওঠা বিমান কোম্পানিকে একদিক দিয়ে ধন্যবাদ। তারা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল ভারতে মোনোপলি বা ডুওপলির ব্যবসা কী ভয়ংকর জায়গায় যেতে পারে।

রাতারাতি কীভাবে তারা হাজার হাজার মানুষকে অসহায় করে দিয়ে যেতে পারে। অনেকটা ব্যাংক ফেল করার মতো ব্যাপার।

দিন সাতেক আগেও ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এয়ারলাইন্স ছিল ইন্ডিগো। চোখ বন্ধ করে টিকিট কেটে ফেলা যেত এই এয়ারলাইন্সের। পাইলট যখন গন্তব্যস্থলে নামছেন, তখন গর্ব করে বলতেন, 'এটা ইন্ডিগো টাইম। আমরা অমুক মিনিট আগে পৌঁছে গিয়েছি নির্ধারিত সময়ের।'

সেই সুনাম আজ চুরমার। মুন্নি বদনাম হুই। পেছনে যেন দাবাং সিনেমার গান বাজছে। নাচছেন সলমন খান, মালাইকা অরোরা ও সোনু সুদ।

বিমানযাত্রা এখন আর শুধুই অভিজাতদের জন্য নয় আগের মতো। আজকাল প্রচুর সাধারণ মানুষ বিমানে যাতায়াত করেন। সেখানে ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারি ভারতীয় সমাজে ভয়ংকর ছাপ ফেলে দিয়ে গেল। আমরা বুঝলাম, কোনও বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিতে একটা বা দুটো সংস্থার দাদাগিরি চললে কী দুর্দশার মধ্যে পড়তে পারে দেশ।

ইন্ডিগো এয়ারক্র্যাফটের সংখ্যা যেখানে ৪১৭, সেখানে বাকি চারটি সংস্থার মোট এয়ারক্র্যাফটের সংখ্যাই অত নয়। এয়ার ইন্ডিয়া ১৮৭, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ১১৫, স্পাইসজেট ৩৫, আকাশা ৩০। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কতটা ছেলেখেলা, বোঝা যাবে এই পরিসংখ্যান থেকে।

আরও অবিশ্বাস্য সংখ্যার খেলা রয়েছে। ইন্ডিগো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার দিন কলকাতা-বেঙ্গালুরু ফ্লাইটের ভাড়া ৮ হাজার থেকে হয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ। নয়াদিল্লি-কলকাতা ৭ হাজারের বদলে উঠল ৮৪ হাজার। মুম্বই-কলকাতা ছিল ৮ হাজার, হয়ে গেল ৪৮০০০। কেন্দ্রীয় সরকার দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আমাদের ভয় করতে লাগল বিমান সংস্থায় মোনোপলি যদি এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করে, ভবিষ্যতে আমাদের দেশে কী হবে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে?

সামান্য একটু চিন্তা করে বেশ কিছু শিল্পে দেখি দুটো সংস্থার রমরমা। মানে সেখানে একটা সংস্থায় গণ্ডগোল হলেই পুরো দেশ সংকটে পড়ে যেতে পারে। এখন দেখুন না, যদি ফেসবুক, ইনস্টা বা ইউটিউব হঠাৎ ঘোষণা করে দেয়, তারা আর কোনও পোস্টকে টাকা দেবে না, এখন কী হবে ভারতের? লক্ষ লক্ষ লোক কার্যত বেকার হয়ে যাবেন! ধাক্কা খাবে দেশের অর্থনীতিও। এআই নির্ভরতাও অনেকটা একই ধরনের সংশয়ের জন্ম দেয়।

মোনোপলির কথা বললে এক ঝলকে ভারতের যে ক'টা ইন্ডাস্ট্রির কথা মনে পড়ে, তা তো হাতের কড় ছাপিয়ে যায়। টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন এয়ারটেল এবং জিও অর্ধেকের বেশি বাজার দখল করে রেখেছে। একটা নেটওয়ার্ক খারাপ হলেই বহু লোকের মাথায় হাত পড়বে। ট্যাক্সি সার্ভিসে উবর এবং ওলা, ফুড ডেলিভারিতে জোম্যাটো ও সুইগি, এডটেকে বাইজু এবং আনএকাডেমি। সুপার মার্কেটে রিলায়েন্স রিটেল আর ডিমার্ট, ই কমার্সে অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট। ঠান্ডা পানীয়তে কোক এবং পেপসি, যা ডুয়াল মোনোপলির আদর্শ উদাহরণ। মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে আছে অ্যানড্রয়েড এবং আইওএস।

এবারে ভেবে দেখুন, এগুলোর মধ্যে যে কোনও একটা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হলে দেশের মানুষের কীরকম পরিস্থিতি হবে। ইন্ডিগো কার্যত স্তব্ধ হওয়ার পর একটি ভাইরাল পোস্টে দেখলাম এক ফরাসি নাগরিক ইন্ডিগো কাউন্টারের সামনে উঠে চিৎকার করছেন এবং নাচছেন। নিজস্ব ভাষায় ক্ষোভ জানাচ্ছেন সামনে সমবেত জনতাকে। এটা কি আমাদের দেশের পক্ষে খুব ভালো সংকেত গেল গোটা পৃথিবীর কাছে?

ডুওপলি ও মোনোপলির ক্ষেত্রে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে বারবার। এক নম্বর বা দু'নম্বর সংস্থা বাকি প্রতিযোগীদের গ্রাস করে ফেলার জন্য কিনেই ফেলছে। দ্বিতীয়ত, বাজার বাড়ানোর জন্য অহেতুক খরচ করে লোক দেখাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছে নিজেরাই।

প্রথম ক্ষেত্রে ভারতে উদাহরণ আদানি এবং আম্বানিদের নানা 'রাজকর্ম'। বিনোদন জগতে আম্বানি প্রথমে নিলেন ডিজনি। পাশাপাশি স্টার প্লাস চ্যানেলের সঙ্গে কিনে ফেলেছেন তাদের প্রতিপক্ষ কালার্সও। কাগজের ভাষায় যৌথ বাণিজ্য।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে, ইন্ডিগো। দেশে-বিদেশে তারা রুট বাড়িয়েছে প্রচুর। যতটা বাড়ানো সম্ভব তার থেকেও বেশি বাড়িয়ে ফেলেছে। তারপর আর সামলাতে পারছে না। কমে গিয়েছে পাইলটের সংখ্যা, কমে গিয়েছে এয়ার হোস্টেসদের সংখ্যা। এয়ার হোস্টেসদের বেতন কম করে বা পাইলটদের কাজের সময় বাড়িয়েও পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না।

আমরা চোখের সামনে দেখেছি ঝকঝকে তকতকে জেট এয়ারলাইন্স, সাহারা, কিংফিশার ও ডেকান এয়ার রাতারাতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেও যা ভাবা যায়নি কখনও। বিশেষ করে জেট এয়ারলাইন্স, একটা সময় তারাই ছিল দেশের এক নম্বর। বিজয় মাল্যর কিংফিশার আবার চোখধাঁধানো কাজকর্মে বিশ্বাস করত। আরেক চোখধাঁধানো এয়ারলাইন্স ভিস্তারা শুরু হয়েছিল টাটা ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের যৌথ উদ্যোগে। তেরো মাস আগে মিশে গিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে। এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া যেমন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

তার মানে একেবারে আনকোরা কেউ টিকে থাকতে পারছে না। সোজা বাংলায় দাদা ধরছে। আর আমরা এসব দেখে আরও ঘাবড়ে যাচ্ছি। ঘরপোড়া গোরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন একবার বলেছিলেন 'মোনোপলিস্টরা সব সময় তাঁদের মোনোপলিকে সমর্থন করেন একটা কথা বলে। প্রতিযোগিতা সব সময় অর্থহীন।' আমাদের দেশেই অনেক সেক্টরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সেখানে কেমন কাজ চলছে তা যাচাই করার ভার রইল পাঠকের উপরে।

উদাহরণ চাই? আইআরসিটিসি ১০০ ভাগ, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স ১০০ ভাগ, কোল ইন্ডিয়া ৮২ ভাগ, আইটিসি ৭৭ ভাগ। অন্তত রেল কীভাবে চলে, এই অভিজ্ঞতা তো সবারই রয়েছে। তবে ভারতে এত ট্রেন চলে, এত রেললাইন, সেখানে বেসরকারি উদ্যোগ ঢুকে পড়া একটু মুশকিলই। ইউরোপে যেটা সম্ভব, সেটা ভারতে সম্ভব নয়। রেলে অনেক রুটই লাভজনক নয় কিন্তু চালাতে হয় সরকারকে। বেসরকারি সংস্থার পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না।

মোনোপলির তিনটি সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক কী কী? এক, জিনিসের দাম অনেক বেশি হয়ে যায়। দুই, উৎপাদক সংস্থা নতুন নতুন দিক দেখায় না ক্রেতাদের। ক্রেতাদের হাতেও বিকল্প থাকে না বেশি। তিন, কোনও জিনিস ভালো না লাগলেও সেটা কিনতেই হয়।

মোনোপলি বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০২ সালে একটি কম্পিটিশন অ্যাক্ট চালু করেছিল। দেশে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বলে একটি কমিশনও রয়েছে। করে কোনও লাভ হয়েছে, কতটা লাভ হয়েছে, এসব নিয়ে চর্চা হতেই পারে। তবে এখানেই উঠে আসবে বিশ্বজুড়ে মোনোপলি বা ডুওপলির অতি চেনা কিছু উদাহরণ।

লিখতে গিয়ে দেখবেন, সবই তো আসলে ঘরের জিনিস। প্রতিদিন কাজে লাগে। প্রতিদিন আমরা নিজেদের সমর্পণ করে দিই মনোপলির মহা সম্রাটদের কাছে। একেবারে অজান্তেই হয়তো এদের না হলে অনর্থক জীবন।

নামগুলো লিখি। উইন্ডোজের মাইক্রোসফট, সার্চ ইঞ্জিনে গুগল, ই কমার্সে অ্যামাজন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, সিপিইউতে ইন্টেল, পেমেন্টে ভিসা বা মাস্টার কার্ড, ওষুধপত্রে ফাইজার--এরাও তো এক একটা আমাদের ইন্ডিগোর মতো। আজ যদি একটা ভিসা বা মাস্টার কার্ড, ফাইজার, মাইক্রোসফট, গুগল অকেজো হয়ে পড়ে, পৃথিবীও তো অচল হয়ে পড়বে।

দোষটা এই কোম্পানিগুলোর নয়, বরং কৃতিত্বই এদের। এরা এমন উচ্চতায় নিজেদের নিয়ে গিয়েছে, না থাকলে পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। এদের বিকল্প অন্য কেউ হতে পারেনি এতদিনেও। দোষটা তো মাইক্রোসফট বা মাস্টার কার্ডের নয়।

ওরকম যুক্তির আয়নায় ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিতে তাদের দোষ ধরতে গেলে ওদের আর কোনও দোষ পাবেন না। প্রশ্নটা তখন অন্য হয়ে দাঁড়াবে। কেন আরও একটা ইন্ডিগো তৈরি করতে পারেনি ভারত?

আজ

১৯৩৪

সংগীতশিল্পী ও সুরকার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন আজ।

১৯৮৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেত্রী স্মিতা পাতিল।

আলোচিত

অস্থির পরিস্থিতিতে বিমান ভাড়া বেঁধে দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সারাবছর পারে না। বাজার যাতে বড় হয়, সেজন্য এই নিয়ন্ত্রণ সরকার নিজের হাতে রাখে না। অসামরিক বিমান পরিবহণে বিকাশ চাইলে সেটা করা উচিতও নয়। উৎসবের মরশুমে টিকিটের দাম বাড়ে সাধারণত।

– রামমোহন নাইডু

ভাইরাল/১

আদরের মেয়ের জন্য বাবা কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। মেয়ে তার কিছুটা খেয়ে বাকিটা স্কুলে নিজের প্রিয় শিক্ষকের জন্য নিয়ে যায়। দেখে শিক্ষক অভিভূত। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কেড়েছে।

ভাইরাল/২

অনলাইনে একটি নামী ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে এক তরুণ চিকেন কারির অর্ডার দিয়েছিলেন। খেতে খেতে দেখলেন তাতে টিকটিকি ভাসছে। অতঃপর, হড়হড়িয়ে বমি। হাসপাতালে ভর্তি। মিরাটের এই ঘটনা নেট দুনিয়ায় ভাইরাল।

জনমন জনমত

পরিচ্ছন্নতার নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে রায়গঞ্জ

উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর রায়গঞ্জ। এই জেলা শহর পারিজাত মুড়ি ও তুলাইপাঞ্জি চালের অনন্য ভূমিকা রেখেছে রাজ্যজুড়ে। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে দেখলে অনেকটা পিছিয়ে। এই অবস্থায় পাড়ায় দেখা মেলে না নোংরা বহনকারী গাড়ি। নর্দমার জল উপচে পড়ছে রাস্তার ওপর। রাস্তায় রাস্তায় নোংরা জমে রয়েছে। যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ব্যবহৃত ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন। এমতাবস্থায় শহরবাসী নরকযন্ত্রণায় ভুগছেন আর পুরসভা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। কালেভদ্রে একজন ঠ্যালাওয়ালা নোংরা নিতে আসে বটে, তবে বিনিময়ে সুযোগ বুঝে বকশিশ দাবি করে। পরিচ্ছন্নতার লোভে শহরবাসী কিছু দিয়েও দেন।

তাই রায়গঞ্জের পুর চেয়ারম্যানকে বলব, পুরবাসীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন রক্ষার্থে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করুন। প্রতিদিন যাতে বর্জ্য সংগ্রহকারী গাড়ি আসে সেই ব্যবস্থা করলে পুরবাসী উপকৃত হবেন। সঙ্গে মাইকিংয়ে প্রচারের সুবিধা রাখুন।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

তড়িৎকে কুর্নিশ জানাই

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহর অতুলনীয় মৃৎশিল্পের জন্য ভারতবিখ্যাত। সেই কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলের প্রবীণ মৃৎশিল্পী তড়িৎ পাল ৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'শিল্পগুরু' পুরস্কার পেয়েছেন। ভারত সরকারের বস্ত্রশিল্পমন্ত্রক ও হস্তশিল্প দপ্তর দ্বারা প্রদত্ত এই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য তড়িৎবাবু প্রায় চার মাস ধরে খেটেখুটে তৈরি করেছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় ঘরানার 'বিষ্ণু বিশ্বরূপ দর্শন' নামক একটি অভিনব (১০ ইঞ্চি বাই ১৮ ইঞ্চি পরিমাপের) শিল্পকর্ম। নদিয়া জেলা সহ রাজ্যের এবং দেশের গর্ব তড়িৎ পালকে জানাই কুর্নিশ।

আশা রাখছি, আগামীদিনে মৃৎশিল্পী তড়িৎ পালের অনন্য সাধারণ শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান, সুখ্যাতি অর্জন করতে পারবে। আর এই সুবাদে আমরা বিশ্বের দরবারে আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। সুস্থ, নীরোগ, দীর্ঘায়ু লাভ করুন মৃৎশিল্পী তড়িৎ।

সঞ্জীবকুমার সাহা,
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাজার কষ্টেও সবসময় 'ফার্স্ট ক্লাস'

আজ সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মদিন। প্রচণ্ড কষ্টেও কীভাবে ভালো থাকা যায় তা তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

সুনীতা দত্ত

আজকের দুনিয়ায় শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা, সাহিত্য খুবই প্রাসঙ্গিক। জীবনদর্শনও। শেষ জীবনে অনেক কষ্টের দিন কাটাতে হয়েছে তবু 'ফার্স্ট ক্লাস আছি' বলতে কখনোই দ্বিধা করতেন না। একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একজন এসে বলেছিলেন- 'জানেন, শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখলাম ফুটপাথে শুয়ে আছেন।' সুনীল ব্যস্ত হয়ে সেখানে চলে গেলেন দল বেঁধে। শিবরামকে বললেন, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি আপনার?' সকলকে দেখে একটু বিচলিত হলেও শিবরাম কিন্তু হাসিমুখে বললেন, 'না, না ভালোই আছি। হঠাৎ মনে হল ফুটপাথে শুয়ে আকাশ দেখি।' তিনি এমনই ছিলেন। সামান্য অনাদর হলেই এ যুগের মানুষ যখন প্রচণ্ড হতাশ, সেই সময় আমাদের খুব চেনা শিবরাম কিন্তু অচেনা অন্য এক দিশা দেখান।

পোশাকি নাম চঞ্চল হলেও তিনি শিবরাম নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। অসামান্য লেখনশৈলী। শেষ জীবনটা অবশ্য প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তাঁর দিনযাপনের আশ্রয় ছিল সরকার কর্তৃক ৬০০ টাকা মাসোহারা। অথচ জন্ম এক জমিদার পরিবারে, ১৯০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শিবপ্রসাদ ও শিবরানি দেবীর এই সন্তানটি মায়ের ছায়ায় বড় হয়েছেন। সাহিত্যের প্রথম স্বাদও তিনি ধার্মিক মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আর ভবঘুরে হওয়ার স্বভাব বাবার বদ্যান্যতায়। শিবরাম ছিলেন আদ্যোপান্ত আপন মর্জির মালিক। মূলত রম্য লেখক হলেও তাঁর লেখার হাতেখড়ি কবিতা দিয়ে। সাহিত্যসম্ভারে, ১০ নম্বর বাড়ির রহস্য, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, হর্ষবর্ধন গোবর্ধন, দেবতার জন্ম, লাভপুরের ডিম, নরখাদকের কবলে, বৈজ্ঞানিক ভেবাচ্যাকা, স্ত্রী মানে ইস্তিরি'র মতো অজস্র রচনা। তাঁর বিখ্যাত লেখা 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' সিনেমায় তুলে ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। খামখেয়ালি এই মানুষটি কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে পরিচিত হন এবং কারাবাসও করেছিলেন।

ছিলেন আদ্যোপান্ত সহজসরল ও আপনভোলা। দিনে ভিখারিদের সঙ্গে মিশে খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে সাহিত্যচর্চায় শামিল হতে দেখা যেত। পরিচিতরা নিমন্ত্রণ করলে এককথায় রাজি হয়ে যেতেন। খেতে বসে খাওয়া বেশি হয়ে গেলে মাঝখানে পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে খেয়ে নিয়ে আবার খাওয়া শুরু করতেন। যুক্তি থাকত, 'খাবার তো নষ্ট করা যাবে না।' দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেও তাঁদের থোড়াই কেয়ার! রসিক মানুষটিকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতেন, 'লেখেন কখন?' শিবরাম জানাতেন, প্রতিদিনই তিনি ভাবেন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নেবেন, আবার দুপুরে কোথাও যেতে গেলে ভাবেন এখন থাক একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। আবার রাত হলে খেয়েদেয়ে ভাবতেন এখন ঘুমোনোই ভালো। প্রশ্নকর্তার ফের প্রশ্ন, 'তাহলে লেখেন কখন?' শিবরামের স্বভাবসুলভ উত্তর থাকত, 'কেন! পরের দিন!' বুঝুন কাণ্ড।

জীবনের অঙ্ক নয়, জীবনের গভীর বোধ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল শেষ দিন পর্যন্ত। তাই মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও তিনি বলেছিলেন 'ফার্স্ট ক্লাস আছি।' তাঁর জীবনবোধ আমাদের ঠিকমতো প্রভাবিত করলে তার থেকে ভালো কিছুই হতে পারে না।

(লেখক স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসেবী। গয়েরকাটার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরস্পরকে সশস্ত্র আক্রমণ ৩। সারাদিনের বিবরণ বা রোজনামচা ৫। ভীমের ও হিড়িম্বার ছেলে ৭। যে কন্দ মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৯। ধনসম্পত্তি, বিদ্যুতের ভোল্টেজও হতে পারে ১১। অপ্রয়োজনীয় চাঞ্চল্য বা অতিরিক্ত বাচালতা ১৪। তরল পদার্থ মাপার একক ১৫। হড়বড় করা বা অস্থির মনোভাব।

উপর-নীচ : ১। হাসির-ব্যাপার বা উপহাসের যোগ্য ২। শীতকাল নয়, গরমের দিন ৩। বাজ পড়ার শব্দ ৪। ছোট হাতা বা হাতার ক্ষুদ্র সংস্করণ ৬। উটের ছানা ৮। রামায়ণের একটি কাণ্ড ১০। হুগলির নদীবন্দর ১১। মালদা জেলার বিখ্যাত আম ১২। নিঃস্ব ১৩। ভাগ্য বা অদৃষ্ট।

সমাধান ■ ৪৩১৬

পাশাপাশি : ১। পৈতৃক ৩। বিধু ৫। মর্ষ ৬। হারাম ৮। কটাক্ষ ১০। পারানি ১২। কসুর ১৪। বাঁয়া ১৫। হাফ ১৬। জবর।

উপর-নীচ : ১। পৈশাচিক ২। কমলাক্ষ ৪। ধুতরা ৭। মসি ৯। মূক ১০। পাখোয়াজ ১১। নির্বিচার ১৩। সুরাহা।

বিন্দুবিসর্গ

শুদ্ধিকরণ

দুই সন্তান ও স্বামীকে ছেড়ে অন্যজনের সঙ্গে বিয়ে করে চলে গিয়েছেন পুত্রবধূ। তাই ২০ লিটার দুধ দিয়ে নাতি ও ছেলেকে স্নান করিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' করলেন বাঁধখেলা গ্রামের বৃদ্ধ। এই ঘটনা নিয়ে এখন বিস্তর চর্চা চলছে।

ছেলের 'কীর্তি'

মা বেঁচে থাকতেই ভুয়ো মৃত্যুর শংসাপত্র বের করে ব্যাংক থেকে পেনশনের যাবতীয় টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছেন

মেট্রো বৈঠক

চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে জট কাটাতে কেন্দ্র, রাজ্য-সহ মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে বৈঠকে বসার দিনক্ষণ বেঁধে দিল হাইকোর্ট। বুধবার বিকেল ৫টায় মেট্রো ভবনে হবে বৈঠক। থাকবেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

যাবজ্জীবন

রানাঘাটে নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বিশেষ পকসো আদালত। ২০২১ সালে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল নাবালিকা। তখনই এই কাণ্ড ঘটান অভিযুক্ত।

ওয়াইসি-র সঙ্গে ভোটে জোটের বার্তা হুমায়ুনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : এবার আসাদউদ্দিন ওয়াইসির 'মিম' (এআইএমআইএম)-এর সঙ্গে জোট গড়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল মুসলিমদের উন্নয়নের বদলে তাদের কেবল ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আগামী ২২ ডিসেম্বর নতুন দল ঘোষণা করতে চলেছেন এই বিদ্রোহী নেতা। তাঁর দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি 'কিংমেকার'-এর ভূমিকা পালন করবেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী'তে পরিণত করবেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ উগরে দিয়ে হুমায়ুন বলেন, 'তৃণমূল আমাদের ভোট নেওয়া ছাড়া আর মুসলিমদের জন্য কী করেছে? আমাদের ছেলেদের অপরাধ জগতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগও সম্পূর্ণ বন্ধ। এটা কি সুবিচার?' তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁর লড়াই বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়ের বিরুদ্ধেই।

আগামী ২২ ডিসেম্বর নতুন দলের নাম ও রূপরেখা প্রকাশ করবেন তিনি। হুমায়ুন জানান, তাঁর দল রাজ্যের ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দেবে, যার মধ্যে ৮০-৯০টি আসন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে নতুন সমীকরণের কথাও শোনা গেল তাঁর মুখে। মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে আলোচনার কথা স্বীকার করে হুমায়ুন বলেন, 'গত রাতে ওয়াইসি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট ব্যাংক রাজনীতির তোপ

মানুষ বলছে আমি নাকি 'বাংলার ওয়াইসি' আর উনি 'হায়দরাবাদের ওয়াইসি'। দুই ভাই মিলে এবার বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ব।' তাঁর দাবি, আগামী নির্বাচনে তৃণমূল বা বিজেপি কেউ ১৪৮-এর 'ম্যাজিক ফিগার' পাবে না।

বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের আদলে যে স্থাপত্য তৈরির উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, তার বাজেট প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি জানান, ২৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে মসজিদের পাশাপাশি হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, হেলিপ্যাড এবং পার্ক থাকবে। আগামী দু-মাসের মধ্যে কাগজপত্র তৈরি করে কাজ শুরুর বিষয়ে তিনি আশাবাদী। ইতিমধ্যেই ৩ কোটির বেশি অনুদান জমা পড়েছে। পাশাপাশি বিজেপির হিন্দুত্ববাদ ও গীতাপাঠ কর্মসূচির পালটা রাজনৈতিক কর্মসূচিও ঘোষণা করেছেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, 'বিজেপি হিন্দুসমাজকে এক করতে গীতাপাঠ করছে। আমরাও আগামী ফেব্রুয়ারিতে মুর্শিদাবাদে এক লক্ষ মানুষ নিয়ে কোরান পাঠের আয়োজন করব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদ্দার' ও 'মিরজাফর' কটাক্ষের জবাবে হুমায়ুন বলেন, 'কে গদ্দার আর কে মিথ্যে বলছে, ভোটের প্রচারেই আমি সব ফাঁস করব।' ভিনরাজ্য থেকে হুমকি ফোন পাওয়ার অভিযোগে তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে হায়দরাবাদ থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছেন এবং শীঘ্রই কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবেদন জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

সুযোগ অপেক্ষমাণদের

২০১৬-র প্যানেলে বয়সবিধিতে ছাড় আদালতের

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ২০১৬ সালের অপেক্ষমান তালিকায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে যে সমস্ত আবেদনকারী ইন্টারভিউতে ডাক পাননি তাঁদের ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাঁদের ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমনস্ট্রেশনে প্রাপ্ত নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে। প্রাথমিকের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় ভিডিওগ্রাফি করা হয়। এদিন কমিশনের উদ্দেশে বিচারপতি সিনহা মন্তব্য করেন, 'পর্ষদের থেকে কেন এই প্রক্রিয়া আপনারা গ্রহণ করেন না? নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার কথা বারবার বলেছে আদালত। পর্ষদ পারলে আপনারা কেন করেন না?' ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হবে কি না সেই বিষয়ে কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

২০১৬ সালের অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রার্থীদের একাংশের তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে জানান, এই প্রার্থীরা ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের নথিও যাচাই হয়েছিল। অযোগ্যদের তালিকায় তাঁদের নাম নেই। এঁরা নিয়োগবিহীন। ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরা অংশ নেন। নথি যাচাইয়ের পর তাঁদের জানানো হয় বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, অযোগ্য না হলে এই সুবিধা পাওয়া যায়। শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশ উল্লেখ করে তাঁর দাবি, এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্র ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় সিসিটিভি ক্যামেরা রাখা হয়।

পর্যবেক্ষণ

- ২০১৬-র প্যানেলের ওয়েট লিস্টের প্রার্থীদের ইন্টারভিউতে সুযোগ
- যাঁরা আবেদন করেছেন সুযোগ পাবেন তাঁরাই
- ইন্টারভিউয়ের প্রাপ্ত নম্বর মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দিতে হবে
- ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হবে কি না সিদ্ধান্ত জানাতে হবে কমিশনকে

প্রথম ধাপ থেকে দুর্নীতি করে চলেছে কমিশন। কমিশনের তরফে আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই প্রার্থীরা যোগ্য কি না তার যথার্থ প্রমাণ নেই। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এদের অংশ নিতে দিলে বৈষম্য তৈরি হবে। তবে বিচারপতি জানিয়েছেন, ২০১৬ সালের প্যানেলে অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা মামলা করেছেন তাঁরাই শুধু ইন্টারভিউতে সুযোগ পাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, এর আগে সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি উঠেছিল। অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রার্থীদের বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়নি। যোগ্যরা যাতে কোনওভাবেই বঞ্চিত না হন সেই দিকটি সুনিশ্চিত করা হোক।

বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদযাপনের আগে আর্মির মহড়া। কলকাতায় শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

ন্যাজাট তদন্তে নজরে ইকো গাড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ন্যাজাট কাণ্ডে সন্দেহজনক ইকো গাড়িটির ভূমিকা নিয়ে ক্রমশ রহস্য দানা বাধছে। মালঞ্চ থেকে সরবেড়িয়া পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে রয়েছে। তা খতিয়ে দেখে এই গাড়িটির গতিবিধি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সিনেমাটিক স্টাইলেই ভোলানাথ ঘোষের গাড়িটি ২০০ মিটার দূরত্ব রেখে সরবেড়িয়া থেকে অনুসরণ করছিল ইকো গাড়িটি। দুর্ঘটনা ঘটার পরই ওই স্থান থেকেই অভিমুখ বদল করে কলুপাড়া থেকে সরবেড়িয়ার দিকে ফিরে যায় সন্দেহজনক ওই গাড়িটি। ওই এলাকার আরও সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এখন এই গাড়িটির সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই গাড়িটির নম্বর পেয়েছেন তদন্তকারীরা। বাসন্তী হাইওয়ের আরও ফুটেজ সংগ্রহ করছে পুলিশ। তবে এখনও কোনও অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এদিনও ভোলানাথ দাবি করেন, লরি চালক আলিম মোল্লাকেই দেখেছিলেন তিনি। তবে সবটাই পরিকল্পনামাফিক ঘটানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর তাঁকে যখন জল থেকে তোলা হচ্ছিল, তখনও শাজাহান অনুগামীদের দেখেছিলেন তিনি। মালঞ্চরও কিছু লোক জড়িত রয়েছে। তদন্তে সব খোলসা হবে বলেই আস্থা রাখছেন তিনি।

ঘাতক লরিটি নিয়েও বেশকিছু প্রশ্ন রয়েছে পুলিশের। তদন্তে জানা গিয়েছে ওই লরিটি ২৩ দিন ধরে মল্লিকপাড়া মোড় গ্যারেজ লাগোয়া পার্কিংয়ের কাছে রাখা ছিল। গ্যারেজের কর্মী বিশ্বজিৎ মোল্লার দাবি, লরিটি কে চালাতো তিনি জানেন না। তবে নজরুল মোল্লা আসতেন মাঝে মধ্যে। ঘটনার দিন বেলা ১০টায় এসে তিনি লরিটি দেখেননি। এই নজরুল মোল্লার বাইকে চেপেই আলিম মোল্লা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়েছিল।

তবে আলিম মোল্লার স্ত্রী এদিন দাবি করেন, 'সিবিআই নোটিশ পাওয়ার কারণে আগে থেকেই ও পালিয়ে ছিল। ওর নার্ভের রোগ আছে। ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া চলতে পারে না। পায়ের লিগামেন্ট ছেঁড়া। ও কোনওদিন ওইরকম গাড়ি চালায়নি।'

বড়দিনের প্রস্তুতি... কলকাতায় শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

১ কোটি ৭০ লক্ষের তথ্যে অসংগতি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষের তথ্যে অসংগতি খুঁজে পাচ্ছে কমিশন। তবে এই অসংগতি শুধু এরাজ্যেই নয়, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে এই সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম জমা করার পর্ব শেষ হওয়ার পর নতুন করে তথ্য যাচাইপর্ব শুরু হয়েছে। তা থেকেই এখনও পর্যন্ত এই তথ্য উঠে আসছে। এইসব ভোটার তথ্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই পুনরায় যাচাই করার জন্য বিএলও, ইআরওদের নির্দেশ দিয়েছে সিইও দপ্তর। দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, এই সংগতিহীন ভোটার তালিকা থেকে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর ঠিক কত ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকতে হবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিকভাবেই ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর শুনানির তালিকা কত দীর্ঘ হবে তা নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। এরই মধ্যে প্রতিদিনই কমিশনের নিত্যনতুন নির্দেশে ক্ষুব্ধ বিএলওরা।

মঙ্গলবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। হাতে সময় মাত্র তিনদিন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ভোটার তথ্য যাচাই করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। শুক্রবার সিইও দপ্তর জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ ১৮ হাজারের কিছু বেশি নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে সরাসরি বাদ যাচ্ছে। এর বাইরে ৩০ লক্ষ নাম রয়েছে নো ম্যাপিংয়ে। শুরুতেই এই ৩০ লক্ষ ভোটারকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। এরই সঙ্গে নতুন করে সন্দেহের বৃত্তে আসা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ভোটারের তথ্য পুনরায় যাচাই করার পর একটা বড় সংখ্যার ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। পুনরায় তথ্য যাচাইয়ের যে কাজ শুরু করেছে কমিশন। সেখানে দেখা যাচ্ছে

আপাতত বাদ

- ভবানীপুর-প্রায় ৪৫ হাজার (৪৪,৭৮৬)
- নন্দীগ্রাম- প্রায় ১১ হাজার (১০,৫৯৯)
- শিলিগুড়ি-৩১ হাজারের বেশি (৩১,১৮১)
- চৌরঙ্গী-প্রায় ৭৫ হাজার (৭৪,৫৫৩)
- বালুরঘাট-১১ হাজারের কিছু বেশি (১১,২১৯)

বাবা-মা-র থেকে ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলায়। এই ধরনের দৃষ্টান্ত সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তথ্যে অসংগতি সবথেকে বেশি মিলেছে বাবার নামে। ৮৫ লক্ষের কিছু বেশি ভোটারের বাবার নাম বদলে গিয়েছে। এছাড়া কোথাও বাবার সঙ্গে ছেলের বয়সের ফারাক ১৫ বছর, ৪৫ বছরে নতুন ভোটার হিসেবে আবেদন করা, বাবা-মা-র বয়সের ফারাক ৫০ বছরের বেশি, ঠাকুরদার সঙ্গে বয়সের ফারাক ৪০ বছরেরও কম, এধরনের তথ্যগুলিকেই অস্বাভাবিক হিসেবে ধরে নিয়ে নতুন করে তা যাচাই করে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিএলওদের।

এর ফলে কার্যত আকাশ ভেঙে পড়েছে বিএলওদের মাথায়। শুক্রবার এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে সিইও দপ্তরে। বিএলওদের অভিযোগ, নিত্যনতুন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তথ্য যাচাইয়ের নামে। আপলোড করা ফর্ম খতিয়ে দেখতে গিয়ে অসংগতি ধরা পড়লেই তার দায় চাপানো হচ্ছে বিএলওদের ওপর।

জেলায় জেলায় বুথভিত্তিক এসআইআর শেষ হওয়ার পর বিএলও-বিএলএ বৈঠক করে সংশ্লিষ্ট বুথের মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর বুথে বুথে টাঙিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ জেলায় এই বৈঠক কার্যত ফলপ্রসূ হল না। বহু জায়গায় বৈঠকে সব রাজনৈতিক দলের এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত থাকলেও চূড়ান্ত তালিকায় স্বাক্ষর করতে অসম্মত হন বিএলএরা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি তৃণমূল দলীয় বিএলএদের এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না করতে নির্দেশ দিয়েছিল। তবে শুধু তৃণমূলই নয়, বহু ক্ষেত্রে বিজেপি বিএলএরাও একই দোষে দুষ্ট। এব্যাপারে এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'কে থাকল বা না থাকল, সই করল বা না করল তাতে কিছু যায় আসে না। এটা একটা পদ্ধতি। আমরা এসআইআর-এর ফলকে সব রাজনৈতিক দলের সামনে রেখেছি।'

নবম-দশমের ইন্টারভিউ তালিকা

নথি যাচাইয়ে কোর্টে সময় চাইল এসএসসি

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : একাধিক জটিলতা কাটিয়ে নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করলেও এখনই শুরু হচ্ছে না নথি যাচাই প্রক্রিয়া। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়ে দিলেন, সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সময়সীমায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছে না শিক্ষা দপ্তর। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে এসএসসি। নবম-দশম স্তরে শিক্ষক পুনর্নিয়োগের জন্য তিনমাসের সময়সীমা চাওয়া হয়েছে। আর একাদশ-দ্বাদশ স্তরের জন্য চাওয়া হয়েছে অতিরিক্ত ১৫ দিনের সময়সীমা। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় যেসব চাকরিহারাদের নাম আসেনি, তাঁরা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের জন্য। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল, রাকেশ আলম, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অনেকেরই নাম এদিনের তালিকায় আসায় কিছুটা স্বস্তিতে তাঁরা। তবে 'যোগ্য' হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের নাম দুটি তালিকাতেই আসেনি, তাঁদের সুরাহার দাবিতে ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন চাকরিহারারা।

'যোগ্য'দের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পুরো প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সামান্য মুষ্টিমেয় যাঁরা বাকি থাকবেন, তাঁদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের

একনজরে

- নবম-দশমের শূন্যপদ ২৩,২১২
- পরীক্ষার্থী ছিলেন ২,৯৩,১৯২
- ইন্টারভিউয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার চাকরিপ্রার্থী
- নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে এসএসসি

বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তবে আইনি বেশকিছু বিষয় রয়েছে। যোগ্য যাঁরা বাকি থাকবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বিষয়টিকে সদর্থক ও সহৃদয়ভাবে বিচার করবে।' 'যোগ্য' চাকরিহারাদের স্কুলে চাকরির মেয়াদ বাড়ানো নিয়েও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে কমিশন। একইসঙ্গে এদিন শেষ হয়েছে শিক্ষাকর্মী পদে পুনর্নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়াও। এসএসসি সূত্রে খবর, একাদশ-দ্বাদশের প্রতিটি বিষয়ের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেই নবম-দশমের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। নবম-দশমে শূন্যপদের সংখ্যা ২৩,২১২টি। পরীক্ষার্থী ছিলেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৯২ জন। এদিন ১৬২৫ পাতার বিষয়ভিত্তিক ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। প্রায় ৪০ হাজার প্রার্থী জায়গা করে নিয়েছেন তালিকায়। 'যোগ্য' চাকরিহারা রাকেশ আলমের কথায়, 'কাট অফ এবারে অনেক বেশি। যেসব যোগ্যদের নাম আসেনি, তাঁদের সম্পর্কে রাজ্য কী ভাবছে, সেটা স্পষ্টভাবে জানানো হোক। ২০১৬ সালের প্যানেলের যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর জন্য আদালতও ভাবুক। কিউরেটিভ পিটিশন নিয়ে আমরা আশাবাদী।'

'যোগ্য' চাকরিহারা চিন্ময় মন্ডল বলেন, 'অঙ্ক, অর্থনীতিসহ বেশ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে যোগ্যরা সুযোগ পায়নি। যাঁরা দ্বিতীয়বার যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েও সুযোগ পেলেন না, তাঁদের জন্য শীঘ্রই আইনি পদক্ষেপ করার কথা ভাবছি।' ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নবম-দশম স্তরে বিষয়ভিত্তিক নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে কমিশন।

গরমিল পেলে আইনের দুয়ারে যাবে তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যের শাসকদল যেমন লাগাতার এর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে, তেমনই পালটা তার জবাব দিয়েছে বিরোধীরাও। এই অবস্থায় ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই আবার জেলা সফরে বেরোবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনিতেই এসআইআর-এর কাজ নিয়ে লাগাতার সরব তিনি। এবার খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আগাম আশঙ্কায় এখন থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচারের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তিনি। তাঁর নিশ্চিত আশঙ্কা, খসড়া ভোটার তালিকায় উল্লেখযোগ্য গরমিলের বিষয়টি ধরা পড়বেই।

এব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতেই মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেবেন। এতে একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো যাবে, তেমনি ভোটের আগে কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে শান দেওয়া যাবে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় ইতিমধ্যেই তাঁর সফরসূচি চূড়ান্ত করতে তৎপর হয়েছে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর এই সময়সূচিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার মতো জেলাগুলিকে এই অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হচ্ছে। শাসকদলের ধারণা, খসড়া ভোটার তালিকায় নাম বাদের ক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির নামই সামনের সারিতে আসবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই দ্বিতীয় পর্বকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী জেলাগুলিতে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যেতে চাইছেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। খসড়া ভোটার তালিকায় উল্লেখযোগ্য

খসড়া প্রকাশের পর ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

গরমিল দেখা দিলে শাসকদল আইনের পথে যাবে বলেই এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে। শুধু প্রচার নয়, ন্যায়সংগত ভোটারদের স্বার্থরক্ষায় কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের আইনজীবীরা তো বটেই, দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে শলাপরামর্শও শুরু হয়েছে। নাম বাদ পড়া ভোটারদের সাহায্য করতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার হেল্পডেস্ক চালু করার কথা ঘোষণা করেছে।

২০ ডিসেম্বর তাহেরপুরে মোদির সভা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : ২০ ডিসেম্বর নদিয়ার তাহেরপুরে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথমে কথা ছিল, রানাঘাটে সভা করবেন তিনি। এসআইআর আবহে মতুয়াদের উদ্দেশে ওই সভা থেকে সিএএ নিয়ে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। তবে ওইদিন প্রধানমন্ত্রীর সভার স্থান বদল নিয়ে দলীয় সভার পাশাপাশি তিনি একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন। মোদির আসন্ন রাজ্য সফর উপলক্ষ্যে

শুক্রবার তাহেরপুর মাঠ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের নেতৃত্বে বিজেপি নেতারা। এর আগে তাঁরা একটি প্রস্তুতি বৈঠকও করেন। পরে দলের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টায় নদিয়ার তাহেরপুরের সভাস্থলে হেলিকপ্টারে পৌঁছোবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে প্রশাসনিক সভা থেকে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণা ও শিলান্যাস করবেন তিনি। পরে সংলগ্ন মঞ্চ থেকেই দলীয় সভা করবেন মোদি। বিহারের পর বাংলা জয়ই লক্ষ্য বিজেপির। সেদিক থেকে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আলিপুরদুয়ার থেকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরু করেছিলেন মোদি। বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে মোট ১০টি সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর।

ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম মতুয়াদের

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের পালটা এবার লক্ষ কণ্ঠে হরিনাম। স্থান সেই ব্রিগেডের মাঠ। গীতাপাঠ, কোরান পাঠ ও সংবিধান পাঠের আবহে শুক্রবার এই হরিনাম সংকীর্তনের ঘোষণা করল তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর পন্থী অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের গোঁসাই পরিষদ। যদিও এই হরিনাম 'অরাজনৈতিক' হবে বলেই জানিয়ে দিয়েছে পরিষদ। তাদের দাবি, সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই এখানে আহ্বান করা হবে। এই হরিনামের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে মতুয়াদের স্বার্থরক্ষায় বার্তা দিতে চায় তারা। পরিষদের সভাপতি নান্টু হালদার জানিয়েছেন, জানুয়ারিতেই এই হরিনামের আয়োজন করা হবে।

যে ব্রিগেডের মাঠ রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেখানে বারবার এভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করে ব্রিগেডের সমীকরণ কেন বদলানো হচ্ছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক মহল। এদিন নান্টু বলেন, 'এসআইআর-এর কথা মাথায় রেখে এই অনুষ্ঠান করা হবে। হরিনাম শেষে কমিশনের কাছে ভোটার তালিকায় মতুয়াদের নাম রাখার আর্জি জানানো হবে। সিএএ ফর্ম ফিলাপের পরেও তাঁরা কেন এখনও নাগরিকত্ব পাননি, সেই নিয়ে প্রতিবাদও জানানো হবে।' যদিও বিজেপির পালটা দাবি, এসআইআর-এর ভয় দেখিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে মতুয়াদের। ধর্মের নামে মেরুকরণের রাজনীতি করছে তৃণমূল।

নান্টু বলেন, 'একমাত্র মতুয়ারাই অরাজনৈতিক। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান সকলকে নিয়ে লীলামৃত হরিনাম পাঠ করব।' গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি প্রিয়াংগু পাণ্ডে বলেন, 'সব হিন্দুই নাগরিকত্ব পাবেন। ওঁদের সিএএ নিয়ে কেউ ভুল বুঝিয়েছেন। গীতাপাঠে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি আসেননি। কিন্তু হরিনাম সংকীর্তনে আমন্ত্রণ পেলে আমরা সবাই যাব।'

হরিনাম সংকীর্তনের আমন্ত্রণপত্র কোন কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে পৌঁছোয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

বিএলও-দের বিক্ষোভ

সালানপুর, ১২ ডিসেম্বর : এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ায় বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের উপর নিত্য দিন নতুন নতুন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের উপর অমানুষিক ও অমানবিক কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে। অথচ সেই সব কাজ সম্পর্কে বিএলওদের পরিষ্কার ধারনা নেই বা তাদেরকে সেই কাজ নিয়ে আগাম কোন কিছু দেওয়া হচ্ছে না। এমনই একাধিক অভিযোগ নিয়ে শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার সালানপুর ব্লকের বিএলওরা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেন। পরে তারা বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাসের কাছে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সালানপুর ব্লকের ১৪৫ জন বিএলওর অধিকাংশই এদিনের এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

সরব অগ্নিমিত্রা

আসানসোল, ১২ ডিসেম্বর : আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল আসানসোলে তার আবাসিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন , কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু কোথাও এর কোনও বিরোধিতা নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই এসআইআরের যে বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল, মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে এই প্রক্রিয়ার পরে যদি ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা তার পক্ষে কঠিন হবে। ২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুয়ো ভোটারদের ভিত্তিতে জয় পেয়ে আসছেন। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ ও বাংলার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দিচ্ছেন না। এই বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও লোকসভায় উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে, এমনকি আদালতও তাদের সম্মান হারিয়েছে। যদি কোনও বিচারকের রায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেই বিচারকের বিরুদ্ধে এবং তাদের বাড়ির সামনে পোস্টার লাগানো হয়। কে এই কাজ করেছে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করা হয় না। তিনি বলেন, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে, গুন্ডামির পরিবর্তে, বাংলায় দিদিগিরি চলছে। বিজেপি বিধায়ক সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, 'এখন বাংলায় নারীদের কোনও সম্মান নেই। কিন্তু লক্ষ্মী ভাণ্ডারে ১,০০০ টাকার বিনিময়ে তাদের শোষণ করা হচ্ছে। তাদেরকে অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করানো হচ্ছে।'

ট্রাম্পের ‘জোট’ ভাবনায় ভারত

বাদ ইউরোপ, রাশিয়া-চিনকে নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : ইউরোপ প্রভাবিত জি৭ গোষ্ঠীর বাইরে একটি নতুন প্রভাবশালী রাষ্ট্রজোট সি৫ (কোর ফাইভ) তৈরির বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জি৭ গোষ্ঠীর আদলে বিশ্বমঞ্চে নতুন জোট তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর এই জোটে ভারতকে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নতুন জোটে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ভারত এবং জাপানের মতো বৃহৎ জনসংখ্যা ও শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলি থাকতে পারে।

এর মূল উদ্দেশ্য হল এমন এক শক্তিধর মঞ্চ তৈরি করা, যা জি৭-এর মতো ‘ধনী ও গণতান্ত্রিক’ হওয়ার শর্তে আবদ্ধ থাকবে না। যদিও এই বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও সরকারি বার্তা দেওয়া হয়নি। তবে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা রিপোর্টের একটি দীর্ঘ, অপ্রকাশিত সংস্করণে এই প্রস্তাবের উল্লেখ রয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, সি৫-এর প্রথম অ্যাজেন্ডা হতে পারে পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা, বিশেষ করে ইজরায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ধারণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তিনি আদর্শগতভাবে না দেখে ক্ষমতাধর দেশগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখান। বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জি৭, জি২০ যে প্রভাব ফেলেছে, সি৫ তৈরি হলে তা জি৭-কে খর্ব করতে পারে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ৩টি পুরোপুরি এশিয়ার দেশ। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের অনুমান, তাহলে কি বিশ্ব রাজনীতিতে এশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকায় ট্রাম্প এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবতে চলেছেন? ভারত, রাশিয়া, চিন এক টেবিলে এলে সেখানে আমেরিকার যাতে দূরত্ব তৈরি না হয় তার জন্যই আগাম সি৫ তৈরি করতে চলেছেন? বর্তমানে শুল্ক ইস্যুতে আমেরিকা-ভারতের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। বাণিজ্য ইস্যুতে শুল্ক-কাঁটা কাটাতে দুই তরফেই লাগাতার চলছে আলোচনা। তারই মাঝে সি৫-এ ভারতকে রাখার পরিকল্পনা দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে পারে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি অবশ্য এই ধরনের কোনও নথির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি সি৫ তৈরি হয়, তবে তা জি৭ ও জি২০-র মতো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলির প্রভাব কমাতে পারে এবং বিশ্বে এশিয়ার শক্তিধর দেশগুলির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলবে। ইউরোপকে এই জোটে স্থান না দেওয়ায় ইউরোপীয় দেশগুলির প্রভাব খর্ব হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

মার্কিন পরিকল্পনা

- আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ভারত এবং জাপানকে নিয়ে নয়া জোট
- এমন এক মঞ্চ তৈরি করা, যা জি৭-এর মতো ‘ধনী ও গণতান্ত্রিক’ হওয়ার শর্তে আবদ্ধ থাকবে না
- সি৫-এর প্রাথমিক লক্ষ্য ইজরায়েল ও সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা

মনরেগা’র নামে বদল
শত দিনের বদলে ১২৫ দিন কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ফের বড় পরিবর্তনের আভাস। মনরেগা-র নাম পালটে ‘পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনা’ করার পথে কেন্দ্র। সরকারের একটি সূত্রের দাবি, মন্ত্রীসভার বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে এবং শীঘ্র সংসদে আনা হবে ‘পূজ্য বাপু গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা বিল, ২০২৫’। নতুন আইনে ১০০ দিনের বদলে বছরে ১২৫ দিন কাজের নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও করছে মোদি সরকার।

২০০৫ সালে ‘ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট’ বা নারেগা-র মাধ্যমে যে প্রকল্পের জন্ম, পরে তা রূপ নেয় এমজিএনআরইজিএ নামে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ‘কাজের অধিকার’ নিশ্চিত করার সেই আইনই এখন নতুন নাম ও নতুন কাঠামো পেতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি, গ্রামীণ ভারতের কর্মসংস্থানকে আরও শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের প্রধান কারণ। কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে প্রতিক্রিয়া একেবারেই অন্য সুর তুলেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে মনরেগায় বকেয়া আটকে থাকা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের টানাপোড়েন দীর্ঘ দিনের। কেন্দ্রের দাবি, প্রকল্পের পরিকাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। নতুন কাঠামোয় প্রকল্পে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে কাজ পাওয়া যাবে। দেশজুড়ে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে নতুন দিশা দেবে এই প্রকল্প।

যদিও এই নাম বদল নিয়ে বিরোধীরা অসন্তুষ্ট। এই পদক্ষেপকে জুমলা বলে জানিয়েছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেস এক্স মাধ্যমে লিখেছে, ‘৫২,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বকেয়া আটকে রেখে যে দরিদ্র পরিবারগুলোর উপার্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এখন তাদেরই প্রকল্পের নাম থেকে ‘মহাত্মা’ শব্দটিকে মুছে দিতে চাইছে কেন্দ্র। বাংলাকে শাস্তি দেওয়া এবং

বাংলার পরিচয়কে খাটো করার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এটা।’ তৃণমূলের নিশানা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতৃত্বের দিকে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন। এই নাম বদলের চেষ্টা আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই অসম্মান করার এক কুৎসিত প্রচেষ্টা। কবিগুরুর দেওয়া উপাধি সরিয়ে দেওয়া মানে বাংলার আত্মাকে আঘাত করা। বাঙালিকে আক্রমণ করা। তাই পাঠ্যপুস্তক থেকে ওরা বিশ্বকবির কবিতা বাদ দিতে চাইছে। জাতীয় সংগীত থেকে স্তবক বাদ দিতে চাইছে। বিজেপির সাংস্কৃতিক হীনমন্যতাই এর আসল কারণ।’

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা শিবরাজ

লাতুর, ১২ ডিসেম্বর : প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল ৯০ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের লাতুরে নিজের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে শনিবার।

শিবরাজ পাতিল ছিলেন একজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং দক্ষ বক্তা। জন্ম ১৯৩৫ সালের ১২ অক্টোবর। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দশম লোকসভার স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তবে ২৬/১১ মুম্বই হামলার পর তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এর আগে তিনি প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন।

১৯৬৬ সালে লাতুর পুরসভার সভাপতি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিধায়ক, ডেপুটি স্পিকার এবং স্পিকারের পদেও ছিলেন। সাতবার লাতুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত তিনি পঞ্জাবের রাজ্যপাল এবং চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এনসিপি (এসপি) প্রধান শারদ পাওয়ার, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ তাঁকে ‘বিশিষ্ট সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্রনেতা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মার্জিত আচরণ এবং সাংবিধানিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান তাঁকে রাজনৈতিক মহলে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। তাঁর মৃত্যু দেশের রাজনীতিতে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।

বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগে সায়

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা শুক্রবার ভারতের বিমা নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। এই ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন ভারতের বিভিন্ন বিমা সংস্থায় সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করতে পারবেন। আগে এই সর্বোচ্চ সীমা ছিল ৭৪ শতাংশ।

এর মূল লক্ষ্য হল বিমা খাতে আরও বেশি বৈশ্বিক পুঁজি আকর্ষণ করা, প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং গ্রাহক পরিষেবার মান উন্নত করা। সরকারের মতে, এই সংস্কারের ফলে গ্রাহকদের সুরক্ষা আরও জোরদার হবে এবং দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে এই সেক্টরে প্রায় ৮২ হাজার কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে এবং এই সিদ্ধান্তের পরে লগ্নির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগেই এই সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন।

আটক ৪ ভারতীয়কে ফেরাতে পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবি এবং তাঁর সন্তান ছয় মাস পরে দেশে ফিরে এলেও এখনও বাংলাদেশে আটকে আছেন সোনালির স্বামী দানিশ, পাইকরের তরুণী সুইটি বিবি ও তাঁর দুই সন্তান সহ মোট চারজন ভারতীয়। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার সোনালি বিবিদের পুশব্যাক সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ সোনালির বাবার আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ের আবেদনের ভিত্তিতে এই চারজনের নথি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত তুষার মেহতাকে দেখতে বলেছে যে এই চারজনের মধ্যে কাউকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি না। সোনালির বাবা ভদু শেখের আইনজীবী দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সীমান্ত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নিরাপদ নয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে ৬ জানুয়ারি।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সোনালি বিবির বর্তমান অবস্থা জানতে চান এবং বলেন, ‘যদি সোনালি বিবির কোনও আর্থিক সাহায্য লাগে, সেক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রকে বলব, মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে যেন আর্থিক সহায়তা করা হয়।’ এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনজীবী যথাক্রমে তুষার মেহতা ও কপিল সিব্বল সম্মতি জানান।

> যদি সোনালি বিবির কোনও আর্থিক সাহায্য লাগে, সেক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রকে বলব, মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে যেন আর্থিক সহায়তা করা হয়।
>
> **প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত**

শুনানির সময় সলিসিটর জেনারেল একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের উল্লেখ করে অভিযোগ করেন যে ‘একটা বিরূপ ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।’ আদালত স্পষ্ট জানায় যে কোনও ‘ন্যারেটিভ’ তাদের প্রভাবিত করতে পারবে না, তবে বিচারাধীন বিষয়ে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে জানান, প্রত্যেকের পরিচয় যাচাই সংক্রান্ত নথি রাজ্যের কাছে রয়েছে।

শীর্ষ আদালতে মামলার পরবর্তী শুনানি ২০২৬-এর ৬ জানুয়ারি। তাই কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলাটিও মুলতুবি রইল। দিল্লি পুলিশ ও ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আদালত অবমাননার মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ৬ ফেব্রুয়ারি হবে বলে জানিয়ে দিল বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। গত মে মাসে সোনালিদের অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল।

অজিত-পুত্রকে জরিমানা

মুম্বই, ১২ ডিসেম্বর : পুনের মুন্ধওয়ায় তপশিলি জাতি মাহার সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ৪০ একর জমি সরকারি অনুমতি ছাড়া কিনে বিপাকে পড়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ছেলে পার্থ পাওয়ার। অভিযোগ, ওই জমির বাজারমূল্য ১,৮০৪ কোটি টাকা হলেও পার্থর কোম্পানি আমেদিয়া এন্টারপ্রাইজ এলএলপি জমিটি কিনেছিল ৩০০ কোটি টাকায়। জমি ক্রয় বাবদ স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েছিল মাত্র ৫০০ টাকা। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠায় তদন্ত হয়। আমেদিয়া এন্টারপ্রাইজ এলএলপি-কে সম্পূর্ণ স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ২১ কোটি টাকা দিতেই হবে। সঙ্গে অতিরিক্ত জরিমানা হিসেবে দিতে হবে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এজন্য সময়সীমা ৬০ দিন। এই নির্দেশ দিয়েছে মহারাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্পস দপ্তর।

লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি বিষয়টিকে ‘সরকার কর্তৃক জমি চুরি’ বলে অভিহিত করেছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার জানিয়েছেন, জমিটি যে সরকারি, তা তাঁর ছেলে জানতেন না। তিনি বলেন, ‘জমিটি বিক্রি হওয়া উচিত হয়নি। রেজিস্ট্রার ঠিক কাজ করেননি। এই ঘটনায় যারাই জড়িত থাকুক না কেন সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। ছেলেকে বলেছি এটাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখো।’

আপন মনে... শুক্রবার চণ্ডীগড়ে।

শান্তির বার্তা রাষ্ট্রপতির

ইম্ফল, ১২ ডিসেম্বর : কুকি বনাম মেইতেই হিংসায় রক্তাক্ত মণিপুরে গিয়ে শান্তির বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সেনাপতি জেলায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের উন্নয়নে সংকল্পবদ্ধ। নিজের আদিবাসী পরিচয় নিয়েও গর্ববোধ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় নেতা, নাগরিক সমাজ এবং সম্প্রদায়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে মণিপুরের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

জেন জেড বিক্ষোভের জের
ধাক্কা নেপালের অর্থনীতিতে

কাঠমান্ডু, ১২ ডিসেম্বর : তরুণ প্রজন্মের (জেন জি) দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভের কারণে নেপালের অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার অন্তর্বর্তী সরকারের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরে জেন জি বিক্ষোভের ফলে ৪২০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে ৫৮৬ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। এই বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সংঘর্ষে ৭৭ জন নিহত এবং ২০০০ জনের বেশি আহত হন। ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগুলির মধ্যে রয়েছে সিংহ দরবার অফিস কমপ্লেক্স, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, সুপ্রিম কোর্ট, পার্লামেন্ট হাউজ এবং রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত বাসভবন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

হ্যাপি বার্থ ডে... এনসিপি(এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারকে ৮৫তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা। শুক্রবার।

মাসে একবার উপোস

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ‘আন্তর্জাতিক জনমঙ্গল সম্মেলন’ শুরু হল শুক্রবার। শেষ হবে শনিবার। এই সম্মেলনে স্বামী রামদেব মহারাজ এবং জৈন সাধক আচার্য প্রসন্ন সাগর জি মহারাজের উদ্যোগে হর ‘মাস-এক উপবাস’ (প্রতি মাসে একবার উপোস) আন্দোলনের সূচনা হয়েছে।

সম্মেলনে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, ভূপেন্দ্র যাদব ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখবেন বাগেশ্বর সরকার ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। বিশ্বজুড়ে লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যে এই উপোস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

চার কর্তা বরখাস্ত

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১২ ডিসেম্বর : উড়ান ঝঞ্ঝাট চলছেই ইন্ডিগোর! প্রতিদিন নতুন নতুন বিপর্যয় নেমে আসছে দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থার ওপর। বিমান বাতিলের জেরে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ভোগান্তি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার কঠোর পদক্ষেপ এবং এর মধ্যেই বিপুল অঙ্কের আয়কর নোটিশ—সব মিলিয়ে একেবারে ল্যাজেগোবরে দশা ইন্ডিগোর।

গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি, বেঙ্গালুরু সহ একাধিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর বহু উড়ান বাতিল হওয়ায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষায় গাফিলতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করেছে। ইন্ডিগোর সুরক্ষা ও অপারেশনাল কমপ্লায়েন্স তদারকির দায়িত্বে থাকা চারজন ফ্লাইট অপারেশনস ইনস্পেকটর (এফওআই)-কে সাসপেন্ড করেছে ডিজিসিএ। শুধু তাই নয়, ইন্ডিগোর কার্যকলাপের ওপর সরাসরি নজর রাখতে ডিজিসিএ নিজেদের আধিকারিকদের সংস্থার সদর দপ্তরে মোতায়েন করেছে। একইসঙ্গে তদন্ত প্যানেলের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে ইন্ডিগো সিইও পিটার এলবার্সকেও।

বিমান বাতিলের এই ঝামেলার মধ্যেই ইন্ডিগোর কপালে নতুন করে ভাঁজ ফেলেছে আয়কর বিভাগ। অর্থবর্ষ ২০২০-’২১-এর জন্য ইন্ডিগো সংস্থাকে বিপুল অঙ্কের (প্রায় ৫,৮৭৫ কোটি টাকার) করের

নোটিশ জারি করেছে আয়কর দপ্তর। যদিও ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ এই দাবির বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

একদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাপ, অন্যদিকে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ধাক্কা—সব মিলিয়ে ইন্ডিগোর সংকট বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। বিমান সংস্থা দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে, তবে এই ঝঞ্ঝাট কবে কাটবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা।

মৃত ৯ তীর্থযাত্রী

অমরাবতী, ১২ ডিসেম্বর : ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায়। শুক্রবার ভোর ৪টে নাগাদ তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি বাস খাদে পড়ে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। আহত ২৭। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি আরাকু ভ্যালি থেকে ভদ্রচলম মন্দিরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পাহাড়ি পথে বাঁক নেওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দপ্তর থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লাখ টাকা ও আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। শোকবার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা।

রাহুলের আর্জিতে সাড়া রিজিজুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : বন্দে মাতরম নিয়ে শাসক-বিরোধী এক নৌকায় সওয়ার হতে পারেনি। নির্বাচনি সংস্কারের প্রশ্নেও সহমত হয়নি দুই শিবির। উলটে অভিযোগ, পালটা অভিযোগের মধ্যে দিয়েই দুটি ইস্যুতে আলোচনা পর্ব মিটেছে সংসদে। কিন্তু রাজধানীর ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে আলোচনার প্রশ্নে শেষমেশ বিরোধীদের দাবি মেনে নিল সরকার। রাহুল গান্ধির সঙ্গে ঐকমত্যের বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শুক্রবার জানিয়েছেন, ‘আমরা প্রথম দিন থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছি। সরকার আলোচনায় রাজি এবং রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দল সহ সমস্ত সদস্যের পরামর্শ নিয়ে এই ব্যাপারে সমাধান খুঁজতেও আগ্রহী।’

এদিন লোকসভার জিরো আওয়ারে রাজনৈতিক বাদানুবাদের ঊর্ধ্বে উঠে কেন্দ্রের কাছে দূষণ নিয়ে গভীর আলোচনার আর্জি জানান রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ‘আমাদের বেশিরভাগ শহর বিষাক্ত হাওয়ার চাদরের নীচে বেঁচে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিশু ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হচ্ছে। মানুষের ক্যানসার হচ্ছে। প্রবীণ মানুষদের পক্ষে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।’ দূষণের প্রশ্নটি মতাদর্শের লড়াইয়ের বাইরে বলেও দাবি করেন রাহুল। বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘বায়ুদূষণ যে আমাদের মানুষজনের ক্ষতি করছে সেটা এই সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। এই বিষয়ে আমরা সহযোগিতা করতে চাই।’ বায়ুদূষণ নিয়ে সরকার কেন আলোচনা করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা।

দূষণ নিয়ে আলোচনা

রাহুলের প্রস্তাবে উপস্থিত কিরেন রিজিজু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। রাহুল বলেন, ‘আমরা কী করতে পারিনি বা আপনারা কী করেননি তা নিয়ে আলোচনা না করে আমরা ভারতের মানুষের জন্য ভবিষ্যতে কী করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। বিস্তারিতভাবে আলোচনা হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষে আগামী ৫ অথবা ১০ বছরের মধ্যে প্রতিটি দূষিত শহরের জন্য একটি পদ্ধতিগত ধারাবাহিক পরিকল্পনা তৈরি করা সহজ হবে।’

কংগ্রেস সাংসদদের বৈঠকে ফের নেই থারুর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। শুক্রবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদের নিম্নকক্ষের কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে থারুর হাজির ছিলেন না। এই নিয়ে তৃতীয় বার কংগ্রেসের কোনও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গরহাজির থাকলেন তিনি। বারবার দলের শীর্ষনেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করা ও দলীয় লাইনের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও কেন থারুরের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শুধু থারুর নন, শুক্রবার রাহুলের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারিও। কংগ্রেস সূত্রের খবর, তিনি যে বৈঠকে থাকতে পারবেন না সেকথা থারুর আগেই দলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও দলের মুখ্য সচেতক কে সুরেশের দাবি, তিনি এমন কিছু জানেন না। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় গিয়েছিলেন থারুর। ৩০ নভেম্বর কংগ্রেসের অপর একটি বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছিলেন থারুর। যদিও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজে আমন্ত্রিত থারুর উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশংসায় বারবার মুখ খোলায় থারুরকে নিয়ে এমনিতেই বিড়ম্বনার শেষ নেই কংগ্রেসের। এবার রাহুলের ডাকা বৈঠকে বারবার অনুপস্থিত থেকে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে থারুরের দূরত্ব আরও স্পষ্ট করে দিলেন থারুর। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, কেরলে সামনের বছর বিধানসভা ভোট। তার আগেই দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন থারুর।

জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালতের বিস্ময়
ভূমিকম্প আমরা করব কী ভেবে

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : ভূমিকম্প সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার বয়ানে প্রায় কেঁপে ওঠার দশা হল খাস আদালতের! আবেদনকারী নানাভাবে বোঝাতে চাইলেন, দেশের সামনে ঘোর বিপদ। অন্তত ৭৫ শতাংশ ভারতীয়র মাথার ওপর ঝুলছে ভূমিকম্প বিপর্যয়ের খাঁড়া। এই অবস্থায় তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না দেশের মহামান্য আদালত। জীবনহানি রুখতে তাদের কিছু অন্তত করা উচিত।

আবেদন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও তাতে আমল দেয়নি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ। ‘মামলাকারীর উদ্বেগকে অতিরঞ্জিত’ বলে মনে করায় আর্জি পত্রপাঠ খারিজ করেছেন বিচারকরা। তবে এই মামলার শুনানির সময় আদালতের মন্তব্য এবং পর্যবেক্ষণ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুক্রবার ওই মামলা খারিজ করে শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, ‘ভূমিকম্পের সম্ভাবনা উদ্বেগজনক হলেও তাতে আমরা কী করতে পারি? আমরা কি তাহলে সকলকে চাঁদে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেব!’

মামলাকারী সুপ্রিম কোর্টে জানান, শুধু দিল্লি বা এনসিআর এলাকা নয়, দেশের বেশ কিছু অঞ্চল গুরুতর ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে ভূমিকম্পের আঘাত এলে

বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলির আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

মামলাটির শুনানি চলাকালীন বিচারপতিরা কৌতুকপূর্ণভাবে মন্তব্য করেন, ‘আপনার কি মনে হয় দিল্লি বা এনসিআর-এ ভূমিকম্প হলে কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্টের বিল্ডিং-এরই ক্ষতি হবে?’ বেঞ্চের এই মন্তব্য কেবল কৌতুক নয়, ভূমিকম্পের প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি কতটা দুর্বল, সেই দিকটিও তুলে ধরেছে। আদালত মামলাকারীকে প্রশ্ন করে, ‘এই ধরনের পরিস্থিতিতে একমাত্র আদালত কেন উদ্বেগ প্রকাশ করবে?’

মামলার গ্রহণযোগ্যতা বোঝানোর জন্য জাপানের প্রসঙ্গও টানেন মামলাকারী। জাপানের ওই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি আদালত। বিচারকদের মন্তব্য, ‘তাহলে তো আমাদের আগে এদেশে আগ্নেয়গিরি নিয়ে আসতে হবে। তারপরে আমরা জাপানের সঙ্গে তুলনা করতে পারব।’

বেঞ্চ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কমানোর জন্য কিছু করণীয় থাকলে তার জন্য সরকার রয়েছে। সরকারই সেই পদক্ষেপ করবে। আদালত এ বিষয়ে কিছু করতে পারে না।

ডাচুয়ালি

নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়

নতুন প্রজন্মের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ই-কার্ড। এই কার্ড আসলে কাগজবিহীন ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র। প্লে স্টোরে রয়েছে এমন অনেক অ্যাপ যা থেকে সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায় ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র। যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চোখের পলকে পৌঁছে দেওয়া যায় আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে। সেকারণে অনেকেই সেদিকে ঝুঁকছেন।

সম্রাট সাহা

‘আমি কোথাও ইনভাইটেশন খাই না, জানি আজকাল এসব জোগাড় করা তো একটা ইনহিউম্যান কাজ। আপনি এসব জোগাড় করলেন কোত্থেকে?’ বিয়ের ভোজ খেতে খেতে ধুতি, পাঞ্জাবি পরে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সন্তোষ দত্তকে প্রশ্নটা করেছিলেন কালী ব্যানার্জী। ভেসে আসা সানাইয়ের সুরের মাঝে সন্তোষ করুণ মুখে উত্তর দিলেন, ‘ওই প্রভিডেন্ট ফান্ডটা ভাঙলুম।’ ১৯৭৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘হারমোনিয়াম’ সিনেমার এই দৃশ্য নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। ওই দৃশ্যে তৎকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি মেয়ের বিয়েতে অতিথি আপ্যায়নে একজন বাবার আপ্রাণ চেষ্টা তুলে ধরেছিলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক তপন সিনহা। পাঠক ভাবছেন হঠাৎ কেন ‘হারমোনিয়াম’ নিয়ে পড়লাম। কারণ হল, অতিথি আপ্যায়নের বিষয়টি কিন্তু আজও একইরকম রয়েছে বাঙালি বিয়েতে। হয়তো ধরনে এসেছে বদল। আপ্যায়নের আগে যে পর্ব সেটা হল, বিয়ের নেমন্তন্ন করা। সশরীরে আত্মীয় বা পরিজনের বাড়িতে পৌঁছে বিয়ের কার্ড দিয়ে ‘আপনার কিন্তু আসা চাই’- এর মধ্যে থাকে আপ্যায়নের শুরুর ধাপ। যার মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় বিয়ে বা প্রীতিভোজে মাংস চিবোতে চিবোতে বা রসগোল্লাটা মুখে পোরার মধ্য দিয়ে। আধুনিকতাকে কাছে টানতে গিয়ে কলাপাতায় খেতে দেওয়া, মাটির ভাঁড়ে জল দেওয়ার পাঠ আজ চুকেবুকে গিয়েছে। সেই জায়গায় এসেছে স্টল কালচার, বুফে সিস্টেম। সবটাই অতিথি আপ্যায়নের জন্য। কিন্তু কার্ডের চল, তার গ্রহণযোগ্য আজও অটুট। কিন্তু ডিজিটাল জমানায় প্রযুক্তির সঙ্গে দৌড়ে যেন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে ছাপানো কার্ড। তবে নতুন প্রজন্মের অনেকে যেমন ই-কার্ডে ভরসা রাখছেন, অনেকে আবার বাঙালি সংস্কৃতি মেনে আস্থা রাখছেন ছাপানো কার্ডেই। কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে দূরের আত্মীয়দের আমন্ত্রণ জানানোয় ই-কার্ডের যে জুড়ি মেলা ভার, তা মানছেন সকলেই।

ক্যালেন্ডার বলছে, এটা অগ্রহায়ণ। বাঙালির ‘বিয়ের মরশুম’। হেমন্তের আদুরে আবহাওয়ায় দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর, আলোয় উজ্জ্বল ভবন, হরেকরকম খাবারের গন্ধ, রজনীগন্ধা-গোলাপের সুবাস যেন সেটাই স্পষ্ট করে দেয়। বিয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হল অতিথি আপ্যায়ন। আর সেটার সূচনা হয়ে থাকে বিয়ের কার্ড পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কারণ কার্ডে উল্লেখ করা বিয়ে বা প্রীতিভোজের দিন দেখেই তো অতিথিরা আসবেন। সাধারণত বাঙালিবাড়িতে কারও বিয়ে ঠিক হলে প্রথমে কার্ড ছাপতে দেওয়া হয়। তারপর ছাপা হলে তা নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। উলু দিয়ে সেই কার্ড ঘরে ঢোকানোই রীতি। পরবর্তী তাতে হলুদ, সিঁদুর ছোঁয়ানোর পালা। সেই রীতি আজও অমলিন। দূরের কোনও আত্মীয়কে কার্ড পাঠাতে হলে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বা কুরিয়ারে পাঠানো হয়। এখনও সেটা করা হয়। তবে সেই কার্ড পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। যুগ বদলেছে। প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের অনেকে ভরসা রাখছেন ই-কার্ডে। প্রশ্ন হল ই-কার্ড কী? ই-কার্ড আসলে কাগজবিহীন ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র। প্লে স্টোরে রয়েছে এমন অনেক অ্যাপ যা থেকে সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায় ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র। যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চোখের পলকে পৌঁছে দেওয়া যায় আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে। সেকারণে অনেকেই সেদিকে ঝুঁকছেন।

সামনেই বিয়ে শিলিগুড়ির বাসিন্দা ঈশিতা পালের। তিনি বললেন, ‘ছাপানো কার্ডের তো কোনও বিকল্প নেই। এটা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে দূরের আত্মীয়দের সেই কার্ড পাঠানো ঝক্কির। অনেক ক্ষেত্রে তা সময়মতো পৌঁছায় না। সেদিক থেকে মুশকিল আসান ই-কার্ড। প্লে স্টোরে এমন বিভিন্ন অ্যাপ রয়েছে, যেখান থেকে ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র তৈরি করা যায়। মনপসন্দ টেমপ্লেট বেছে নিয়ে অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায় ই-কার্ড। হোয়াটসঅ্যাপে তা বন্ধু, আত্মীয়দের পাঠিয়ে সারা যায় নেমতন্ন।’

সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্রীরূপা দে। তাঁর বক্তব্য, ‘দেখুন ছাপানো কার্ড বাঙালি বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এনিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু দূরে থাকা আত্মীয়দের কাছে সেই কার্ড পৌঁছে দেওয়া অনেকসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেদিক থেকে ই-কার্ড সহজেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া যায়।’ অভিলাষা তরফদার, কাব্য মজুমদার সহ আরও অনেকেরই একই বক্তব্য।

নয়ের দশকে বিয়ে হয়েছিল শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা সাধনা সাহার। তিনি যেমন বাঙালি সংস্কৃতির ওপর জোর দিচ্ছেন, তেমনই প্রযুক্তিকেও স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁর কথায়, ‘কার্ড ছাপাতে দেওয়ার পর সেটা বাড়িতে নিয়ে আসা হলে উলু দিয়ে ঘরে ঢোকানোর রীতি। এরপর তাতে হলুদ, সিঁদুর ছোঁয়ানোর পালা। প্রথম কার্ড মন্দিরে দেওয়ার রীতি রয়েছে। তবে যুগ বদলেছে। এখন ছাপানো কার্ডের পাশাপাশি ই-কার্ডও সমানতালে চলছে। কলকাতায় থাকা আত্মীয়দের ই-কার্ড পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে।’

ই-কার্ডের জন্য কি তাহলে ছাপাখানায় ব্যস্ততা কমছে। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, বিধান মার্কেটে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রিন্টিং প্রেস। সেগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন সবই। বিয়ের মরশুমে সেগুলিতে গিয়ে ব্যস্ততা চোখে পড়ল। রমেশ ভাদুড়ি নামে প্রিন্টিং প্রেসের এক কর্মী বললেন, ‘অনেকে ই-কার্ডের কারণে আমন্ত্রণপত্র ছাপাতে আসছেন না। গতবছর ১০ জন ক্লায়েন্ট কার্ড ছাপানোর বরাত দিয়েছিলেন। এবছর সেই সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫-এ। আগে অনেকে ৩০০-৫০০ কার্ড ছাপাতে দিতেন। কিন্তু ডিজিটাল জমানায় সেইসব অতীত। এখন অনেকেই বেশি সংখ্যায় কার্ড ছাপাতে চান না।’

শিলিগুড়িতে ছাপাখানা রয়েছে বাবন পালের। তবে তিনি জানালেন, ছাপানো আমন্ত্রণপত্রের চাহিদা আজও রয়েছে। এবছর প্রায় ২৫ জন ক্লায়েন্ট কার্ড ছাপাতে দিয়েছেন। তিনিও বললেন, ‘আগের মতো বেশি সংখ্যায় কার্ড অনেকেই ছাপান না।’ ডিজিটাল জমানায় তাহলে কি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বিয়ের কার্ড? আগামী ফাল্গুনে বিয়ে জলপাইগুড়ির তরুণী পিউ দাসের। তিনি বলছেন, ‘ই-কার্ডের দাপটে বিয়ের কার্ড হারিয়ে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিয়ের কার্ড দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। সেই সংস্কৃতি কোনওভাবেই হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। ই-কার্ড থাকুক। হাত ধরাধরি করে চলুক ছাপানো আমন্ত্রণপত্র। রীতি রেওয়াজ আর প্রযুক্তি- এই দুইয়ের মেলবন্ধন নতুন মাত্র যোগ করবে বলে মনে করি।’ পিউয়ের কথার সূত্র ধরে বলতে হয়, বেঁচে থাকুক বাঙালি সংস্কৃতি। প্রযুক্তির সাহায্য তাতে যোগ করুক অন্য মাত্রা।

ভোজ ক্যাটারার্স
BHOJ CATERERS
যে কোন অনুষ্ঠানে সেরা ও সুস্বাদু খাবার, অতি আন্তরিকতার সাথে পরিবেশন করার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ভোজ ক্যাটারার্স
98320-38041
98320-35119

MEHANDI WITH SHIKHA
সল্প মূল্যে যে কোনও অনুষ্ঠানে বাড়িতে গিয়ে মেহেন্দি পড়ানো হয়
(জলপাইগুড়ির মধ্যে)
CALL: 9907400547

গীতিকা ভবন
বিয়ে, রিসেপশন বা জন্মদিন- আপনার জীবনের বিশেষ দিনকে করুন আরও প্রাণ্ড, আরও স্মরণীয় শুধু গীতিকা ভবনে
সেরা মান, সেরা দাম, সেরা আয়োজন
GEETIKA BHAWAN
যোগাযোগ করুন: +91 816736930/9434738712/ 9434016832/9733230308

পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের
পক্ষ থেকে বড়দিন উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আমলামতি উপপ্রধান
মাধবী রায় বর্মন প্রধান
Patirajpur Panchayet

সিগনাস CYGNUS
সিগনাস
Retail & Wholesale
9832474737

HOTEL AMARAVATI
Anubhuti
Affordable Price
HOTEL AMARAVATI
যেকোনও অনুষ্ঠান, বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, কর্পোরেট প্রোগ্রাম ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে
Address: S. F. Road, Siliguri
CONTACT : 7407414444 / 9832031827

MURTI DREAMLAND RESORT
বিয়ের অনুষ্ঠান/জন্মদিনের অনুষ্ঠান এবং যে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন
OUR SERVICES
• MARRIAGE PARTY • JUNGLE SAFARI • FIT • GROUP TOUR
• EDUCATIONAL TOUR • EXCURSION TOUR • ALL TYPE OF RECEPTION • OFFICIAL CONFERENCE
সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশ
9733256846 / 8653165689
DAKSHIN DHUPJHORA, BATABARI, JALPAIGURI

Aangonaa Ladies Beauty Clinic
Shahnaz Herbal, Aroma Therapy, Lotus Professional, Professional Bridal Makeup, Lotus Ultimo, Professional o3
Janssen Cosmetics, Loreal Professional, Schwarzkopf Professional, Hydra facial by machine, Microcurrent facial with Micro lift, Jeannot Facial & Skin Treatment
MALA DAS: 9434176725 / 9775276725
SATYAJIT SARANI, SHIVMANDIR
7 BAGHAJATIN ROAD, SILIGURI
Bridal Make up & Beautician Course Available

রায়গঞ্জ পৌরসভার 26নং ওয়ার্ড
তথা সমগ্র রায়গঞ্জবাসীকে জানাই শুভ বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
অভিজিৎ সাহা (বাপি)
কো-অর্ডিনেটর, 26 নং ওয়ার্ড রায়গঞ্জ পৌরসভা

SHAHNAII MATRIMONIAL SERVICE
শেহনাই ম্যাট্রিমোনিয়াল সার্ভিস
উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন? যোগাযোগ করুন শেহনাই ম্যাট্রিমোনিয়াল সার্ভিসে বিশ্বাসযোগ্য জীবনসঙ্গীর জন্য
Contact : 86532 43203 76378 33327
Radha Apartment-B, Near TVS ISKCON Mandir Road, Siliguri-734001
www.shahnaii.in

SAWASSTIKA ECO PARK RESORT
SAWASSTIKA ECO PARK RESORT
THE ULTIMATE EVENT PLACE
সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশের মাঝে বিয়ে ও যেকোনও অনুষ্ঠানের জন্য আদর্শ স্থান
যোগাযোগ করুন
Eco Budget Wedding Lawn, Banquet Hall & Others Many Amenities Facility
Fulbari, Behind Narayana School
FOR BOOKING 90027 76070 / 99333 33111
sawasstikaecoparkresort@gmail.com www.sawasstikaecoresort.com

5 Best Event Management in Jalpaiguri
AWARD WINNER
BHAI BHAI DECORATOR & CATERER
OUR FACILITIES
Pandal Designing
Flower Designing
Lighting Designing
Hi-Tea Counter
Sound System
Catering
EVENT DEALS WITH
Engagement, Wedding Reception, Anniversary Rice Ceremony Birthday Party Commercial Party
79088-12110 / 86173-01074
www.bbdceventplanner.com

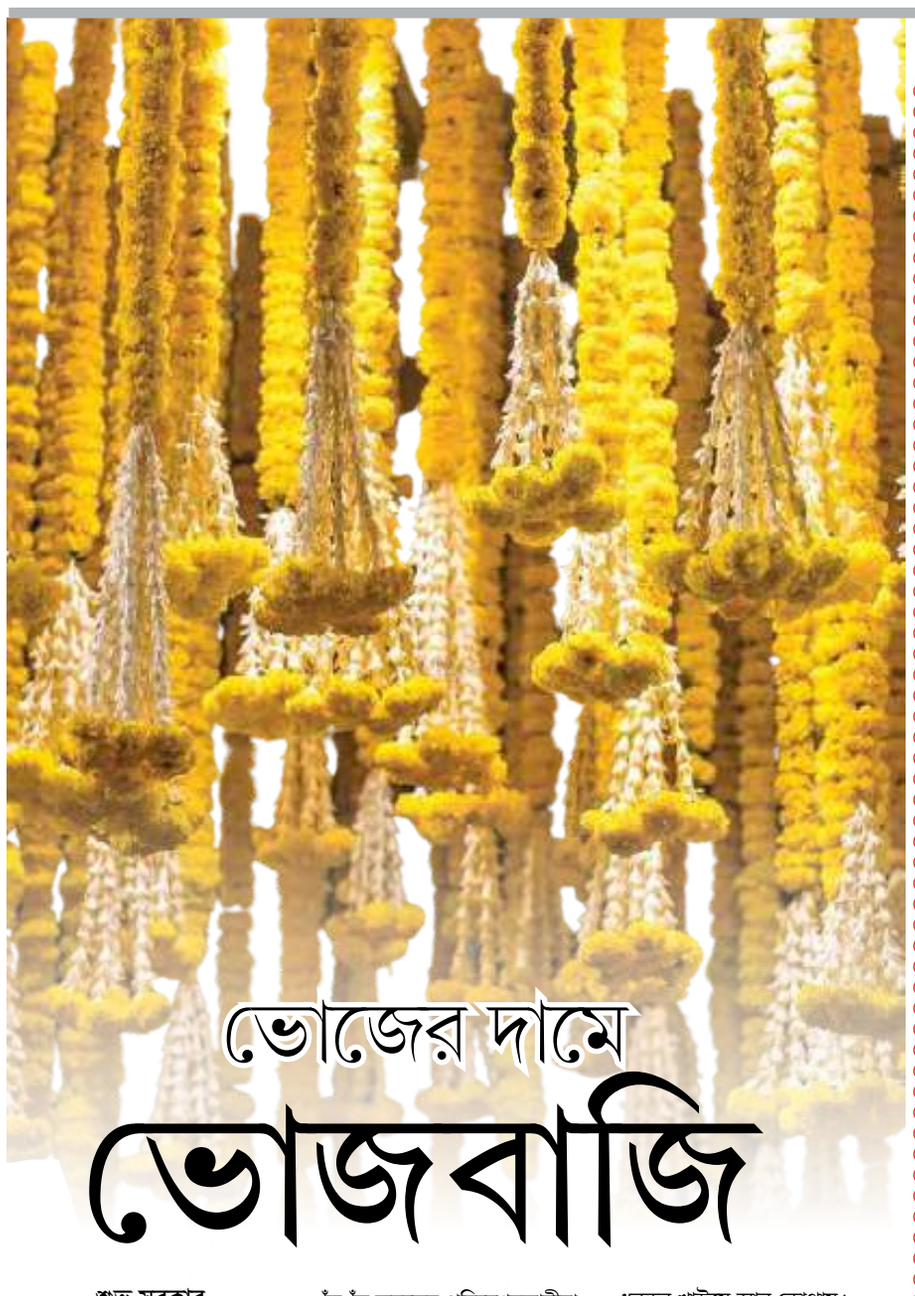

ভোজের দামে ভোজবাজি

শুভ সরকার

আমরা বলতাম, রাজুদার পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র বলে কিছু নেই। এমনকি হৃৎপিণ্ড-টিণ্ডও নেই। পুরোটাই পেট। নাহলে ১০-১২ পিস কাতলা, সমপরিমাণ পাঁঠার মাংস, বিড়াল লাফিয়ে ডিঙোতে পারবে না এতখানি ভাত খাওয়ার পরেও আর কোন পেটেই বা একজন ১৫টা কমলাভোগ খায়? নেহাত সেই সময় আইসক্রিমের বাটি একটার বেশি দুটো দিতে খুঁতখুঁত করতেন পরিবেশনকারীরা। নাহলে সেখানেও নির্ঘাত হাহাকার বাধিয়ে দিত রাজুদা।

যে কোনও বিয়েবাড়িতে রাজুদার ভোজ তো আর কেবল ভোজ ছিল না, ছিল ভোজবাজি। নড়বড়ে কাঠের টেবিলে পাতা সাদা কাগজ। তার ওপর ল্যাতপ্যাতে কাগজের প্লেট। তার ওপর একটার পর একটা আইটেম পড়ছে, আর উধাও হয়ে যাচ্ছে! সবই রাজুদার ডান হাতের খেল।

পরিবেশনকারীরা ক্লান্ত হয়ে যেতেন, কিন্তু রাজুদা থামত না। গরমকালে এই অ্যান্তোখানি খাবার ধকলে ঘেমেনেয়ে যেত। তাও থামত না। খাওয়া চলাকালীন একটা সময় রাজুদা প্রথমে বেল্টের বকলস খুলে দিত। তারপর একপ্রস্থ খাওয়াদাওয়া। হয়তো মাছপর্ব মিটল। এবার সামনে মাটনের পাহাড়। আরেকবার উঠে দাঁড়িয়ে রাজুদা প্যান্টের কোমরের বোতামটা খুলে একটু আলগা করে নিল। ব্যস, ম্যাজিকের মতো যেন জায়গা হয়ে যেত পেটে! তারপর আবার ডাক পড়ত পরিবেশনকারীর। 'মিষ্টির বালতিটা নিয়ে এসো দেখি ভাই।' বলত রাজুদা। আর কেটারিংয়ের লোকজনের মুখ শুকিয়ে কিশমিশ হয়ে যেত।

'আজ আর সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।' বলছিলেন শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক এলাকার বাসিন্দা গৌতম ধর। বিয়েবাড়িতে গিয়ে খাওয়ার বহরে তাক লাগিয়ে দেবে, এমন ধুরন্ধর খাইয়ে আর কোথায়! গৌতমের গলায় শুধুই হতাশা। তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এল পুরোনো দিনের কথা। বলছিলেন, 'বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে যেতাম বিয়েবাড়িতে। তারপর দেখিয়ে দিতাম খাওয়া কাকে বলে। যেদিন নেমন্তন্ন থাকত, সেদিন সকাল থেকে অনেক হিসেব করে চলতে হত। হালকা কিছু খেতাম। বেশি খেলে তো পেটে জায়গা কমে যাবে। তখন আর বিয়েবাড়ি গিয়ে খাব কী? আবার কম খেলেও মুশকিল। হয় গ্যাস হয়ে যাবে, নাহলে খিদে মরে যাবে। তাহলেও তো খেয়ে আর শান্তি হবে না।'

গৌতমের গল্প শুনে যা বোঝা গেল, রাজুদার মতো না হলেও অল্প বয়সে খাইয়ে হিসেবে তাঁর সুনামও কিছু কম ছিল না। 'তখনকার দিনে তো আর স্টার্টার-ফার্টারের চল ছিল না। ওসব তো আসলে খিদে মেরে দেওয়ার একটা কৌশল। আমাদের শুরুই হত মেইন কোর্স থেকে।'

সেসময়ে পাড়ায় পাড়ায় এমন খাইয়েদের দেখাও মিলত। মেয়ের বাবাও জানতেন, অমুককে পেট ভরিয়ে ও মন ভরিয়ে খাওয়ানোটা একটা চ্যালেঞ্জ। আর তাঁরা হাসিমুখে সেই চ্যালেঞ্জ স্বীকারও করতেন। কন্যাদানের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও ঠিক খোঁজ নিয়ে যেতেন, অমুক ঠিকঠাক খাচ্ছে তো। সবশেষে বাড়ি ফেরার সময়, ঠিক গেটের কাছটায় পিছন থেকে খামচে ধরতেন পাঞ্জাবি বা শার্টের হাতা। 'খাওয়া ঠিকঠাক ছিল তো?' মেয়ের প্রৌঢ় বাবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বিয়েবাড়ির রান্নাবান্নার একমুখ প্রশংসা করতেন সেইসব খাইয়েরা। খুঁতখুঁতে আত্মীয়দের মতো, 'মাংসটা আরেকটু সিদ্ধ হত' বা 'ভাতটা একটু শক্ত ছিল' এমন সমালোচনার ধারকাছ মারাতেন না। পেটের মতো মনটাও আসলে বড়ই ছিল তাঁদের।

সেইসময় বরের বন্ধুবান্ধবের দলের মধ্য থেকেই ঠিক কোনও না কোনও একজন এমন খাদক বেরিয়েই আসত। পেশায় ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরীর বিয়ে হয়েছে বহু দশক আগে। তার ছেলেরই বিয়ের এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ, নিজের বিয়েতে বন্ধুরা এসে কমলাভোগের স্টক কীভাবে শেষ করে দিয়েছিল, সেকথা বলতে বলতে এখনও পুরোনো মেজাজে ফিরে যান অভিজিৎ। বলছিলেন, 'পরিবেশনের লোক মিষ্টির বালতি নিয়ে আসছে, আর উজ্জ্বল-বুকুনরা বলছে, বালতি টেবিলেই রেখে যান। শেষে কেটারিংয়ের মালিক আমার বাবার হাত ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। ভাগ্যিস তারপরে আর ব্যাচ ছিল না। বাড়ির লোকজনের খাওয়া বাকি ছিল। তাই ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল।' তখন তো লোকজনের মনটা মিষ্টি ছিল। সুগার, ডায়াবিটিস হয়তো তখনও ছিল, কিন্তু লোকজন তার খবর খুব একটা রাখত না। তাই মিষ্টিতে কারও অরুচি ছিল না।

এমন দৃশ্য আর তো দেখা যায় না। এখন কি তাহলে লোকজন খেতে ভুলে গিয়েছে নাকি? তাহলে সুইগি, জোম্যাটোরা এত ব্যবসা করছে কী করে? নিত্যনতুন খাবারের দোকান হচ্ছে, আর তা রমরমিয়ে চলছেই বা কী করে? সমস্যাটা বোধহয় খাওয়া কমে যাওয়া নিয়ে নয়। সমস্যাটা আসলে, খাওয়ার মনটা ছোট হয়ে যাওয়া নিয়ে। এক প্লেটের বেশি দু'প্লেট বিরিয়ানি খেতে না পারা জেন জেড, 'ঝরে ঝরে পড়া' ফুড ব্লগারদের মধ্য থেকে কি আর বেরিয়ে আসবে চ্যাম্পিয়ন খাইয়েরা?

'বেশি খাওয়া মানেই তো আর ভালো খাওয়া নয়।' এককথায় প্রসঙ্গটাই নাকচ করে দিলেন নীলাঞ্জনা সাহা। ফেসবুকে খাবারদাবারের রিভিউ ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'খাবারের পরিমাণ নয়, মানটাই আসল। স্বাদটাই মুখ্য। তাছাড়া আজকালকার বিয়েবাড়িতে মেনু যেমন হয়, তাতে বেছে বেছে খেতে গেলেও অল্পতেই পেট ভরে যায়। বেশি পরিমাণে খাওয়া মুশকিল।'

হবে হয়তো। সে তো কতকিছুই হারিয়ে গিয়েছে। বিয়েবাড়িতে উপহার হিসেবে বই নিয়ে যাওয়ার প্রথা আর নেই। সকাল থেকে সানাইয়ের সুরও তো আর শোনা যায় না। রসগোল্লার জায়গা ক্রমশ কমছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে গরম গুলাবজামুন, রাবড়ি উইথ জিলিপির। এখন বিয়েবাড়িতে গিয়েও কোলেস্টেরল, ক্যালোরি মাপার সময় এসেছে। চোঁয়া ঢেঁকুর চেপে পুরোনো দিনের কথা ভেবে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? রাজুদার খাওয়া দেখে একবার হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন খোদ বরবাবাজির বাবা। গুণী, আর গুণের কদর, দুটোই কমছে ক্রমাগত।

পরিবেশনে ভরসা সেই কেটারার

কল্লোল মজুমদার

চাটাই দিয়ে ঘেরা একটা বড়সড়ো ঘর। ওটাই ক্লাবঘর। সেই ঘরের মধ্যখানে আলো জ্বালিয়ে ক্যারম খেলছে জনাচারেক অল্পবয়সি। আর এক কোণে তাস খেলতে মত্ত আরও কয়েকজন। শীতের রাত, বাইরে বেশ কুয়াশা। হঠাৎই ওই তরুণের দল শুনতে পেলেন, 'কোথায় রে তরুণ... আছিস নাকি? অপু অপু...? আছিস নাকি ক্লাবঘরে?' ডাক শুনেই বোঝা গেল এই কণ্ঠস্বর পাড়ারই অমল জেঠুর।

সেই ডাক শুনে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। 'আসুন জ্যাঠামশাই ভিতরে আসুন।' ক্লাবঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একবার পরিস্থিতি মেপে নেন অমল। দেখে নেন, ক্লাবঘরে আর কে কে আছে। এরপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে ওঠেন, 'যাক ভালোই হয়েছে, তোরা সবাই আছিস। হ্যাঁ রে তোদের ক্লাবে এখন কতজন আসে নিয়মিত?' একটু চিন্তা করে তরুণ উত্তর দেন, 'এই জনা পনেরো হবে।' এবার অমল জেঠুর ঝুলি থেকে বিড়াল বের হয়। বলেন, 'পরের মাসের ৮ তারিখে আমার মেয়ে, মানে তোদের দিদির বিয়ে। বাবা, সেদিন কিন্তু তোদের পরিবেশন করতে হবে। খুব বেশি লোক হবে না। নিমন্ত্রণ করেছি ৫০০ জনের মতো।' তরুণ ক্লাবের লিডার। সকলের চাইতে একটু বড়ও। তাই আগ বাড়িয়ে বলে ওঠেন, 'চিন্তা করবেন না জেঠু। আমরা ঠিক সময়মতো সবাই পৌঁছে যাব।' যাওয়ার আগে অমল জেঠু আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে যান, 'মনে থাকে যেন, সেদিন কেউ কোনও কাজ রাখিস না কিন্তু।'

পাড়ার ছেলেদের আশ্বাস পেয়ে ক্লাবঘর থেকে বের হতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে যায়। ফিরে এসে আবার তিনি বলে ওঠেন, 'আর শোন, বাসি বিয়ের দিন দুপুরেও কিন্তু তোদের নিমন্ত্রণ থাকবে। সবার জন্য বড় বড় গামছা কিনে রেখেছি।'

একটা সময় ছিল যখন পাড়ার কারও বিয়ে হলেই দায়িত্ব পড়ত ক্লাবের ছেলেদের। সকলে দায়িত্ব নিয়ে হইহই করতে করতে গভীর রাত পর্যন্ত পরিবেশন করতেন। বিনিময়ে পাড়ার ছেলেরা পেতেন একটা নতুন গামছা আর বাসি বিয়ের নিমন্ত্রণ। অনুষ্ঠানের দিন লুচির গামলা, ডাল বা মাংসের বালতি হাতে তাঁদের দৌড়াদৌড়ি দেখে কে? পাড়ার কোন লোক কত বড় খাইয়ে সেটা ছিল তাঁদের নখদর্পণে। সেই মতোই পরিবেশন করতেন। আর আগত আমন্ত্রিতের সংখ্যা হিসেবের বাইরে চলে গেলে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মেয়ের বাবার মুশকিল আসানও হতেন তাঁরাই। সবই পরিবেশনের হাতের গুণ।

কিন্তু সেসব দিন আজ অতীত। এখন বিয়ে হোক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান, বাড়িতে ঠাকুর ডেকে রান্না করা তো দূর স্থান, ভরসা কেটারিং। আর সেই সুবাদে উঠে গিয়েছে পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের দিয়ে পরিবেশনের রীতিও। এখন আর আপদে-বিপদে পাওয়া যায় না পাড়ার ছেলেদের। সকলেই ব্যস্ত কোনও না কোনও কাজে। আর বেকার অবস্থায় বসে থাকলেও পরিবেশন? নৈব নৈব চ। এখন সবই কেটারারের উপর নির্ভর। আর তাই হারিয়ে যাচ্ছে কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন করা সেই পাড়ার ছেলেরা।

বিয়েবাড়িতে খাবার পরিবেশনে আধুনিকতার ছোঁয়া। - ছবি : সংগৃহীত

কথা হচ্ছিল মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা মানিক দাসের সঙ্গে। কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশনের কথা শুনেই চোখটা কেমন ছলছল করে ওঠে সত্তরোর্ধ্ব মানিকের। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'সেই সময় পাড়ার দাদা-দিদি-বোনেদের বিয়ে মানেই যেন নিজের কোনও আত্মীয়র বিয়ে। তখন আপন-পরের ভেদ ছিল না। এখন আর কেউ নিজের সেই আত্মিক সম্পর্কটাই আর নেই পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে।' কয়েকদিন আগেই নাতনির বিয়ে দিয়েছেন গৌতম। বললেন, 'আমার ছেলেমেয়েরা অনেক আগে থেকেই কেটারার বলে রেখেছিল। ওরা ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি বেঁধে পরিবেশন করেছে। হাল ফ্যাশনের রেওয়াজ এটাই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌতম বলে ওঠেন, 'পুরোনো সবকিছুই হারিয়ে যাচ্ছে।'

মালদা শহরের একটি নামীদামি কেটারিং সংস্থার কর্ণধার মঙ্গল দাস বলছিলেন, '১০০ জন হোক কিংবা ১০০০, এখন পরিবেশন করার জন্য ছেলে আমাদেরকেই দিতে হয়। এটা যেন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিয়ে এখন একটা ইভেন্ট। সব কিছু প্রফেশনাল।'

মনোমুগ্ধকর নৃত্য

অনুষ্ঠানের নাম 'উত্তরের হাওয়া'। যাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি জমে উঠেছিল কুলিকপাড়ের রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আয়োজনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উত্তর দিনাজপুরের ব্যবস্থাপনায় এবং রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তীর কথায়, 'বাংলা ভাষার আরও প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠান। শব্দ যাপন করতে এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে কবি ও সাহিত্যিকরা। পাশাপাশি সব জেলা থেকেই বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের স্টল বসেছিল।

ধ্রুপদি বাংলা শীর্ষক প্রদর্শনী, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাচক্রের পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। কালিয়াগঞ্জের নৃত্যাঙ্গন নৃত্য মহাবিদ্যালয়ের নৃত্য আলেখ্য এবং নৃত্য বিতানের নৃত্যানুষ্ঠান এবং রায়গঞ্জের বৈশাখী ডান্স অ্যাকাডেমির নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে শেষ হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনে ডালখোলার লতিকা বর্ধনের নৃত্যদল, রায়গঞ্জের নৃত্যাঞ্জলি এবং সরস্বতী ডান্স অ্যাকাডেমির একের পর এক জমাটি নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে। শেষ দিনে চন্দ্রিমা ডান্স অ্যাকাডেমির চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য নবনৃত্যালয়ের পরিবেশনা এবং শেষে অর্ণব ডান্স ফ্লোরের নৃত্য উপস্থাপনা জমিয়ে দেয় মেলাপ্রাঙ্গণ।

–সুকুমার বাড়ই

সমবেত উদযাপন

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের (সেবক রোড) নিজস্ব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অভিভাবকদের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় নৃত্য, গীত, নাটকের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়কে বলা হয় এক একটি 'মিনিয়েচার ইন্ডিয়া'। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৫০ ছাত্রছাত্রী সম্মিলিতভাবে সেই ভারতের বৈচিত্র্যময় রূপটিকেই তুলে ধরেছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, ১০০ মাউন্টেড ব্রিগেডের ডেপুটি কমান্ডান্ট কর্নেল অজয় ঠাকুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী সুমন ঠাকুর। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মনীষকুমার যাদব এবং বিদ্যালয়ের প্রধান সমন্বায়ক সৌমেন সিংহ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ট্রফি এবং সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

–সূত্রধর

অভিনব আসর

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জের প্রতীতি ভ্রাম্যমাণ সাহিত্য সংস্থার এক অভিনব আসর হয়ে গেল। সংস্থার প্রথম পর্বের সৈনিক, কালিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র এবং বিশিষ্ট নাট্যকার ও অবসরপ্রাপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক উৎপল ঝাঁকে প্রতীতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অনল ফৌজদার, সুমিতা দে, রূপা বসাক এবং বিপুলকুমার মৈত্র।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাম অনুসন্ধানকারী রাজকুমার জাজোদিয়া, বিশিষ্ট কবি ননীগোপাল শীল, কবি তপনকুমার চক্রবর্তী, পত্রিকা সম্পাদক রাধিকারঞ্জন দেবভূতি, কালিয়াগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি অনুপ জয়সওয়াল, সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সুমনা গুহ, কবি নন্দিতা চক্রবর্তী, অরুণ দাস প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুকান্ত গুহ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতীতির যোগাযোগ সম্পাদক প্রদীপকুমার রায়। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর গীতিকার তপন চক্রবর্তী 'জেলা উত্তর দিনাজপুর' স্বরচিত সংগীত পরিবেশন করেন। 'অতীতের আলোকে প্রতীতি' সম্পর্কে আলোকপাত করেন উৎপল ঝাঁ। সমবেত আবৃত্তি 'ভারতবর্ষ' পরিবেশন করেন সুজাতা দত্ত, পাপিয়া কুণ্ডু এবং পিয়া গুপ্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম সম্পাদক বিপুলকুমার মৈত্র।

–সুকুমার বাড়ই

ঋত্বিকের অনন্য আরও ২

উত্তরবঙ্গের নাটকে চারদশক ধরে পথ হাঁটছে শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থা। নাটকের আঙিনায় সুদীর্ঘ এই পথ পরিক্রমা উপলক্ষ্যে ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে মঞ্চস্থ হল 'অনপেক্ষিত' ও 'কমলা'। লিখলেন ছন্দা দে মাহাতো

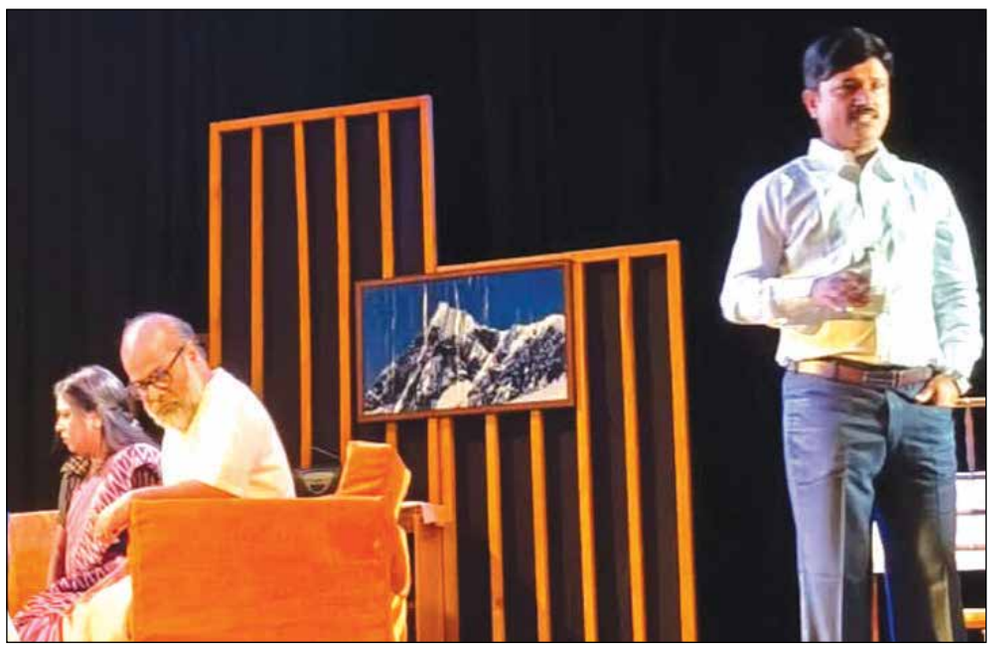

আবেগঘন।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'কমলা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে মঞ্চস্থ হল দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। তার একটি ছিল ডঃ প্রণব ভট্টাচার্যের লেখা 'অনপেক্ষিত'। দ্বিতীয় নাটক বিজয় তেন্ডুলকরের মারাঠি নাটকের হিন্দি অনুবাদ 'কমলা'। দুটি নাটকেরই প্রয়োগ প্রধান ছিলেন শুভঙ্কর গোস্বামী। উত্তরবঙ্গের নাটকে অন্যতম ফুলটাইমার মলয় ঘোষের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত এই দলের নাট্য প্রযোজনার একটি নিজস্ব দর্শন আছে। তারা নাটককে শুধু বিনোদনের উপাদান বলে মনে করে না।

'অনপেক্ষিত' নাটকের প্লট দানা বেঁধেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। গ্রামবাংলার গ্রাউন্ড জিরোতে রাজনীতিটা আসলে কেমন এবং ধর্মকে কীভাবে ভোটের ইস্যু করা হয় এই নাটকের পরিচালক বিচক্ষণতার সঙ্গে তা দেখিয়েছেন। এই নাটকে আমজনতার উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা হল, সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে হবে না। সিস্টেমের মধ্যে থেকেই সিস্টেমের বদল করতে হবে। কোনও কালোয়াতি না করে সোজা কথা সোজাভাবে বলা ঋত্বিকের পুরোনো অভ্যাস, আর নাটকের পরিচালক শুভঙ্কর সেই ধারাই অব্যাহত রেখেছেন। এই প্রযোজনার আবহ প্রক্ষেপণ শুভজিৎ সরকারের, আলো পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণ সুমিত চক্রবর্তী এবং মঞ্চ ভাবনা ও নির্মাণ বাপ্পা মৈত্র, শুভ্রেন্দু সিনহা, গৌতম লাহা। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে ছিলেন বাপ্পা মৈত্র, ডঃ প্রণব ভট্টাচার্য, গৌতম লাহা, প্রসেনজিৎ সেন, কুশল বোস, সিতাংশু গোস্বামী, অনুপ দাস প্রমুখ। দলগত অভিনয়ের সামগ্রিক মান এবং সমসাময়িক জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্যে 'অনপেক্ষিত' যথার্থই সময়ের দলিল হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিজয় তেন্ডুলকরের 'কমলা' মারাঠি ভাষায় লেখা নাটক। এর হিন্দি রূপান্তর করেছেন বসন্ত দেও। ঋত্বিকের প্রযোজনার সারণিতে সময়ের দাবি হিসেবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। এই নাটক উত্তরপ্রদেশের মানুষ বেচাকেনার হাট থেকে কমলাকে কিনে আনার পরের ঘটনা নিয়ে। নারীকে পণ্য করে তোলার বিরুদ্ধে সচেতন মানসিকতার প্রয়োজনে বিজয় তেন্ডুলকর এই নাটক লিখেছিলেন। তখন পরিস্থিতি ছিল নারীকে কেউ কেউ পণ্য করে তুলছে। আজ এই পরিস্থিতি আরও ব্যাপক হয়েছে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নারী নিজেই নিজেকে পণ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে নারীর স্বনির্ভরতা এবং ক্ষমতায়নের নামে তাকে রাজনীতিতে পণ্য করে তোলা হচ্ছে। ঋত্বিকের এই নিটোল গল্পের নাটক নিঃসন্দেহে দর্শকদের নানা দিক থেকে ভাবাবে। আর প্রথম অভিনয়ের পর এই নাটক আরও স্মার্ট এবং সুচারু হবে। মঞ্চে শিল্পীদের অনেকেই খুব ভালো অভিনয় করেছেন। টিম ওয়ার্কও খুব ভালো। এ নাটকে আলো সঞ্জয় লাহার, আবহ বাপ্পা মৈত্রের। মঞ্চ নির্মাণে বাপ্পা মৈত্র ও শুভ্রেন্দু সিনহা। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শুভঙ্কর গোস্বামী, ডঃ প্রণব ভট্টাচার্য, শুভ্রেন্দু সিনহা, সুচরিতা ঘোষ গোস্বামী, ইশা দাস এবং কমলা-র চরিত্রে তনুশিলা চক্রবর্তী।

কবিতার জন্য

সম্প্রতি এক রবিবারের অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি শহরের বৈঠকখানা আলোকিত হয়ে রইল কবিতার জন্য। এদিন অসীমা সরকারের প্রথম কবিতার বই 'কার্মিভ বন্ড'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি শহরের সাহিত্যচর্চার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুভাষ কর্মকার, প্রশান্ত চৌধুরী, শুভময় সরকার সুতপা সাহা এবং দীগন্ত চক্রবর্তীর হাত দিয়ে এদিন বইটির প্রকাশ হল। দেবশ্রী সরকারের রবীন্দ্রগান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'তিস্তাগুড়ি'র সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী। বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কথাসাহিত্যিক তথা প্রাবন্ধিক অভিষেক ঝা, শুভময় ও সুতপা, অধ্যাপক বিপুল সরকার, অধ্যাপক দীগন্ত চক্রবর্তী, শমীক দাশগুপ্ত, প্রকাশক আদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন কবি ও প্রাবন্ধিক গৌতম গুহ রায়।

–সৌরভ দেব

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমকালো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দিনভর এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল বর্তমান ছাত্রছাত্রী থেকে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। ছোটদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় অঙ্কন, আবৃত্তি, নৃত্য, কুইজ ও নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য প্রতিযোগিতা, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভার চমৎকার প্রকাশ ঘটায়। পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

– বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

নৃত্য কর্মশালা

প্রোজেক্ট সেতু ট্রাস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনায় ময়নাগুড়ির জোড়পাকড়িতে দুইদিনের ওডিশি নৃত্যের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কর্মশালাতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ওডিশি নৃত্যশিল্পী এবং প্রশিক্ষক দেবদত্তা লাহিড়ি। এই সংস্থা ইতিপূর্বে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা পরিষেবা দিয়ে চলেছে বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ছাত্রছাত্রীর এই নাচের বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই শেখানো হয় প্রাথমিক বিষয়ের থিয়োরি এবং প্র্যাকটিকাল বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাদান করা হয়। শেখানো হয় একটি সরস্বতীবন্দনা। সংস্থার পক্ষ থেকে সুনীতা ঝা বলেন, পিছিয়ে থাকা স্থান এবং স্থানীয়দের সার্বিক উন্নতিকল্পে এমন উদ্যোগ তাঁরা ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবেন।

–শুভজিৎ দত্ত

নাচে অনন্য

তন্ময় সমাদ্দার

ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি ছিল তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু স্কুল জীবনে নাচ শেখা হয়ে ওঠেনি। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকে নাচ শিখতেই কলকাতায় গিয়ে থাকা তন্ময় সমাদ্দারের। প্রায় বারো বছর ধরে কলকাতায় ওডিশি নৃত্যের তালিম নিচ্ছেন বছর ত্রিশের তন্ময়। দূরদর্শনে 'বি গ্রেড' গ্রুপে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। বয়সের ওপর ভিত্তি করেই গ্রেড ঠিক করা হয় এক্ষেত্রে। গত মার্চ মাসে দূরদর্শনের বিভিন্ন অডিশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি সেই অডিশনের ফল প্রকাশিত হয়। সেই অডিশনের ওপর ভিত্তি করে তন্ময়কে বাছাই করা হয়েছে। এখন থেকে তন্ময়ের ওডিশি নৃত্য দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হবে। রায়গঞ্জ সংলগ্ন দুর্গাপুরের বেকিডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা তন্ময় নৃত্যশিল্পী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ছেলের সাফল্যে বাবা অসীম সমাদ্দার ও মা কল্পনা সমাদ্দার খুবই খুশি।

–রাহুল দেব

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মৈত্রী পরিষদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ দাস, অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি রুপি মিশ্র ও সম্পাদক সৈয়দ নৌশাদ আলি জানান, প্রতি বছর জেলার কিছু বিশিষ্ট শিল্পীকে এই সংস্থার তরফে আন্তর্জাতিক সম্মান দেওয়া হয়। এবারে এই আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন প্রবীণ সংগীতশিল্পী বিনয় রায়, তনুশ্রী চক্রবর্তী, বনানী মিশ্র ও বাবলি মজুমদার। কবি পার্থসারথি ঝা ও জয়শ্রী ঝা-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও দুজন বাচিকশিল্পী প্রিয়াংকা চাকদার ও অনিন্দ্য দেবভূতিকে সম্মানিত করা হয়। সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের মিশেল অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দেয়। এছাড়াও আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের আসরও ছিল।

–সৌকর্য সোম

প্রাণে ভরতনাট্যম

নটরাজ ডান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে গঙ্গারামপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এক বেসরকারি হোটেলে কিছুদিন আগে হয়ে গেল ভরতনাট্যম কর্মশালা। গঙ্গারামপুর, রায়গঞ্জ ও গাজল থেকে প্রায় ৫০ জন তরুণ-তরুণী অংশ নেন এই কর্মশালায়। নৃত্যের গুরু হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ভরতনাট্যমশিল্পী মালবিকা সেন। কর্মশালার শেষ দিনে মালবিকা নিজহাতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর হাতে তুলে দেন শংসাপত্র। উদ্যোক্তাদের তরফে রনিতা দাস কুণ্ডু বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা ভিন্ন কিছু করতে চাই। এ বছর গুরুমা মালবিকা সেনের উপস্থিতিতে ভরতনাট্যমের ওপর এই বিশেষ কর্মশালা করতে পেরে সত্যিই গর্বিত।' মালবিকা বললেন, 'এখানকার শিক্ষার্থীদের দেখে আমি মুগ্ধ।'

– জয়ন্ত সরকার

সম্মানিত ছয়

'মালদা সম্মিলনী ক্যালকাটা'-র পরিচালনায় দুর্গাকিঙ্কর সদনে মালদহ জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান কৃতী ব্যক্তিত্বকে 'সম্মিলনী সম্মাননা' প্রদান এবং সংগীত ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। ১৯৯৮ সালে কলকাতার নিজাম প্যালেসে মালদার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগে মালদা পরিষদ নামে এক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে যা বর্তমানে 'মালদা সম্মিলনী' নামে পরিচিত। যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তপন শিকদার, এবিএ গনি খান চৌধুরী, শৈলেন সরকার ও ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, মৌসম বেনজির নুর ও পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ডাঃ শিবানী চৌধুরী। একক সংগীতে উপস্থিত ছিলেন গায়ক সৌমিত্র রায় ও সংগীতশিল্পী কৌজাগরি। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত ময়ূরী সাহা। সম্মাননা জানানো হয় লেখক দীপক মণ্ডল, কবি সুদেষ্ণা মৈত্র, নৃত্যশিল্পী ভূমিকা হালদার, ক্রীড়াবিদ মিষ্টি কর্মকার, সংগীতজ্ঞ দীপ্তায়ন বারুড়ি ও রেস ওয়াকার পলাশ মণ্ডলকে। অনুষ্ঠান শেষে ডঃ মলয়শংকর ভট্টাচার্য ও দীপক মণ্ডলের যৌথ সম্পাদনার 'অন্তরঙ্গ পূর্বকথা' বইটি প্রকাশিত হয়।

–সৌকর্য সোম

সলিল স্মরণ

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের বই বাগানে জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় আলোর দিশার ২৪তম অধিবেশন আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে শুরু হয়। সংগীত পরিবেশন করেন দিতিপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিশংকর সান্যাল। এরপর এদিনের মূল বিষয় 'শতবর্ষে সলিল' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ ও মনোগ্রাহী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে ডঃ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, সব্যসাচী মজুমদার, হরিমোহন মণ্ডল ও অধীর সরকার প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র ও সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র মাহাতো।

–সৌকর্য সোম

বইটই

বিষয় তিস্তা

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিতে বরাবরই একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে 'তিস্তা'। এই নদীকে নিয়ে কর্ম চর্চা নেই। কিন্তু একে নিয়ে কোনও পত্রিকার আস্ত একটি সংখ্যা? সম্ভবত নেই। **দ্যোতনা** সাহিত্য পত্রিকা সেই অভাব পূর্ণ করল। প্রধান সম্পাদক গৌতম গুহরায়ের হাত ধরে **অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা**য় তাদের নিবেদন 'বিষয় : তিস্তা, উত্তরের জীবনরেখা'। তিস্তা-করতোয়ার রূপরেখা থেকে শুরু করে বিধ্বস্ত সিকিমের পুনর্গঠন, পত্রিকার এই সংখ্যাটি তিস্তাকে কেন্দ্র করে কোনও আলোচনাই হয়তো বাদ রাখেনি। বিজয় দে, সুকল্যাণ ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ রায়, সেবন্তী ঘোষ, শুভময় সরকারের মতো নামীরা নানা আঙ্গিকে এই নদীকে নিয়ে তাঁদের ভাবনার কথা জানিয়েছেন।

নজরে ভ্রমণ

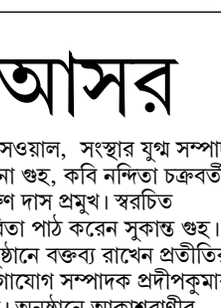

ঘোরাঘুরি ভালো লাগে? উত্তরবঙ্গের কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় সেই প্রশ্ন মনের মধ্যে অহরহ হানা দেয়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেই **অপরাজিতা অর্পণ**-এর **১৬তম বর্ষ ৩২তম সংখ্যা** পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের মন্দিরকেন্দ্রিক মেলা থেকে শুরু করে চেচাখাতা থেকে রাজাভাতখাওয়া, গোসানিমারি...ঘুরতে যাওয়ার নানা শর্টকাট ভ্রমণপিপাসুর মনে দোলা দেবেই। শুধুই যে উত্তরবঙ্গ তা নয়, কচ্ছের রনের মতো বাইরের পর্যটনস্থলও পত্রিকার এই সংখ্যায় স্বমহিমায় হাজির হয়েছে। বিমল দেবনাথ, আনন্দগোপাল ঘোষ, উমেশ শর্মা, শৌভিক রায়, অভিজিৎ দাশের মতো সুলেখকরা কলম ধরেছেন।

রঙিন ভাবনা

'কবিতা দিয়ে চেনা যায় তোমাকে/অপ্রয়োজনীয় লিপস্টিক রঙে আমন্ত্রিত তুমি/আকাশ থেকে নেমে আসে রামধনু।' অমিয়কুমার চৌধুরীর লেখা 'কবির দান' কবিতাটি এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ৫৮টি কবিতাকে সঙ্গী করে কবির বই **নীরবতার শপথ** পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। অমিয় বহুদিন ধরেই সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে। এটি তাঁর পঞ্চম কবিতার বই। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা এই মানুষটি রাজ্য সরকারের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। দুটি গল্পের বই ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'চষেল' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। ৩০ বছর ধরে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে কাজ করছেন।

ভালো প্রচেষ্টা

নিজস্ব পত্রিকার গত **সেপ্টেম্বর সংখ্যা**ও বেশ ভালো কিছু প্রচেষ্টায় ভরপুর। ভিয়েতনাম নিয়ে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি আক্ষরিক অর্থেই রঙিন। ভাদু উৎসব নিয়ে রূপা পরিদার লেখাটি পড়তে বেশ ভালো লাগে। পত্রিকার এই সংখ্যায় সিনেমা রিভিউ একটি বড় অংশজুড়ে শামিল। কুলি : দ্য পাওয়ারহাউস থেকে শুরু করে পুতুলনাচের মতো সিনেমার বিষয়ে বিস্তারিত অনেককিছু পাঠক জানতে পারবেন। রংবাহারি নানা ছবি দিয়ে রেসিপি বিভাগটাও বেশ ভালো। হুগলি থেকে প্রকাশিত সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকা পাঠক মনোরঞ্জনে বরাবরই উদ্যোগী। সেই প্রচেষ্টা এই সংখ্যাতেও রয়েছে।

ছোটদের জন্য

সুদীপ্ত সাহা পেশায় চিকিৎসক। জন্মসূত্রে হাওড়ার বাসিন্দা। মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় লেখালেখি। এবারে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ছোটদের জন্য কলম ধরে লিখেছেন **দশটি কিশোর গল্প সংকলন**। কিশোর বয়সের প্রেম থেকে শুরু করে কল্পবিজ্ঞান, সুদীপ্ত নানা বিষয়কে পটভূমি করে একেকটি গল্পের প্লট বুনেছেন। টেনিদা থেকে ফেলুদা, দারুণ এই 'দাদা'দের স্পর্শে সুদীপ্ত নিজের লেখা দুটি গল্পের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি ডাবলুদাকে পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। লেখকের কথায়, 'আমার নানা ভাবনাকে কেন্দ্র করে ছোটদের মধ্যে যদি সত্যিকারের বোধোদয় হয় তবেই সেটা আমার সবচেয়ে বড় পাওনা।'

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

ভিস্টাডোমে যাত্রী তলানিতে, রেলকেই দায়ী করল পর্যটন মহল

১০ দিন বন্ধ ট্যুরিস্ট স্পেশাল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল কি বন্ধ করে দিচ্ছে রেল? যাত্রীসংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকায় বৃহস্পতিবার থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রেনটির চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত রেল নেওয়ায় এই প্রশ্ন উঠছে। যদিও ট্রেনটির এমন পরিণতির জন্য রেলকেই দায়ী করছে পর্যটন মহল। চলাচলের সময় নির্ধারণে ভুল এবং অস্বাভাবিক ভাড়ার জন্য ট্রেনটি জনপ্রিয়তা পায়নি বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিস আলি বলেন, 'এখন ভিস্টাডোমে তেমন যাত্রী হচ্ছে না। তাই ১০ দিন ট্রেনটির চলাচল বন্ধ থাকছে।'

নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল।

ডুয়ার্সে পর্যটক সংখ্যা কম নেই। বড়দিন এবং নতুন বছরকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরই মধ্যে ট্যুরিস্ট স্পেশাল ১০ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এমন সিদ্ধান্তে হতাশ পর্যটন মহল। রেল সূত্রে খবর, এনজেপি থেকে কয়েকজন যাত্রী পাওয়া গেলেও, ফিরতি পথে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কার্যত খালি থাকত কোচগুলি। বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি খরচও উঠছিল না। ২০২১ সালের ২৮ অগাস্ট ট্রেনটির চলাচল শুরু হওয়ার পর প্রথমদিকে পর্যটকদের আগ্রহ থাকলেও, পরবর্তীতে তা আর দেখা যায়নি। এর মূলে রয়েছে ভাড়া। বর্তমানে ভিস্টাডোম কোচে এনজেপি ও আলিপুরদুয়ার জংশনের মধ্যে যাত্রীপিছু ভাড়া ৮৪০ টাকা। ফলে চার সদস্যের পরিবারের এই কোচে চলাচলের ক্ষেত্রে খরচ ৩,৩৬০ টাকা। ফলে ট্রেনে না চড়ে অনেক পর্যটকই গাড়ি রিজার্ভ করেন বলে বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তাছাড়া ট্রেনটি এনজেপি থেকে রওনা দেয় সকাল ৭টা ২০ মিনিটে। ওই সময়ের মধ্যে শিয়ালদা থেকে ছাড়া দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলি এনজেপিতে পৌঁছায় না।

মন ভার

- যাত্রী না হওয়ায় জ্বালানি খরচ উঠছে না, ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্যুরিস্ট স্পেশালের চলাচল বন্ধ
- অস্বাভাবিক ভাড়া এবং সময়ের ভুলে ট্রেনটি যাত্রী পাচ্ছে না বলে পর্যটন মহলের ধারণা
- ট্রেনটিকে লাভজনক করে তুলতে দুটি রুটে চালানোর প্রস্তাব দিয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
- আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রস্তাব অনুমোদনের পরিবর্তে বন্ধের সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীরা

উল্লেখ্য, প্রথম দিকে চাহিদা থাকায় ট্যুরিস্ট স্পেশাল সপ্তাহে তিনদিনের পরিবর্তে ছয়দিন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। এমনকি একটির পরিবর্তে এখন ট্রেনটিতে রয়েছে দুটি ভিস্টাডোম কোচ।

যাত্রী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সপ্তাহে তিনদিন এনজেপি থেকে মেইনলাইনে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত এবং বাকি চারদিন মালবাজার, লাটাগুড়ি, চ্যাংরাবান্ধা রুটে চালানোর প্রস্তাব রেল বোর্ডে পাঠায় আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। সেই সংক্রান্ত অনুমোদন আসার আগে ১০ দিনের জন্য ট্রেনটির চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন পুরোহিত বলেন, 'বন দপ্তরের একাধিক নির্দেশিকায় পর্যটন ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। পর্যটকদের থাকা এবং ঘোরার খরচ অনেক বেড়েছে। তার মধ্যে ডুয়ার্সে পর্যটনের তেমন প্রচার নেই বাইরে। ফলে ভিস্টাডোমে যাত্রী নেই।' ডুয়ার্স পর্যটনের কথা মাথায় রেখেই ভিস্টাডোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল বন্ধ হওয়ার মুখে বিস্মিত আলিপুরদুয়ারবাসী এবং পর্যটন মহল।

ইট রাইট স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি স্টেশনকে 'ইট রাইট স্টেশনের' স্বীকৃতি দিল ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)। জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি রোড, বিন্নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ি, কোচবিহার জেলার নিউ কোচবিহার ও দিনহাটা এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা রেলস্টেশনকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, চলতি বছরের ৪ ডিসেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই স্বীকৃতি থাকবে স্টেশনগুলির। পরবর্তীতে ফের খাবারের মান যাচাই করবে এফএসএসএআই। প্ল্যাটফর্মে যে খাবার বিক্রি হয়, তার মান যাচাই করেই ইট রাইট স্টেশনের স্বীকৃতি এফএসএসএআই দিয়েছে বলে জানান আলিপুরদুয়ারের ডিসিএম আশিস আলি। যদিও যে স্টেশনগুলিকে এই স্বীকৃতি বা তকমা দেওয়া হয়েছে, সেই স্টেশনগুলির অধিকাংশেই স্থানীয় স্তরে তৈরি করা তেমন কোনও খাবার পাওয়া যায় না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে স্টেশনগুলিকে এই তকমা দেওয়া হল, উঠছে প্রশ্ন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'যাত্রীদের জন্য সুরক্ষা, খাবারের গুণগত মান, হাইজিন মেইনটেন, খাবারের দাম, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া স্টেশনগুলিকে এই তকমা দিয়েছে।' এর ফলে স্টেশনগুলিতে পরিবেশনকারীরা যাত্রীদের আস্থা যেমন অর্জন করবেন, তেমনই ব্যবসায়িক দিক থেকেও লাভবান হবেন বলে মনে করছেন রেলকর্তারা।

পৃথিবীর পাঠশালা

বেলজিয়ামে অভিনব বাজার

বেলজিয়ামের বাজারগুলোতে এখন দারুণ এক উদ্যোগ চলছে : প্রতি রবিবার বিক্রি না হওয়া সবজি ও ফল নিয়ে বসে 'পে হোয়াট ইউ ক্যান' বাজার! অর্থাৎ, আপনার যতটুকু সামর্থ্য, ততটুকুই দিন। যদি পকেটে একদম টাকা না থাকে, তবুও আপনি তাজা জিনিস নিতে পারবেন। এর লক্ষ্য দুটো : একদিকে খাবার নষ্ট হওয়া কমানো, আরেকদিকে মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে ভালো খাবার পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। যাঁরা বেশি দিতে পারেন, তাঁরা বেশি দেন, আর যাঁরা পারেন না, তাঁরা বিনামূল্যে নেন। এটা এক দারুণ মানবিক ব্যবস্থা, যেখানে খাবার আর ভালোবাসা দুই-ই ভাগ করে নেওয়া হয়।

আধ ঘণ্টাতেই বিপদের ঘণ্টা

আপনার আদরের সন্তান কি সারাক্ষণ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা স্ন্যাপচ্যাটে মুখ গুঁজে বসে থাকে? তবে সাবধান! নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য—দিনে মাত্র ৩০ মিনিটের বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটলেই শিশুদের মনোযোগে বড়সড়ো ধস নামতে পারে। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এবং আমেরিকার গবেষকরা দীর্ঘ চার বছর ধরে প্রায় ৮,০০০ শিশুর ওপর এই সমীক্ষা চালিয়েছেন। দেখা গিয়েছে, ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সি বাচ্চারা যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটায়, তাদের মধ্যে 'এডিএইচডি' বা মনোযোগের অভাবজনিত সমস্যার লক্ষণ ক্রমশ বাড়ছে। গবেষকরা দেখেছেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের স্ক্রিনটাইম ৩০ মিনিট থেকে বেড়ে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে, আর পাল্লা দিয়ে কমছে কোনও কাজে মন বসানোর ক্ষমতা। তাই সন্তানের হাতে স্মার্টফোন দেওয়ার আগে বাবা-মায়েরা সতর্ক হোন—সামান্য রিলস দেখার নেশা যেন তাদের ভবিষ্যতের বড় ক্ষতি ডেকে না আনে। ডিজিটাল দুনিয়ার এই হাতছানি থেকে শিশুকে রক্ষা করা এখন সময়ের দাবি।

ম্যামথ ফেরার ইঙ্গিত?

'জুরাসিক পার্ক'-এর দৃশ্য কি তবে বাস্তবেও সম্ভব? সাইবেরিয়ার বরফরাজ্য থেকে উঠে আসা এক খবরে বিজ্ঞান মহলে এখন এমনই গুঞ্জন। না, ডাইনোসর নয়, বিজ্ঞানীরা এবার হাতে পেয়েছেন ৪০,০০০ বছরের পুরোনো পশমি ম্যামথের এক শাবকের অক্ষত 'আরএনএ'। তুষার যুগের এই বিশাল প্রাণীটি বরফের নীচে এমনভাবে চাপা পড়ে ছিল যে, তার কোষগুলো নষ্ট হয়নি। সাধারণত ডিএনএ বা আরএনএ এত দীর্ঘ সময় টেকে না। কিন্তু গত মাসে বিজ্ঞানীরা অসাধ্যসাধন করেছেন। এই আরএনএ বিশ্লেষণ করে ম্যামথের জিনগত নকশা, তাদের লোমশ হওয়ার কারণ এবং ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য মিলছে। বিজ্ঞানীরা এখনই ম্যামথকে জ্যান্ত করার প্রতিশ্রুতি না দিলেও, এই আবিষ্কার লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীকে ফিরিয়ে আনার বা ডি-এক্সটিংকশন প্রোজেক্টে এক বিশাল লাফ। কে জানে, হয়তো আমাদের আগামী প্রজন্ম চিড়িয়াখানায় জ্যান্ত ম্যামথ দেখবে! বিজ্ঞানের হাত ধরে অতীত ফিরে আসার অপেক্ষায় এখন বিশ্ব।

সিংহের গোপন 'চ্যাট'

সিংহের গর্জন শুনলে বনের পশু তো বটেই, মানুষেরও আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়। কিন্তু বনের রাজা যে গর্জনের আড়ালে চুপিচুপি কথাও বলে, তা কে জানত? সৌজন্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সিংহের গলার আওয়াজ বিশ্লেষণ করে এমন এক তথ্য পেয়েছেন, যা জীববিজ্ঞানের ধারণাই বদলে দিতে পারে। নভেম্বরে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সিংহরা গর্জনের মধ্যে এক লো-ফ্রিকোয়েন্সি বা নীচু স্বরের শব্দ মিশিয়ে দেয়। মানুষের কানে তা ধরা পড়ে না, কিন্তু দলের অন্যান্য সিংহ তা স্পষ্ট বুঝতে পারে। অনেকটা আমাদের 'এনক্রিপ্টেড মেসেজ'-এর মতো। শিকারের সময় বা বিপদের আঁচ পেলে সিংহ এই গোপন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে। এতদিন ভাবা হত পশুপাখির ভাষা বুঝি খুব সাধারণ, কিন্তু এই আবিষ্কার প্রমাণ করল—জঙ্গলের রাজারা প্রযুক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরে নিজস্ব এক 'সিক্রেট সার্ভিস' চালিয়ে আসছে এতকাল! বনের রাজত্বে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর।

মঙ্গলধ্বনিতে লেখা মহাকাব্য

প্রথম পাতার পর

মহুয়া রায়ের কথা, 'সানাই, হারমোনিয়াম, করতাল জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র এবং তবলা- বর্তমানে এই চার বাদ্যযন্ত্রের নহবতই স্যান্ডার্ড হিসাবে বাজারে চলছে। বিয়ে, বধূবরণ দুই অনুষ্ঠানের জন্যই নহবতের অর্ডার মিলছে।'

মহুয়া জানিয়েছেন, এক রাতের জন্য (সন্ধ্যা থেকে গড়ে পাঁচ ঘণ্টা) স্থানীয় শিল্পীদের চার সদস্যের নহবতের জন্য খরচ হয় কমপক্ষে ৩৫ হাজার টাকা। সারাদিনের (ভোর থেকে বিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত) জন্য খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আবার নহবতখানায় উত্তরপ্রদেশের শিল্পীদের বসাতে হলে লক্ষাধিক টাকা খরচ করতে হবে বলেই জানিয়েছেন অন্য একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্তা মিল্টন পাল। তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন ঘরানার নহবতশিল্পী আছেন। একেক ঘরানার খরচ একেক রকম। বেনারসে বিসমিল্লা ও অনন্ত ঘরানা এবং মহারাষ্ট্রে গায়কোয়াড় ঘরানার শিল্পীদের বাংলায় কদর বেশি। মিল্টনের মতো আরও অনেক সংস্থাই চাহিদা অনুসারে নানা ঘরানার শিল্পীদের বুকিং করেন। মিল্টনের কথা, 'নহবতের বিশাল চাহিদা আছে তা নয়। তবে প্রতিবছর বিয়ের মরশুমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গোটা দশেক অর্ডার পাই। এবছর এখনও মালদায় একটি অর্ডার পেয়েছি।' ইমন, দরবারি, বেহাগ, রাগেশ্রী, বাগেশ্রী, শিবরঞ্জনি, আশাবরি, ভিমপলাশী, ভূপালি, পূরবী, কাফি- দিনের সময় অনুযায়ী নহবতের সুর বদলে যায়। সূর্য যখন মধ্যগগনে, বাড়ির উঠোনে তখন হলুদের সুবাস আর শাঁখের ব্যস্ততা। নহবতের সুর তখন আর বিষণ্ণ থাকে না; তা হয়ে ওঠে চপল, চঞ্চল। ঢোলক আর করতালির সঙ্গে মিলেমিশে সানাই তখন গ্রাম্য লোকগানের সুর ধরে। বাড়ির আম্রপল্লব আর বরণডালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেই সুরটি যেন উৎসুক চোখে দেখে নেয় কার গায়ে আজ প্রথম হলুদের ছোঁয়া লাগল, কার চোখে আজ লজ্জার কাজল গভীর হল।

গোধূলিবেলায় নহবতের রূপ বদলে যায় এক গম্ভীর মায়ায়। আকাশ যখন সিঁদুররাঙ্গা, সানাইয়ের সুরে তখন খেলা করে 'পূরবী' বা 'ইমন'। এই সুরের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে থাকে এক অস্থির প্রতীক্ষা। আগুনের শিখাকে সাক্ষী রেখে যখন মালাবদল হয়, তখন নহবতের সেই মূর্ছনা যেন হয়ে ওঠে দেবলোকের আশীর্বাদ। আগুনের শিখা আর ধূপের ধোঁয়ার মাঝে সানাইয়ের সুর তখন এক অলৌকিক আবহ তৈরি করে, যেখানে রক্ত-মাংসের মানুষগুলো মুহূর্তের জন্য হয়ে ওঠে কোনও পৌরাণিক আখ্যানের নায়ক-নায়িকা।

বংশপরম্পরায় বিয়েবাড়িতে সেই সুরের জাদুতে বহু মানুষকে মোহিত করেছে দিনহাটার পেটলার কমল ব্যাধের নহবত পার্টি। কমল কোনও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হয়ে কাজ করেন না। উত্তরবঙ্গে এরকম নহবত পার্টি আর আছে কি না তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এবছর এখনও তিনটে বিয়েবাড়ির নহবতখানা মাতিয়েছেন কমলরা। তাঁর কথা, 'এখনও অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সুরের কদর জানেন। তাঁরাই বিয়েতে নহবতের আয়োজন করেন। নইলে ডিজের দাপটে কবেই আমরা ভ্যানিশ হয়ে যেতাম।'

আসলে নহবত শুধু সুর নয়, ইতিহাসের আঁধার থেকে উঠে আসা এক অনাবিল আলো। মুসলিম শাসকদের দরবারি গাম্ভীর্যের কোলে জন্ম নেওয়া এই বাদ্যদলের সুর একদিন নেমে এল হিন্দু বিয়েবাড়ির তুলসীতলার পাশে, পবিত্র আগুনের মৃদু কাঁপুনিতে। যেন ইতিহাস নিজের অজান্তেই লিখে ফেলল সম্প্রীতির এক অপূর্ব বাণী। সানাইয়ের প্রথম দীর্ঘ টানটা যেন কোনও অদৃশ্য সেতু বেঁধে দিল নবাবি দরবার আর বাঙালি গৃহস্থের অন্তঃপুরের মাঝে।

তবে নহবতের আসল জাদুটি লুকিয়ে থাকে বিদায়বেলায়। রাত যখন নিঝুম, বিদায়লগ্নের সেই করুণ সুরটি যখন বাতাসের গায়ে চাবুক মারে, তখন পাষাণ হৃদয়েও ঢেউ ওঠে। কন্যার বিদায়যাত্রায় সানাই যখন কেঁদে ওঠে, তখন মনে হয় প্রতিটি পর্দা যেন এক-একটি অশ্রুবিন্দু। সেই সুর যেন বলতে চায়, মিলন তো ক্ষণিকের, কিন্তু এই বিচ্ছেদের সুরটিই চিরন্তন। নহবতখানা থেকে ভেসে আসা সেই শেষ তানটুকু পাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়, রেখে যায় শুধু এক বুক হাহাকার আর কিছু অমলিন স্মৃতি।

রাস্তায় বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে সমস্যার সমাধান লক্ষ্য। ওই লক্ষ্যে শুক্রবার নতুন দফায় ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলনে নামলেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। এদিন সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত মালিকানার দাবিকে সামনে রেখে শহরে মিছিল বের করেন ব্যবসায়ীরা। মিছিল থেকে ব্যবসায়ীরা তীব্র আক্রমণ করেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ)। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'যখনই আন্দোলন করি, তখন এসজেডিএ-র কর্তাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সমস্তকিছুই ধামাচাপা পড়ে যায়। এবার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াব না।'

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। ভোট পরিস্থিতিতে নজর রেখে ৬৩ বছর পুরানো ব্যক্তিমালিকানার দাবিকে সামনে রেখে সুর চড়াতে শুরু করেছেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। চলতি বছর বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনে বাপি গোষ্ঠী জয়ী হওয়ার পরই স্পষ্ট করা হয়েছিল, ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে আন্দোলনের তেজ বাড়ানো হবে। এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আমরা নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

জনগণনা শুরু

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রের দাবি, এই কর্মকাণ্ডটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে উন্নতমানের গণনা কার্যক্রম। অশ্বিনী জানান, জনগণনা হবে দুটি ধাপে। প্রথম দফায় হবে বাড়ি ও সম্পত্তি গণনা। যা শুরু হবে ২০২৬ সালের এপ্রিলে। পরের বছর ২০২৭-এর ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে মূল জনগণনা। তবে লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীরের তুষারাবৃত ও দুর্গম অঞ্চল এবং হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি এলাকায় জনগণনা বরফ পড়ার মরশুমের আগে অর্থাৎ ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সুবিধা অনুযায়ী এই কর্মসূচি চলবে ৩০ দিন ধরে। ২০২৭ সালের ১ মার্চ থেকে এই জনগণনা কার্যকর বলে ধরা হবে।

এবারই প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণনা হবে। অশ্বিনী বলেন, 'এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করা হবে, যা হিন্দি, ইংরেজি সহ একাধিক আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহারযোগ্য হবে। এই ডিজিটাল কাঠামোয় ডেটা সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' জনগণনার এই প্রক্রিয়ায় হবে জাতিগণনাও।

প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মীকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হবে। এতে দেড় কোটি লোকের রোজগারের বাড়তি সুযোগ হবে। এসআইআর-এর মতো শিক্ষকতা সহ বিভিন্ন সরকারি পেশার কর্মীরা অতিরিক্ত দায়িত্ব পাবেন জনগণনার। যাঁদের মোবাইল অ্যাপে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ডেটাবেসে পাঠাতে হবে। কোনও কর্মী অ্যাপের বদলে কাগজে-কলমে তথ্য সংগ্রহ করলে নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টালে তা আপলোড করবেন।

২০২৭-এর এই জনগণনা হবে ভারতের ১৬তম। তবে স্বাধীন দেশে এই জনগণনা হবে অষ্টম। বাকিগুলি স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ শাসনকালে হয়েছিল। এই ডিজিটাল গণনায় নাগরিকরা নিজেরাও তাঁদের তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে পারবেন। ডেটা সুরক্ষায় থাকবে নিরাপত্তার একাধিক ব্যবস্থা ও স্তর। রিয়েল টাইমে পুরো প্রক্রিয়ার ওপর সরকারি নজরদারি থাকবে।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংবাদিক

দিনহাটা, ১২ ডিসেম্বর : মাত্র ৩২ বছর বয়সে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি দিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন সাংবাদিক নাদিরা আহমেদ। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন মা, বাবা এবং দুই বোনকে। কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকমাস ধরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে সব চেষ্টাকে বিফলে ফেলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নাদিরা। সাংবাদিকতা ছাড়াও নাট্য ও সাহিত্যচর্চায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। হেমন্ত বসু কর্নারে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান অভয়া মঞ্চ ও কোচবিহার নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা।

বাগান মালিকদের পালটা চাপ প্রশাসনকে

লিজ আদায়ে নোটিশ

জলপাইগুড়ি ও ওদলাবাড়ি, ১২ ডিসেম্বর : লিজ নবীকরণ ও সেলামির টাকা না দেওয়ায় ১৫টি চা বাগানকে নোটিশ পাঠিয়ে বাগান মালিকদের পালটা মুখে পড়তে হল প্রশাসনকে। মালিকদের অভিযোগ, কখনও সেলামির বকেয়া টাকা কিস্তিতে দিতে চেয়ে, কখনও লিজ নবীকরণের আবেদন করে সাড়াই মেলেনি রাজ্য ও জেলা থেকে। বছর ঘুরে যাওয়ার পর এখন জেলা ভূমি দপ্তর নোটিশ পাঠাচ্ছে। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে সিনার্জির বৈঠকে চা মালিক সংগঠনের নেতারা স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের অভাবে তাঁদের বন্ধ বাগান চালাতে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। লিজ নবীকরণ না হওয়ায় ব্যাংকের ঋণ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিনিয়োগ করে বাগানগুলিতে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ভূমি দপ্তরের অভিযোগ, চা বাগানের লিজ নবীকরণ ও সেলামির বকেয়া টাকা মেটানোর কথা বলা হলেও একাধিক বাগান মালিক তাতে সাড়া দেননি। শ্রম দপ্তরের বক্তব্য, ওইসব চা বাগানের মালিকানা পরিবর্তন হলেও নতুন মালিক জমির লিজ নিজের নামে না নেওয়ায় শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি দিতে সমস্যা হচ্ছে। ভুগতে হচ্ছে চা বাগানগুলির শ্রমিক ও কর্মীদের। এই অবস্থায় লিজ নবীকরণ ও সেলামির টাকা মেটাতে কেন্দ্রের অধীনে থাকা চারটি চা বাগান সহ ১৫টি বাগানকে নোটিশ পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত বছর রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের ৮৬টি বড় চা বাগানকে চলতি বছরের মধ্যে লিজ নবীকরণ ও সেলামির টাকা মেটানোর নির্দেশ পাঠিয়েছিল। রাজ্য থেকে এই সংক্রান্ত স্পেশাল অপারেটিং সিস্টেম (এসওপি) সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের পাঠানো হয়েছিল। সেইমতো জেলা প্রশাসন বাগান মালিকদের ডেকে বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়ার পরেও ১৫টি চা বাগান সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, লিজ চুক্তির মেয়াদ চলতি বছর শেষ হয়েছে মানাবাড়ি, টুনবাড়ি ও তোতাপাড়ার। বেতবাড়ি চা বাগানের লিজ শেষ হয়েছে ১৯৯৯ সালে। রাঙ্গামাটির ২০০০, সাইলির ১৯৯৫, নাগেশ্বরীর ২০০২ , রাজা চা বাগানের ২০০৩ এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনাধীন বানারহাট ২০০২, চুনাভাটি ২০০৩ , নিউ ডুয়ার্স ১৯৯৫ এবং কারবালা চা বাগানের ১৯৯৫ সাল থেকে সেলামি বাকি রয়েছে। লিজ নবীকরণ ও বকেয়া সেলামি মেটানোর সময়সীমা ছিল চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত। তাই দ্রুত বাগানগুলিকে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, নিয়ম মেনেই কয়েকটি চা বাগানকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

পরীক্ষায় সবাই পাশ

প্রথম পাতার পর

তাই সুযোগ বুঝে নিজেদের মতো করে ক্লাস নেন শিক্ষকরা। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা জুনিয়ার হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ দেবতোষ দত্তর বক্তব্য, 'আমি শিক্ষক চেয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়ে ১৮ বার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা মেলেনি।' এরকম অভিভাবকহীন বিদ্যালয়ে শৌচালয়ের অবস্থা বেহাল আর পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না সেটা তো স্বাভাবিক। অন্তত এলাকার মানুষ তাই মনে করেন।

এসজেডিএ-র দপ্তরে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ বিজেপির। ছবি ঃ সূত্রধর

উন্নয়নে বাধায় বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কাজগুলি আটকে রাখা হয়েছে। ঠিকাদারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে শংকরের অভিযোগ।

এসবের জবাব চাইতে এবং এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে শংকর শুক্রবার জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে এসজেডিএ-র দপ্তরে যান। দপ্তরের গেটে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। মূল গেট ঠেলে বিজেপি নেতা-কর্মীরা ভেতরে ঢুকলেও পরবর্তী গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগেই পুলিশ দরজা আটকে দেয়। এরপর কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। শেষে ওই দরজার সামনেই শংকররা অবস্থানে বসে যান। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে এসজেডিএ-এর এক কর্তা বাইরে এসে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তাঁর হাতে কাজের খতিয়ান তুলে দিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

তৃণমূলের ঘরোয়া লিগে কেউ জেতে না

প্রথম পাতার পর

দেননি। অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁকে অপসারণের জল্পনা শোনা গিয়েছিল তৃণমূলে। সেটাও হয়নি। বরং তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ সহ বিভিন্ন বিষয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ উগরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

এই আবহে কোচবিহারে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে কড়কে দেবেন তিনি। দলে শেষ দিন বোধহয় আসন্ন রবির। কল্পনার চিত্রনাট্য মিলল না। বরং প্রকাশ্যে হালকা চালে জেলা সভাপতিকে মমতা বললেন, রবিকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াও। একান্তে কথা বললেন বিদ্রোহী রবির সঙ্গে। দলের নির্দেশ অমান্যকারীকে প্রকাশ্যে একটি শব্দও বললেন না। দলীয় নির্দেশ (জেলা সভাপতির) উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা দেখিয়ে পার পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার আর একজন চেয়ারম্যানও (যাঁদের সরে যেতে বলা হয়েছিল) এই সাহস দেখাতে পারেননি। রবিকে অপসারণের বিষয়টায় মমতা বরং রেফারির বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। তাই এনিয়ে আর টুঁ শব্দ নেই। ওই যে বলছিলাম, দুটো তৃণমূলের ঘরোয়া লিগের খেলা। কোচবিহারে একটা তৃণমূল অভিজিৎ-উদয়নের, অন্যটা রবি-পার্থপ্রতিম রায়ের। দুটো তৃণমূলকেই মমতা জিইয়ে রেখেছেন। যেমন আগে রাখতেন।

কোচবিহারে একসময় ছিল রবি তৃণমূল বনাম মিহির (গোস্বামী) তৃণমূল। মিহির প্রায় রোজ রবির বিরুদ্ধে গাদা গাদা অভিযোগ জানিয়ে ফ্যাক্স পাঠাতেন তৃণমূলের রাজ্য দপ্তরে। কিন্তু রবি থাকতেন বহালতবিয়তে। মিহিরও মর্যাদা পেতেন দলনেত্রীর কাছে। মালদায় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও সাবিত্রী মিত্রের ধুন্ধুমার বরাবরের। যে ঘরোয়া লিগে মানিয়ে নিতে না পেরে কিছুটা ছিটকে গিয়েছেন গনি খানের অন্যতম উত্তরাধিকারী মৌসম নুর।

মমতা মাঝে মাঝে হুমকি দিতেন কৃষ্ণেন্দু-সাবিত্রীকে। কিন্তু দুজনের কারও কখনও বড় শাস্তি হয়নি। প্রথমজন এখনও পুরসভার চেয়ারম্যান, দ্বিতীয়জন বিধায়ক। দুই তৃণমূলের খেলা কোথায় নেই! শিলিগুড়িতে গৌতম দেব-পাপিয়া ঘোষের দ্বন্দ্বের খবর দলের ভেতরে, বাইরে কে না জানে। পাপিয়াকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হলেও সেই পদ কিন্তু গৌতমকে বা তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে দেওয়া হল না।

বরং পাপিয়াকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিএলএ-১ পদ দিয়ে বোঝানো হল- তোমারও গুরুত্ব থাকবে। গৌতম-তৃণমূলের আধিপত্য শিলিগুড়ি শহরে। পাপিয়া-তৃণমূল দাপটে কাজ করে শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে। আলিপুরদুয়ারে ঠারেঠোরে প্রায় সবসময়ই জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক ও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে কটাক্ষ করে থাকেন প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। সুমন আবার সৌরভের ছায়া মারান না। সেই সৌরভকে বিএলএ-১ করে দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

বার্তাটা হল, পরস্পরের সঙ্গে লড়ে যাও, কিন্তু দলে থাকো। একই মাঠে তৃণমূলের দুই দলের খেলা চলুক। এই ঘরোয়া লিগ একেবারে তৃণমূলের নিজস্ব কৌশল। দলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ উগরে দাও যত খুশি। শুধু অন্য দলে পা বাড়িও না। মমতা জানেন, শাসকদল হওয়ার সুবাদে পরিস্থিতি খুব কঠিন না হলে ক্ষীর-মধুর লোভ ছেড়ে কেউ অন্য কোথাও যাবেন না।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান বদলে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের সম্মতির তোয়াক্কা করা হয়নি। কিন্তু মহুয়া-তৃণমূলের পাশাপাশি সৈকত-তৃণমূলের মাথাচাড়া দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্বই। পুরোনো নেতা-কর্মীরা সহজে দল ছাড়বেন না- মমতা জানেন। সমস্যা নতুনদের নিয়ে। তাঁদের ধরে রাখতে জেলায় জেলায় তাই তাঁদের হাতে ক্ষমতা। কোচবিহারে ক্ষমতাসীন অভিজিৎ, উদয়ন, জগদীশ বসুনীয়া কেউ বরাবরের তৃণমূল নন।

আলিপুরদুয়ারের বর্তমান নেতৃত্ব প্রকাশ, গঙ্গাপ্রসাদ, সুমনরা তো দু'দিনের বৈরাগী। আলিপুরদুয়ারের আদি নেতা মৃদুল গোস্বামী কিংবা জলপাইগুড়ি আদি চন্দন ভৌমিককে জেলা পরিষদের মেন্টর বানিয়ে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মালদায় জেলা সভাপতির পদে এই তো সেদিন পর্যন্ত বাম নেতা আব্দুর রহিম বক্সী। দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেতা ইসলামপুরের আবদুল করিম চৌধুরীর ওপর ছড়ি ঘোরান নবাগত নেতারা। করিমের তৃণমূল ছাড়া গতি নেই। ঘরোয়া লিগে জেতা-হারা নেই তৃণমূলের। এই খেলার এটাই নিয়ম।

অপরাধের আগে দুই থানায় ধৃত ৭

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে পৃথক দুই থানার অভিযানে গ্রেপ্তার হল সাতজন দুষ্কৃতী। এদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বাকি তিনজনকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, হিমাচল কলোনি এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র হাতে জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে অসীম সরকার সমরনগর এলাকার বাসিন্দা। রোহিত মাহাতো রতনলাল বস্তি, অরবিন্দ প্রধান শালবাড়ি বাজার ও রাজু কুমার নতুনবাজারের বাসিন্দা।

অন্যদিকে, ওই রাতেই গোপন সূত্র মারফত শিলিগুড়ি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, মিলনপল্লির ভেন্ডিখেত এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে পলাশ মণ্ডল শান্তিনগর, সুজিত লামা বাড়িভাসা ও অজয় বর্মন কয়লা ডিপোর বাসিন্দা। ধৃত সাতজনকেই শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডারের অবৈধ রিফিলিং

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ভ্যারাইটি স্টোরের আড়ালে অবৈধভাবে গ্যাস রিফিলিংয়ের ব্যবসা বাড়ছে। শিলিগুড়িতে কয়েক মাসে একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ভক্তিনগর থানার অভিযানে ফের একটি ভ্যারাইটি স্টোর থেকে অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিংয়ের ব্যবসার হদিস মিলেছে। অভিযানে আটটি বড় খালি সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়াও বারোটি ছোট সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে একটি ভর্তি সিলিন্ডারও ছিল। উদ্ধার হয়েছে দুই পিস গ্যাস রিফিলিং নজেল, একটি করে বড় ও ছোট আকারের ওয়েট মেশিন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বড় সিলিন্ডারগুলোর কাগজপত্র না মেলায় সেগুলো চুরির কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই দোকানের মালিক উত্তম দত্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সে শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে এক বছরে দশটিরও বেশি জায়গা থেকে রিফিলিংয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে পুলিশ। অধিকাংশ দোকানগুলো ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। তাই দুর্ঘটনার আগেই ব্যবসা ফাঁস করতে পেরেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে আরও প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে, এই বড় সিলিন্ডারগুলো অভিযুক্তরা পাচ্ছেন কোথা থেকে?

বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছিল

> এই ব্যবসায়ীরা কিছু পরিচিত গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছেন। ওই গ্রাহকরা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে পরিবারের নানা সদস্যের নামে একাধিক সিলিন্ডার নিয়ে নিচ্ছেন। এরপর সেই সিলিন্ডারগুলোই ওই ব্যবসায়ীদের দিয়ে দিচ্ছেন।
>
> **কৌশিক সরকার** *সম্পাদক, নর্থবেঙ্গল-সিকিম এলপিজি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন*

নর্থবেঙ্গল-সিকিম এলপিজি ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকারের সঙ্গে। তাঁর দাবি, 'এই ব্যবসায়ীরা কিছু পরিচিত গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে ফেলছে। ওই গ্রাহকরা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে পরিবারের নানা সদস্যের নামে একাধিক সিলিন্ডার নিয়ে নিচ্ছেন। এরপর সেই সিলিন্ডারগুলোই ওই ব্যবসায়ীদের দিয়ে দিচ্ছেন।'

প্রশ্ন উঠছে, সিলিন্ডারগুলো নেওয়ার পর আদৌ মালিকরা ব্যবহার করছেন কি না, সে সংক্রান্ত পরীক্ষা কি ডিলাররা করছেন? কৌশিকের কথায়, 'আমাদের সেই অধিকার নেই। তবে আমরা ডেলিভারি বয়দের বলে থাকি, সংশ্লিষ্ট বাড়ির মধ্যেই ওই সিলিন্ডার দিয়ে আসার জন্য। সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ, কোনও দোকানে ডেলিভারি বয়দের সিলিন্ডার দিতে দেখা গেলে ছবি তুলে আমাদের পাঠান।' কৌশিকের এই বক্তব্যের বাস্তবতাও মেলে অগাস্ট মাসেই ভক্তিনগর থানার অভিযানে। নেতাজিপাড়ায় চলা ভ্যারাইটি দোকানের আড়ালে গ্যাস রিফিলিংয়ের ব্যবসা প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে উঠে এসেছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থানীয়দের থেকে অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের বই বানিয়ে সেটাই ব্যবসায় ব্যবহার করতেন।

যদিও এক্ষেত্রে ডিলারদের একটা অংশও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। মাসসাতেক আগেই চেকপোস্ট এলাকা থেকে একগাড়ি ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছিল। সেগুলির কোনও কাগজই ছিল না।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে ইসকন রোডের ভ্যারাইটি দোকানে বেশ কিছুদিন ধরে রিফিলিংয়ের ব্যবসা চলছিল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'ঘটনার তদন্ত করে গ্যাস সিলিন্ডারগুলোর উৎস বের করা হবে।'

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ভক্তিনগর থানা এলাকায় পরিচিতকে বাইক দেওয়ার পর চুরির ঘটনায় শেষমেশ সেই বাইকটি উদ্ধার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বাইকটি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার লালু মাঝি নামের এক ব্যক্তি ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বাপি মাহালি নামের তাঁর এক পরিচিতকে তিনি বাইক দিয়েছিলেন। অভিযোগ, পরবর্তীতে বাপি লালুকে জানান, ওই বাইকের তেল শেষ হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য বাপি সেই বাইক আর ফেরত দেননি। এরপর গত সোমবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন লালু। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওইদিন রাতে বাপি সহ তাঁর আরও দুই সঙ্গী কৃষ্ণ রায় ও রাহুল দাসকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার রাতে বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় নাকি ভিড় আগের বারের চেয়ে বেশি। সন্ধ্যের পর মেলা চত্বরে ঘুরলে এ নিয়ে দ্বিমত করার উপায় নেই। তবে প্রকাশনী সংস্থা ও বই বিক্রেতারা আয়োজকদের কথার সঙ্গে একমত নন, আলোকপাত করলেন সায়ন চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীর সঙ্গে 'সঙ্গীর' খোঁজ

আঁকার বইতে চোখ বোলাচ্ছেন তরুণী। শুক্রবার বইমেলার মাঠে। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিধান রোডে যানজটে আটকে পড়া গাড়ির হর্নে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। পাশে উত্তরবঙ্গ বইমেলা চত্বরে তখন অনেকটাই শীতলতা। প্রশান্তি। স্টলে নতুন-পুরোনো বইয়ের গন্ধ। বেশ ভিড়। অধিকাংশই টিনএজ। দল বেঁধে তারা এসেছে বইয়ের উৎসবে। অনেকে এসেছেন 'সঙ্গীর' সঙ্গে। তাঁদের সৌজন্যেই মেলা চত্বরে কালো মাথার ইতিউতি ভিড়। স্টলের কোণে দাঁড়িয়ে একমনে বইয়ের পাতায় মন এক প্রবীণের। তিনিও খুঁজছেন 'পাঠ সঙ্গী'। বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, বইয়ের থেকে আর বড় বন্ধু কেই বা হয়! উত্তরবঙ্গ বইমেলার প্রায় শেষ পর্যায় এসে এই দৃশ্যগুলিই মনোরম হয়ে উঠল শুক্রবার।

মজার বিষয়, বই উলটে-পালটে দেখতে দেখতে পাশের জনের সঙ্গে আলাপ জমে উঠল অনেকের। কেউ কবিতার লাইন শুনিয়ে দিলেন, কেউ বই কেনার সাজেশন দিলেন। বইয়ের সূত্র ধরে অচেনা মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মুহূর্তগুলি মেলার অন্যতম ছবি হয়ে থাকল এদিন। প্রকাশনী সংস্থা ও বিক্রেতাদের কথায়, স্টলে এই ধরনের আলাপচারিতা বইমেলাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। বই-ই তো মানুষকে জুড়ে রাখে। তাই বইকে সঙ্গী বানাতে ক্ষতি কি! মন্তব্য দীপ প্রকাশনীর প্রতিনিধি সৌমেন মিদ্দার।

৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলায় নাকি ভিড় আগেরবারের চেয়ে বেশি। সন্ধের পর মেলা চত্বরে ঘোরার পর সেই কথায় দ্বিমত করার উপায় নেই। তবে প্রকাশনী সংস্থা ও বইবিক্রেতারা আয়োজকদের কথায় একমত নন। 'এবারের সেই ফ্লো-টাই নেই, ভিড় তো ভালোই হচ্ছে, বই হাতে নিয়ে পড়ছেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই- পাঠক আর ক্রেতা হয়ে উঠছেন না'- এক পাঠককে বই দেখানোর ফাঁকেই এই কথা বললেন আনন্দ পাবলিশার্সের প্রতিনিধি জয়ন্ত গুপ্ত। দীপ প্রকাশনীর প্রতিনিধিও এই বিষয়ে একমত।

আয়োজক-বিক্রেতাদের কথার দোলাচলেও বইপ্রেমীরা কিন্তু মেলামুখী হয়েছেন। মার্গারেট স্কুলের একাদশ শ্রেণির একদল পড়ুয়া। প্রত্যেকের হাতে নতুন বইয়ের ব্যাগ। সারাবছর স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে মেলা চললেও ওদের পছন্দ বই উৎসবই। সিলেবাসের বইয়ে ডুবে থাকা সাথী সাহা, রিতমা সাহা, অঙ্কিতা সরকারের কাছে বইমেলা যেন খোলা হাওয়া।

আইনের ছাত্র সংকল্প বসু 'নতুন সঙ্গীর' সন্ধানে এসেছিলেন বইমেলায়। 'বই' তাঁর সঙ্গী, অকপট স্বীকারোক্তি হাকিমপাড়া নিবাসী তরুণের। বললেন, বইপ্রেমী হিসেবে এই ধরনের উৎসব আমাদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি। শিলিগুড়িবাসীকে বই টানছে, সেটা দেখে ভালো লাগছে।

বইমেলা স্কুল পড়ুয়াদের কাছে এক মঞ্চও বটে। নবম শ্রেণির অন্বেষা বর্মন মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেই ছুটে এসেছিল পুরোনো বইয়ের স্টলে। সানরাইজ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এই ছাত্রীর মনেও ছাপ ফেলেছে বইমেলা। অন্বেষা জানায়, নভেল থেকে নানা রকম গল্প, পেতে হলে বইমেলা আসতেই হয়।

সন্ধ্যার পর আরও রঙিন হয়ে উঠল বইমেলা চত্বর। চায়ের কাপে চুমুকেও চলল সেই বইয়েরই গল্প। শিলিগুড়ি মার্গারেট স্কুলের শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় সেই দৃশ্য দেখিয়ে বললেন, বই মানুষকে বাঁধছে। মানুষ বইয়ের খোঁজে আসছেন। কিনছেন। এটাই বা কম কি!

মেলা কমিটির আহ্বায়ক মধুসূদন সেনের কথায়, 'ভিড় হচ্ছে। প্রতিদিনই তিন থেকে পাঁচ হাজার মানুষ মেলায় আসছেন। শনিবার ও রবিবার ভালো বিক্রি হবে বলেই আশা করছি।'

তবে সঙ্গী নিয়ে সঙ্গীর খোঁজে এসেও কতজন পাঠক থেকে ক্রেতা হয়ে উঠতে পারবেন, রবিবার অবধি সেটাই দেখার।

বইমেলা লাইভ

হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

শুক্রবার ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার মাঠে আয়োজন হল হাতের লেখা প্রতিযোগিতার। কচিকাঁচাদের বয়স অনুযায়ী ভাগ ছিল। আয়োজকরা জানান, 'তোমার প্রিয় স্বপ্ন' অথবা 'শিক্ষার গুরুত্ব' নিয়ে লিখতে দেওয়া হয়। সময় ১৫ মিনিট। ভালো হাতের লেখা ধরে রেখে, কী লিখব- তাও ভাবার অনুশীলন এটি। অংশগ্রহণকারী সবাই পাবে শংসাপত্র।

বিকোচ্ছে অভিধান

নতুন হোক বা পুরোনো বইয়ের দোকান। অন্যতম 'বেস্টসেলার' অভিধান। শুধু বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলা নয়। জার্মান, রুশ, ফরাসি, স্প্যানিশ, উর্দু, আরবি, এমনকি জাপানি, কোরিয়ান ভাষার ডিকশনারির চাহিদাও আছে বলে জানালেন বিক্রেতা আমজেদ মল্লিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে অভিধানের এই চাহিদা সত্যি অবাক করার মতো।

মেলার মাঠে খেলাঘর

বইমেলা মানে শিশুদের আনন্দের সীমাহীন ঠিকানা। তবে শুধু বই নয়। আলোচনা মঞ্চের ঠিক পাশে আছে একটি দোকান। পুরোটাই ঠাসা পুতুলে। মানে সফট টয় বলতে যা বোঝায় তাতেই ভরা পুরো স্টল। বার্বি, ছোটা ভীম থেকে শুরু করে টেডি, শের খান, মিকি মাউস- সবই আছে। তবে, দোকানে বড়দের আনাগোনাও কম নয়।

কেতাবি কাবাব

বইমেলায় কেবল বই দেখে বেড়ালে কি চলে? পেটপুজোর আয়োজনও থাকা চাই! মেলার মাঠে তেমনি কিছু ভোজনবিলাসী ভিড় করছেন এক কাবাবের স্টলে। লম্বা লম্বা লোহার শিকে ঝুলছে বোটি কাবাব, চিকেন হরিয়ালি কিংবা রেশমি কাবাব। শীতের সন্ধ্যায় এমন কাবাবের টুকরোয় কামড় বসাতে বসাতে, স্টলে স্টলে 'হপ' করছেন শিলিগুড়িবাসী।

তথ্য ও ছবি : শুভদীপ ব্যানার্জি

রংদার

বন্ধুত্ব

দিনকয়েক আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সুবাদে বন্ধুত্ব আরও একবার চর্চায় এল। এই সম্পর্ক অবশ্য আজকের নয়। বরাবরের। আমাদের রোজকার জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে সিনেমা, সমানে এর সাক্ষী থেকেছে। 'ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েঙ্গে' বলে বার্তা দিয়ে আগামীতেও থাকবে।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনির্বাণ নাগ, অরুণাভ রাহা রায় ও শ্রেয়সী দে
ছোটগল্প অজিত ঘোষ
অণুগল্প বিদ্যুৎ রাজগুরু ও গোবিন্দ সরকার
ট্রাভেল ব্লগ শৌভিক রায়
কবিতা গৌতমেন্দু রায়, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, জবা ভট্টাচার্য, ঋষভ চক্রবর্তী ও গণেশচন্দ্র রায়

ব্যবসায়ী সমিতির নয়া কমিটি

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : নির্বাচনের পর শিলিগুড়ির হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি গঠিত হয়েছে। শুক্রবার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা শপথগ্রহণ করেন। এছাড়াও এদিন হকার্স কর্নারের ২১৬ জন ব্যবসায়ী হোল্ডিং নম্বর পেয়েছেন। বাকি ব্যবসায়ীদের পরবর্তীতে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো, অভয়া বসু ও হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কানাইলাল পোদ্দার জানান, হোল্ডিং নম্বর পাওয়ার পর ব্যবসায়ীদের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি পানীয় জল সহ অন্য সুবিধা মিলবে।

শুরু বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ সম্পূর্ণ হতেই শহরে বাড়ি বাড়ি সংযোগ দেওয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। ইতিমধ্যেই সার্ভিস জংশন বক্স থেকে কলেজপাড়া, বাঘা যতীন রোড এলাকায় প্রায় ১০০ বাড়িতে ভূগর্ভস্থ লাইন থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি জানিয়েছে, শহরে ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে ৩৩ হাজার এবং ১১ হাজার কিলো ভোল্টের (কেভিএ) বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সেই ওয়ার্ডগুলিতে ট্রান্সফর্মার সংযোগও দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি ওয়ার্ডে লো টেনশন (এলটি) বিদ্যুৎ সরবরাহও মাটির নীচ দিয়ে করা হচ্ছে। সেই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে কলেজপাড়া, বাঘা যতীন রোড, পুরনিগম, হাকিমপাড়া সহ শহরের প্রধান রাস্তাগুলি রয়েছে।

মহকুমা বইমেলা

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : ২৫ ডিসেম্বর থেকে বাঘা যতীন পার্কে শুরু হবে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলার উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী জানান, পড়ুয়ারা যাতে বইমেলায় এসে বই কেনার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

আইনজীবীর শ্লীলতাহানি

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : এক মহিলা আইনজীবীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ব্যাংকের এক কর্তার বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি ব্যাংকের আইন সংক্রান্ত কাজ করেন সেই মহিলা। অভিযোগ, ব্যাংকেরই এক কর্তা ওই আইনজীবীর শ্লীলতাহানি করেন। ঘটনায় বৃহস্পতিবার ওই আইনজীবীর তরফে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম তরুণ

শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় পিলারে ধাক্কা মেরে গুরুতর জখম হলেন এক তরুণ। তিনি স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ওই তরুণকে এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

শীতে সাতপাকে

যেমন হবে কনের সাজ

শীত, খুশির গীত। আনন্দ-আয়োজন। সেইসঙ্গে 'ওয়েডিং সিজন' বা 'বিয়ের মৌসুম'। বিয়ে মানেই বর-কনে। সত্যি বলতে, বরের সাজ নিয়ে খুব বেশি কপালে ভাঁজ ফেলার সুযোগ থাকে না। কিন্তু কনে! কনেকে তো সুন্দরভাবে সাজিয়েগুজিয়ে বিয়ের মণ্ডপে হাজির করতে হবে। শীতের আবহাওয়া বেশ শুষ্ক। ফলে, ত্বকের আর্দ্রতা কমে যায়। ত্বক হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। তাই এ সময় কনে সাজাতে গিয়ে ত্বকের আর্দ্রতাই যায় হারিয়ে। শীতে বিয়ের সাজে এমন সব প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত, যেগুলো ত্বকের উজ্জ্বলতা ও আর্দ্রতা দুটোই ধরে রাখবে। বিয়ের সাজে কনের কাপড়ের ধরনটাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাড়ি দেখেই কনের বিয়ের সাজের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

নিয়ম খাবারেও

প্রতিদিন অন্তত দু' লিটার জল খেতে শুরু করুন আজ থেকেই। ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ গরম জলে এক চামচ আপেল সাইডার ভিনিগার আর মধু মিশিয়ে খান। গাজর, শসা বা তুলসির রস খেলেও উজ্জ্বলতা বাড়বে। বিয়ের আগে কয়েকটা দিন তেলঝাল ও মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত তেলমশলাযুক্ত খাবার খেলে যেমন হজমের গোলমাল হতে পারে, তেমনি ব্রণও দেখা দিতে পারে। বিয়ের আগে অন্তত তিন সপ্তাহ সময়মতো খাওয়াদাওয়া করুন, সময়ে ঘুমোতে যান।

আজকাল বিয়ে হবে বলে বেশিরভাগ মেয়ে বিয়ের কেনাকাটা, দৌড়ঝাঁপ, সব কিছুতেই অংশ নেন। যারা চাকরি করেন, তাঁদের তো বাড়তি চাপ রয়েছেই। তা ছাড়াও বিয়ের আগে অনেক মেয়েই নানা বিষয় নিয়ে কমবেশি মানসিক চাপে ভুগতে থাকেন। অনেকেরই খাওয়াদাওয়া কমে যায়, মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়তে শুরু করে। বিয়ের দিনে প্রত্যেকের নজর থাকে কনের দিকেই। তাই ত্বকের পরিচর্যায় খামতি থাকলে, মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলে কিন্তু হাজার মেকআপেও সেই জৌলুস ফুটে উঠবে না আপনার মুখে। তাই শীতে বিয়ের সাজে অনুপম সুন্দরী হয়ে উঠতে হলে পরিচর্যা শুরু করতে হবে হাতে সময় নিয়েই।

শীতের সাজ

এখন 'মেকআপ' সম্পর্কে কম-বেশি আমরা সবাই জানি। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় মেকআপের লং লাস্টিং নিয়ে। শীতে ঘাম হয় না। তবে অতিরিক্ত ঠান্ডায় চোখে জল আসে। সর্দিও হতে পারে। তাই শীতেও চাই ওয়াটারপ্রুফ বা ট্রান্সলুসেন্ট মেকআপ। এতে অ্যালার্জিও কম হয়। শীতে বিয়ের সাজে ত্বক ঘামে না, মেকআপ দেখায় ভালো, স্থায়ীও হয় বেশিক্ষণ। কিন্তু মরসুমি কিছু ঝঞ্ঝাটও থাকে। সবদিক দেখেশুনে, ত্বকের চাহিদা বুঝে শীতে সেজে ওঠার এবং সাজিয়ে তোলার ব্যবস্থা রাখতে হবে মেকআপ বক্সে। সাজ শেষে অবশ্যই মৃদু সুগন্ধি ব্যবহার করুন। শীতে বিয়ের সাজে সঠিক মেকআপই আপনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিতে পারে কয়েকগুণ। চলুন, জেনে নিই অতি প্রয়োজনীয় টিপসগুলি।

এক

কনের যদি তৈলাক্ত ত্বক হয়, তাহলে ফাউন্ডেশন বা পাউডার লাগানোর আগে অবশ্যই অ্যাসট্রিনজেন্ট লোশন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফাউন্ডেশন লাগান। মেকআপ সহজে ঘেমে যাবে না। ফাউন্ডেশন হল যে কোনও মেকআপের বেস। আর বেস মেকআপ করার পদ্ধতি যদি ভালো না হয় তাহলে পুরো মেকআপটাই বৃথা।

দুই

চোখের শেপ আনতে নজরকাড়া আইলাইনারের তুলনা হয় না। আইলাইনার দিয়ে নানা রকমের স্টাইলে চোখ আঁকা যায়, যা প্রতিবার আপনাকে একেকটা নতুন লুক দেবে। আপনি লিকুইড কিংবা পেন্সিল লাইনার ব্যবহার করতে পারেন। শীতে বিয়ের সাজে আপনি চাইলে গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে সরে এসে নীল, গাঢ় সবুজ বা অন্যান্য যে কোনও রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। আই পেনসিলের কাজল কিছুক্ষণ পর মুছে যায়। তার বদলে লিক্যুইড আই লাইনার ব্যবহার করুন।

তিন

যদি চোখের কোণে কালি থাকে তাহলে চোখ দেখতে আরও ছোট এবং ক্লান্ত লাগে। তাই মেকআপ শুরু করার আগে কনসিলার দিয়ে চোখের কোলের কালি ঢেকে নিন। এতে চোখ দেখতে কিছুটা বড় লাগবে। আইশ্যাডোর রং যত হালকা হবে চোখ দেখতে তত বড় লাগবে। বাইরের দিকে গাঢ় রঙের আইশ্যাডো লাগালেও চোখের ভিতরের কোলে হালকা আইশ্যাডো লাগান। সাদা, সিলভার, গোল্ডেন বা ব্রোঞ্জ আইশ্যাডো ব্যবহার করুন। গোটা চোখ জুড়ে মোটা করে আইলাইনার লাগাবেন না। চোখের নীচের অংশে আইল্যাশের ভিতর দিকে আইলাইনার লাগাবেন না।

চার

মুখের দাগ-ছোপ, চোখের ডার্ক সার্কেল, লালচে ছোপ ইত্যাদি লুকোনোর জন্য কনসিলার ব্যবহার করা হয়। যদি আপনার গায়ের রং ফর্সা হয়, তাহলে কনসিলার কেনার সময় অবশ্যই নিজের মুখের রঙের সঙ্গে ভালোভাবে ব্লেন্ড হচ্ছে এমন শেডই কিনবেন। পরিষ্কার কাপড়ে আইস কিউব জড়িয়ে মুখ মুছে ফেলুন। বড় রোপকূপের মুখ বন্ধ করতে সাহায্য করবে। ঘাড়, গলায় ও মুখে পাউডার লাগানোর সময় হালকা ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করুন।

কেমন গয়না পরবেন?

আগের দিনের মতো ভারী গহনার চল এখন নেই বললেই চলে। তবে মেটাল, এন্টিক বা রুপোর গয়না পরতে পারেন, এতে বেশ আরামে থাকবেন। হাতে পরুন চুড়ি অথবা ব্রেসলেট। তবে কানে বড় একজোড়া দুল পরলে গলায় কিছু না পরলেও চলে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে টিপ পরুন।

সময়মতো ফেসিয়াল

যাঁরা নিয়মিত ফেসিয়াল করেন, তাঁরা ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে থাকেন। তবে যদি ফেসিয়ালে অভ্যস্ত না থাকেন তাহলে বিয়ের ২-৩ দিন আগে ফেসিয়াল করাতে যাবেন না! যে ফেশিয়ালটা করে আপনি অভ্যস্ত, সেটাই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে করে যান। ইচ্ছে করলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আপনার ত্বকের ধরনের সঙ্গে মানানসই কোনও বিশেষ ফেশিয়াল করাতে পারেন। ত্বকে কালচে ছোপ, ব্রণ বা ওই ধরনের কোনও সমস্যা থেকে থাকলে তা কমানোর দিকে নজর দিন।

চুলের সাজ

ঠান্ডা বাতাস এবং শুষ্ক হাওয়া আপনার চুলের স্টাইল নষ্ট করতে পারে। শীতে বিয়ের সাজে সাধারণত চুল বেঁধে রাখার চলটাই বেশি দেখা যায়। তবে চুলের স্টাইল নির্ভর করবে আপনার পোশাকের ওপর। পোশাক যদি হয় শাড়ি, তাহলে হাতখোঁপা করে চুলে ফুল লাগাতে পারেন। আর চুল যদি ছোট হয় তাহলে ছেড়ে রেখে দিন। এতেই আপনাকে অনেক সুন্দর লাগবে।

হাত ও পায়ের যত্ন

বিয়ের অন্তত একমাস আগে থেকে হাত ও পায়ের যত্ন নিন। সপ্তাহে দু'বার স্ক্রাবিং আর ময়েশ্চারাইজিং করুন। নখ কেটে ফাইল করে রাখুন। বিশেষ নজর দিন হাঁটু, গোড়ালি, কনুইয়ের পিছনদিকের ত্বকে। ত্বক নরম রাখতে ব্যবহার করতে পারেন গোলাপ, জুঁই, ল্যাভেন্ডার প্রভৃতির প্রাকৃতিক নির্যাস সমৃদ্ধ বডি অয়েল। সারা শরীরের জন্য দামি রত্ন, ভেষজ ও এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে বিশেষ প্যাক পাওয়া যায়। নিয়মিত এই প্যাক লাগালে আপনার ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কেমন ব্যবহার লিপস্টিকের

সত্যি বলতে, সবার ঠোঁটে সবরকম লিপস্টিক মানায় না। তাই কেনার আগে দেখে নিন কার কোন টেক্সচারে লিপস্টিক আপনাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে। শীতে বিয়ের সাজে গ্লসি লিপস্টিক ব্যবহার করাই ভালো। লিপস্টিক লাগানোর আগে ঠোঁটে কিছুটা ফাউন্ডেশন লাগান। তাহলে লিপস্টিক সহজে উঠে যাবে না। লিপস্টিকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে প্রথমে ঠোঁট সুন্দর করে লিপলাইনার দিয়ে এঁকে নিয়ে লিপস্টিক দিতে হবে। গায়ের রঙের সঙ্গে মানানসই লিপস্টিক ব্যবহার করুন।

চুল খোলা রাখলে লিপগ্লস না লাগালেই ভালো হয়। কারণ চুল এলোমেলো হয়ে উড়ে এসে লিপগ্লসে আটকে যেতে পারে।

মেকআপ হোক দীর্ঘস্থায়ী

ভালো ফাউন্ডেশন

ফাউন্ডেশনের ধরন প্রাইমারের ধরনের সঙ্গে যেন খাপ খায়। অর্থাৎ যদি আপনি অয়েল বেসড প্রাইমার লাগিয়ে থাকেন, তাহলে অয়েল বেসড ফাউন্ডেশনই লাগান। প্রাইমার ওয়াটার বেসড হলে ফাউন্ডেশনও তেমনই হওয়া দরকার। উলটোটা হলে তেলে জল যেমন মিশ খায় না, আপনার প্রাইমার আর ফাউন্ডেশনও তেমন ভাবেই মিশ খাবে না। হালকা প্রলেপে ফাউন্ডেশন লাগান। যা আপনার ত্বককে একটি মসৃণ টেক্সচার দেয় এবং মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

টোনার ও ময়েশ্চারাইজার

প্রথমে ত্বক পরিষ্কার করে এক্সফোলিয়েট করুন। তারপর টোনার ব্যবহার করুন। যাতে ত্বক উজ্জ্বল মসৃণ দেখায়। এরপর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রেটেড রাখতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। আপনার ত্বকের ধরনের উপর ভিত্তি করে ময়েশ্চারাইজার কিনুন এবং এটি তেলমুক্ত কিনা তা অবশ্যই দেখে নিন।

প্রাইমার

ত্বকে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর পর ফাউন্ডেশন না লাগিয়ে প্রথমে প্রাইমার লাগান। একটি ভালো মানের প্রাইমার ত্বকের টোনকে সমান করে এবং যে কোনও অপূর্ণতা দূর করে। একটি দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ লুক পেতে প্রাইমারের ব্যবহার খুব জরুরি। এতে একদিকে মেকআপ দেখতে যেমন উজ্জ্বল লাগবে, তেমনি থাকবেও অনেকক্ষণ।

ভালো কমপ্যাক্ট পাউডার

ফাউন্ডেশনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এই কমপ্যাক্ট পাউডার খুব দরকার। এতে ত্বককে আরও সুন্দর দেখায়। পাশাপাশি ত্বকের টেক্সচার ও ধরন দেখে কনসিলার শেড বেছে নিন। তাতে সামান্য পাউডার দিয়ে আলতো করে সেট করুন।

সেটিং স্প্রে'র ব্যবহার

মেকআপ করার পরে, এটি একটি মেকআপ সেটিং স্প্রে দিয়ে সেট করতে ভুলবেন না। সেটিং স্প্রে চূড়ান্ত টাচআপ হিসাবে কাজ করে এবং আপনার মেকআপকে ঠিকঠাক রাখতে সাহায্য করে। ত্বককে উজ্জ্বল করে।

ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার ও মাসকারা

ভালো মানের ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার ও মাসকারা ব্যবহার করলে চোখের মেকআপ দীর্ঘক্ষণ বজায় থাকে। আইলাইনার এবং মাসকারা ব্যবহারের সময় আই ক্রিম এড়িয়ে চলুন।

রুক্ষ ত্বক? মাস্ক আছে তো!

ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন কিছু ফেসপ্যাক তৈরি করুন, যা ত্বকের পুষ্টি জোগাবে।

গোলাপজলের মাস্ক : গোলাপজল ১ চামচ, গ্লিসারিন ৫০ মিলি, ভিটামিন ই ক্যাপসুল ১টি। সবগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এবং ভালো কোনও পাত্রে রেখে সারাদিনে একবার মুখে ব্যবহার করতে পারেন। এর ফলে ত্বক ভালো থাকবে।

কফি মাস্ক : এক চামচ কফি, এক চামচ কোকো পাউডার, এক চামচ দুধ এবং মধু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মুখে লাগাতে হবে। ১০ মিনিট লাগিয়ে রাখার পর ধুয়ে নিবেন। এর ফলে স্কিন ভালো থাকবে।

দই মাস্ক : জল ঝরানো দই, সঙ্গে অল্প ল্যাভেন্ডার অয়েল, আধ চামচ মধু মিশিয়ে ১০ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে দু-দিন ব্যবহার করুন, সুফল পাবেন।

পেঁপে এবং মিল্ক মাস্ক : পেঁপে ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। মুখে এবং গলায় লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাবেন। শীতের শুরুতে আপনার ত্বককে প্রয়োজনীয় যত্ন দিন।

ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা নেশাগ্রস্ত!

চাঞ্চল্যকর দাবি জাদেজার স্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : নতুন বিতর্কে রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা।

গুজরাটের শাসকদল বিজেপি-র বিধায়ক রিভাবা। জামনগর উত্তর বিধানসভা থেকে জিতে বর্তমানে মন্ত্রীসভার সদস্য। তাঁর মুখেই এবার আলটপকা মন্তব্য। চাঞ্চল্যকর দাবি, বিদেশ সফরে রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া ভারতীয় দলের বাকিরা নেশা করেন! মাদক নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীর উদাহরণ টেনে আনেন রিভাবা। প্রশ্ন তুলেছেন সফরে বাকি ক্রিকেটারদের জীবনযাপন নিয়ে।

স্বামীর প্রশংসা করতে গিয়ে রিভাবার দাবি, 'খেলার জন্য আমার স্বামীকে লন্ডন, দুবাই, অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেক দেশে যেতে হয়। কিন্তু কখনও নেশা করেনি। কারণ ও নিজের দায়িত্বটা বোঝে। জীবনে এগিয়ে চলার পথে সবসময় পা মাটিতে রাখতে হয়। ও যা মেনে চলে। দলের বাকিরা কিন্তু বিদেশ সফরে গেলে অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না ওদের ওপর।'

> 'খেলার জন্য আমার স্বামীকে লন্ডন, দুবাই, অস্ট্রেলিয়ার মতো অনেক দেশে যেতে হয়। কিন্তু কখনও নেশা করেনি। কারণ ও নিজের দায়িত্বটা বোঝে। জীবনে এগিয়ে চলার পথে সবসময় পা মাটিতে রাখতে হয়। ও যা মেনে চলে। দলের বাকিরা কিন্তু বিদেশ সফরে গেলে অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না ওদের ওপর।
>
> - রিভাবা জাদেজা *(রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী)*

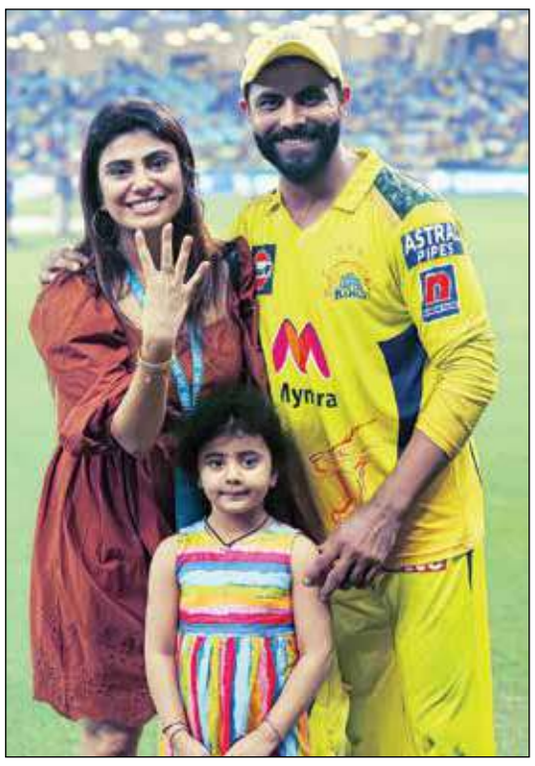

রিভাবা আরও দাবি করেন, ক্রিকেটের কারণে বাড়ির বাইরে ১২ বছর কাটিয়েছে তাঁর স্বামী। ইচ্ছে করলেই অনেক কিছুই করতে পারত। কিন্তু নৈতিকতা থেকে কখনও সেই পথে যায়নি। ও জানে, কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয়। নিজেকে বরাবর সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারতীয় দলের বাকিদের ক্ষেত্রে সেই দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে। তবে ক্রিকেটারদের দিকে আঙুল তুললেও, প্রকাশ্যে কারোর নাম বলার পথে হাঁটেননি জাদেজা-জায়া রিভাবা।

রিভাবার এই বক্তব্যের ভিডিও নতুন নয়। কয়েক মাস আগের। কিন্তু নতুন করে তা সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রবল সমালোচনার মুখে গুজরাটের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য রিভাবা। কেউ কেউ রিভাবার দাবি খারিজ করে দিয়ে জাদেজার হুক্কা খাওয়ার ছবি পোস্ট করে পালটা জবাব দিয়েছেন।

জাদেজা বা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে অবশ্য এই ব্যাপারে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। এখন দেখার জল অনেকদূর গড়াবে নাকি, বিষয়টিকে ঠান্ডা ঘরে পাঠানো হবে। তবে স্ত্রীর বক্তব্যে তৈরি হওয়া বিতর্কের ফলে সতীর্থদের অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে জাদেজাকে, বলাই বাহুল্য।

'অবাক' হারের ঘোর নিয়ে ধরমশালায় সূর্যরা

ধরমশালা, ১২ ডিসেম্বর : আচমকা ধাক্কা!

আর সেই ধাক্কার গভীরতা বেশ জোরদার। বোলাররা আচমকা ছন্দ হারিয়েছেন। ব্যাটাররা নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যর্থ।

কটকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতে সূর্যকুমার যাদবের ভারতের আত্মবিশ্বাস ছুঁয়েছিল এভারেস্টকে। নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে ম্যাচ হারের পর ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। প্রোটিয়ারা সিরিজে সমতা ফিরিয়েছেন, আপাতত এটা খবর নয়। খবর হল, দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামার মাস দুয়েক আগে টিম ইন্ডিয়ার সংসারের ফুটোফাটা সামনে এসেছে। দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিলের জুটিতে রান নেই। অধিনায়ক সূর্যকুমারের ব্যাটেও রান নেই। দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়কের ফর্ম ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে দলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও চলছে আলোচনা। গতকাল নিউ চণ্ডীগড়ে তিন নম্বরে অক্ষর প্যাটেলকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হল, কেন? জবাব কেউ জানে না। দলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে অশনিসংকেতের মধ্যেই আজ নিউ চণ্ডীগড় থেকে ধরমশালায় পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকাও একইসঙ্গে ধরমশালায় পা রেখেছে আজ। আইডেন মার্করামদের পারফরমেন্স চমকে দিয়েছে ক্রিকেটমহলকে। এমন অবস্থায় হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা, চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউ চণ্ডীগড়ে ম্যাচ হারের পর ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যেমন মার্কো জানসেনদের শিখতে চাই বলে যেমন দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন। ঠিক তেমনই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট ভারতীয় সমর্থকদের ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'নিউ চণ্ডীগড়ে ম্যাচ হেরে গেলেও বেশ কিছু পজিটিভ দিক রয়েছে ভারতীয় দলের ক্রিকেটে। সিরিজের এখনও অনেক বাকি। এই দলের কঠিন পরিস্থিতি থেকেও ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় জানা আছে।'

রবিবার ধরমশালায় টিম ইন্ডিয়া নতুন শুরু করতে পারবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে টিম ইন্ডিয়ার 'অবাক' হার নিয়ে সমালোচনা, বিতর্ক বেড়েই চলেছে। চেনা পরিবেশে, পরিচিত মাঠে কেন ক্রিকেটের সব বিভাগে এভাবে ব্যর্থ হবে টিম ইন্ডিয়া? প্রশ্ন উঠেছে। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের মাথামুণ্ডুহীন স্ট্র্যাটেজি নিয়েও চলছে চর্চা। কোচ গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন অবশ্য দলের সার্বিক ব্যর্থতার রাতেও পজিটিভ খুঁজে পেয়েছেন। রায়ানের কথায়, 'দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচটা ভালো যায়নি আমাদের। কিন্তু তারপরও দলের ব্যর্থতার মাঝে রয়েছে কিছু পজিটিভ দিকও। রানের মধ্যে না থাকা শুভমান, সূর্যদের মধ্যে রানে ফেরার ইনটেন্ট দেখেছি আমরা। নিশ্চিতভাবে বলা যেতেই পারে, বড় রানের খুব কাছেই রয়েছে ওরা।'

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনই বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকতে নারাজ। গম্ভীর-স্কাইদের ভাবনা, দাবি, পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে আর আটটি ম্যাচ। বাকি থাকা এই আট ম্যাচে দলের কম্বিনেশন চূড়ান্ত করতে না পারলে সূর্যদের সমস্যা বাড়বে নিশ্চিতভাবেই। কোচ হিসেবে গম্ভীর এখনও কেন দলের ব্যাটিং অর্ডার, প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে পরীক্ষা করে চলেছেন, তাও অজানা দুনিয়ার। এমন অবস্থায় ধরমশালায় ফের হার ও সিরিজে পিছিয়ে পড়া মানেই প্রাক টি২০ বিশ্বকাপ 'ধর্মসংকট' শুরু হয়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেটে।

তৃতীয় টি২০ খেলতে ধরমশালা পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদব, অভিষেক শর্মারা।

বিধ্বংসী শতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। শুক্রবার দুবাইয়ে।

বৈভবের রেকর্ডে নজির ভারতের

দুবাই, ১২ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে মাঠে নামলে রেকর্ডবুক তোলপাড় করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন তিনি। শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধেও পরিসংখ্যানবিদদের ব্যস্ত রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশী। ১৪ বছরের বৈভবের (৯৫ বলে ১৭১) নয়া রেকর্ডে নজির গড়ল ভারতও। ম্যাচ জিতল ২৩৪ রানে।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় ওভারেই ফিরে যান ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে (৪)। এখান থেকেই তাণ্ডব শুরু করেন বৈভব। ৩০ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করার পর পরের ২৬ বলে শতরানে পৌঁছে যান তিনি। দ্বিশতরান ফেলে এলেও যুব ওডিআইয়ে এক ইনিংসে সবাধিক ১৪টি ছক্কা মারলেন বৈভব। রেকর্ডের এখানেই শেষ নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপেও সবচেয়ে বেশি ওভার বাউন্ডারি মারার নজির গড়েন তিনি। আফগানিস্তানের দারউইশ রসুলকে (২২) টপকে এই টুর্নামেন্টে সবাধিক ছক্কার রেকর্ডও এখন বৈভবের (২৬) নামে। বৈভবের এদিনের ১৭১ যুব ওডিআইয়ে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সবাধিক।

বৈভবের তাণ্ডবের পাশে ক্ল্যাসিকাল ওডিআই ব্যাটিং করলেন কেরলের অ্যারন জর্জ (৬৯)। পরে বিহান মালহোত্রা (৬৯), অভিজ্ঞান কুণ্ডুদের (১৭ বলে অপরাজিত ৩২) দাপটে ভারত ৪৩৩/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা যুব ওডিআইয়ে ভারতের সবাধিক স্কোর। ভারত প্রথম দল যার যুব ওডিআইয়ে তিনবার চারশোর গণ্ডি পার করল।

রানতাড়ায় নেমে আমিরশাহি ১৯৯/৭ স্কোরে আটকে যায়। উদ্দিশ সুরি ৭৮ ও পৃথ্বী মধু ৫০ রান করেন। জোড়া উইকেট নিয়েছেন দীপেশ দেবেন্দ্রন।

দাপুটে জয় নিউজিল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ১২ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেটে জয় পেল নিউজিল্যান্ড। শুক্রবার তৃতীয় দিনে ২ উইকেটে ৩৩ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১২৮ রানে। জ্যাকব ডাফি ৫ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫৬ রান। প্রথম ইনিংসে ৭৩ রানে পিছিয়ে ছিল ক্যারিবিয়ানরা। এদিন ব্যাট করতে নেমে ১ উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। ম্যাচের সেরা হয়েছেন জ্যাকব ডাফি।

অবসর ভাঙলেন ভিনেশ

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : প্যারিসের হতাশা মুছতে লক্ষ্য লস অ্যাঞ্জেলেস। অবসর ভাঙলেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তিনি।

প্যারিস অলিম্পিকের ফাইনালে উঠলেও মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় বাতিল করা হয় ভিনেশকে। রুপোও পাননি। এরপর কুস্তি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জুলনা কেন্দ্র থেকে জেতেন।

তবে অধরা অলিম্পিক পদকের স্বপ্ন এখনও তাড়া করে ভিনেশকে। প্যারিসের আক্ষেপ মেটাতে তাই আরও একবার কুস্তিতে ফেরার সিদ্ধান্ত।

সমাজমাধ্যমে ভিনেশ লিখেছেন, 'প্যারিসই শেষ কি না, বারবার এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। দীর্ঘদিন কোনও উত্তর ছিল না। পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে আমি সত্যিটা খুঁজে পেলাম। এখনও খেলাটা ভালোবাসি। আরও একবার লড়াইয়ে নামতে চাই।' ভিনেশ জানিয়েছেন, ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অনুপ্রেরণা তাঁর সন্তান। তারকা কুস্তিগির লিখেছেন, 'এবার আমার ছেলে সঙ্গে রয়েছে। অলিম্পিকের যাত্রায় ও আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা এবং ছোট্ট একজন চিয়ারলিডার।'

ব্যর্থ শুভমানের পাশে নেহেরা

নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিয়েছে অক্ষরকে : স্টেইন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : কভি খুশি, কভি গম।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ণাঙ্গ ভারত সফরে গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের হাল অনেকটা সেরকমই। আজ ভালো তো কাল খারাপ। বৃহস্পতিবার মুল্লানপুরের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ব্যাটে-বলে ভারতের জঘন্য পারফরমেন্সের পর ফের সমালোচনার ঝড়। কাঠগড়ায় আবারও দলের হেড কোচ। অক্ষর প্যাটেলকে তিন নম্বরে খেলানোর যুক্তি অনেকের মতো খুঁজে পাচ্ছেন না ডেল স্টেইন।

স্টেইনের তির্যক মন্তব্য, 'অক্ষর ব্যাট করতে পারে। কিন্তু তিন নম্বরে ওকে পাঠানো মানে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া।' ২১৪ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুভমান গিল ফেরার পর অক্ষর মাঠে নামল। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে রানের গতি বাড়ানোর বদলে তা কমিয়ে দেয় ২১ বলে ২৩ রানের ইনিংসে।

স্টেইনের কথায় অক্ষর দলের সেরা ব্যাটার নয়। আর পরীক্ষানিরীক্ষার পরিস্থিতিও ছিল না। বলেছেন, 'আমার মতে ভুল পদক্ষেপ। মানছি অক্ষর ব্যাট করতে পারে। কিন্তু তিনে ওকে পাঠানো অনেকটা নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করা। ওর ভূমিকাও বোঝা মুশকিল। শুভমান গিল ডানহাতি। ওর আউটের পর বাঁহাতি অক্ষর! ডান-বাম কম্বিনেশনও নয়। কারণ, ক্রিজে ছিল বাঁহাতি অভিষেক শর্মা। একটা কথাই শুধু বলব, ওইসময় সেরা ব্যাটারকে নামিয়ে স্বাভাবিক গতিতে এগোনো দরকার ছিল।'

রবিন উথাপ্পাও একই প্রশ্ন তুললেন। বলেছেন, 'আগে ব্যাটিং হোক বা রান তাড়া, টপ থ্রি-তে বদল করা উচিত নয়। এটা বিশেষজ্ঞ ব্যাটারদের পজিশন। দলের নমনীয়তা দরকার ঠিকই, কিন্তু প্রথম ৬ ওভারের পর। কারণ, ওইসময় ইনিংসের ভিতটা গড়তে হয়। নিজের ভূমিকা (পড়ুন অক্ষর) নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে থাকা কারও পক্ষে যে দায়িত্ব সামলানো সম্ভব নয়।'

প্রশ্নের মুখে শুভমানের ফর্ম। কেউ কেউ ওপেনিংয়ে সফল সঞ্জু স্যামসনকে সরিয়ে শুভমানকে শুরুতে খেলানো ভুল পদক্ষেপ বলছেন। যদিও গুজরাট টাইটান্সের হেড কোচ আশিস নেহেরা তাঁর আইপিএল দলের অধিনায়কের পাশেই দাঁড়ালেন। দাবি, ২-৩টি ম্যাচ দিয়ে শুভমানের মতো ক্রিকেটারকে বিচার করা ভুল।

শুভমানের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলেছেন, 'আইপিএল এখনও মাস তিনেকের বেশি বাকি। যদি সময়টা তিন সপ্তাহও হত, তাহলেও শুভমানকে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকব। কারণ, এটা টি২০ ফর্ম্যাট। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সবে দুইটি ম্যাচ হয়েছে। আমাদের সমস্যা হল, দ্রুত কাউকে বিচার করি। কিন্তু শুভমানের মতো ক্রিকেটারকে ২-৩টি ম্যাচ দিয়ে বিচার করা ভুল। তাছাড়া হাতে খুব বেশি বিকল্পও নেই। অভিষেক, শুভমানদের ব্যাকআপ বলতে বি সাই সুদর্শন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়। এই দুজনকে সরিয়ে দিলে তো ওয়াশিংটন সুন্দরকে দিয়ে ওপেন করাতে হবে।'

ইরফান পাঠান অবশ্য প্রাক্তন সতীর্থ নেহেরার সঙ্গে একমত নন। সূর্যকুমার যাদব, শুভমানদের চলতি ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলে বলেছেন, 'সূর্যর উচিত অফসাইডে খেলার দিকে নজর দেওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক পজিশনে না থেকে আউট হচ্ছে। শুভমানের ব্যাটে রান নেই, যা চিন্তার। ফলে শুভমান এবং টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে।'

অক্ষর প্যাটেলকে তিনে নামানোর স্ট্র্যাটেজি কাজে আসেনি ভারতের।

সাফল্যের খিদে আবার অনুভব করছেন ডি কক

ধরমশালা, ১২ ডিসেম্বর : আচমকা ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, ক্রিকেট খেলার আনন্দটা আর পাচ্ছেন না।

মাঝে সময়ের স্রোতে ভাবনা, পরিকল্পনা বদল। আরও বেশি সাফল্যের খিদে, ক্রিকেটীয় ইনটেন্ট নিয়ে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় হাজির কুইন্টন ডি কক। শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাই নয়, ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের চলতি ক্রিকেট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার 'কাঁটা' হিসেবে হাজির ডি কক।

নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে গতকালের ম্যাচে ৫৭ বলে ৯০ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন কুইন্টন। জিতেশ শর্মার অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় রানআউট না হলে শতরান নিশ্চিত ছিল ডি ককের। আন্তর্জাতিক টি২০-র আঙিনায় সেঞ্চুরি হাতছাড়া করার জন্য আক্ষেপ নেই কুইন্টনের। বরং দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটারের মনে হচ্ছে, তিনি নতুনভাবে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। সাফল্যের খিদে অনুভব করছেন। ম্যাচ সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর কুইন্টন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সময় ক্রিকেটের প্রতি প্যাশন হারিয়ে গিয়েছিল। পরে আমার ভাবনা বদল হয়। এখন অতীতের সেই খিদেটা ফিরে এসেছে। নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পেয়ে আমি নিজেও আনন্দিত।'

টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ডি ককের ফর্ম দক্ষিণ আফ্রিকা টিম ম্যানেজমেন্টকেও স্বস্তি দিয়েছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতের মাটিতেই রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। তার আগে উপমহাদেশে নিজের ফর্ম নিয়ে কুইন্টন বলেছেন, 'ক্রিকেট থেকে অবসরের সময় আমি নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ নিয়ে ফেলেছিলাম। নানা কারণে মানসিকভাবে চাপে ছিলাম। সেই সময়টা কাটিয়ে উঠেছি আমি। ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে নতুনভাবে উৎসাহটাও পাচ্ছি। আগামীদিনেও এমন মানসিকতা বজায় রেখে ক্রিকেট খেলতে চাই আমি।' কুইন্টনের ফর্ম, তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহদের ব্যর্থতা প্রোটিয়াদের যেমন আগামীর সাফল্যের ভরসা দিয়েছে, তেমনই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে কুইন্টন চাপও তৈরি হয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে ডি কক বরাবরই সফল। টি২০ সিরিজের বাকি থাকা তিন ম্যাচে কুইন্টনের ছন্দ কীভাবে টিম ইন্ডিয়াকে আরও চাপে ফেলে, সেটাই এখন দেখার।

বৃহস্পতিবার ডি ককের তাণ্ডবে খেই হারান বুমরাহরা।

হ্যাটট্রিক নীতীশের, ব্যর্থ যশস্বী

পুনে, ১২ ডিসেম্বর : মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন সুখের হল না যশস্বী জয়সওয়ালের। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে এদিন হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভালো শুরু করেও বড় রান হাতছাড়া করলেন বাঁহাতি ওপেনার। পুনেতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ২০ বলে ৬টি চারের সাহায্যে ২৯ রান করেন যশস্বী। ব্যর্থ যশস্বীর দল মুম্বইও। প্রথমে ব্যাটিং করে মহম্মদ সিরাজ (২১/৩) সমৃদ্ধ হায়দরাবাদ বোলিংয়ের সামনে ১৩১-এ গুটিয়ে যায় মুম্বই। জবাবে ১ উইকেট খুইয়ে জয় তুলে নেয় হায়দরাবাদ।

সৈয়দ মুস্তাক আলি

অপর এক ম্যাচে নীতীশ কুমার রেড্ডি ব্যাটে-বলের সাফল্য পেলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২৫ রান করার পর বল হাতে হ্যাটট্রিক। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে রজত পাতিদারের (০) উইকেট সহ তিন ব্যাটারকে আউট করেন। ১১৩ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে একসময় মধ্যপ্রদেশ ১৪/৩ হয়ে যায়। কিন্তু নীতীশের ধাক্কার পরও লো স্কোরিং টক্করে শেষপর্যন্ত ম্যাচ বের করে নেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২২), ঋষভ চৌহান (৪৭), রাহুল বাথামরা (অপরাজিত ৩৫)।

ফাইনালে খেলবেন সূর্যরা, ভবিষ্যদ্বাণী যুবরাজের

নিউ চণ্ডীগড়, ১২ ডিসেম্বর : চুয়াল্লিশে পা যুবরাজ সিংয়ের।

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনারকে নিয়ে স্বভাবতই সকাল থেকে আবেগের চোরাস্রোত। জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় ভাসছেন। গতকাল জন্মদিনের আগাম উপহারও পেয়েছেন। নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একটা স্ট্যান্ড তাঁর নামে নামাঙ্কিত করে সম্মানিত করা হয়েছে যুবরাজকে।

জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসছেন 'সিক্সার কিং'

অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করে উৎসাহ জোগান। দুই প্রিয় ছাত্র শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাকে পরামর্শ দিতেও দেখা যায়। বাইশ গজের টক্করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দিনটা মোটেই ভালো কাটেনি ভারতীয় দলের। ব্যাটে-বলে ভারতকে পর্যুদস্ত করেছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। প্রত্যাশানুযায়ী অভিষেকরা পারফর্ম করতে ব্যর্থ। যুবরাজ যদিও ফলাফলকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ২০১১ ওডিআই বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের দাবি, হারজিত খেলার অঙ্গ। যা মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে যুবরাজ বলেছেন, 'ফলাফল যাই হোক, আমি সবসময় দল নিয়ে গর্ব অনুভব করি। আমি নিজে লম্বা সময় ভারতীয় দলের অংশ ছিলাম। আমরাও অনেকবার ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছি এবং দলগত প্রয়াসে অনেক বড় যুদ্ধে জিতেছি আমরা।'

মুল্লানপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে আইপিএলের বেশ কিছু ম্যাচ হলেও বৃহস্পতিবারই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসে। অভিষেক মুহূর্তে রাজ্যের দুই কৃতী ক্রিকেটার যুবরাজ ও সদ্য মহিলা বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরকে সম্মানিত করা হয় তাঁদের নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ করে। যা একাধিক বিশ্বকাপ জয়ী যুবির কাছে বড় প্রাপ্তি।

একইসঙ্গে ভারতীয় দলের নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও খুশি। যুবরাজ বলেছেন, 'ভারতীয় দলের এই নতুন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের আলিঙ্গন করতে পেরে ভালো লাগছে। তারপর টিম হাডল। এখনও টিম হাডল আমাকে টানে। ভালো খেলার উদ্দীপনা জোগায়। রোমাঞ্চিত হই।'

ম্যাচ শুরুর আগে ভারতীয় দলের হাডলে হাজির হয়েছিলেন যুবরাজ সিং।

মহারাজের দলের অধিনায়ক মহারাজ

প্রিটোরিয়া, ১২ ডিসেম্বর : সম্ভাবনা ছিলই। কথাও হয়েছিল আগে। দিনকয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট শুরুর আগের দিন বিকেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেশব মহারাজের দীর্ঘ আলোচনা নিয়েও কম জল্পনা হয়নি।

আজ সব জল্পনার অবসান ঘটল। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের তরফে দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, কেশবের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের নেতৃত্বের মশলা রয়েছে বলে মনে করছেন দলের কোচ সৌরভ নিজেই। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটলস দলের তরফে আজ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেশবের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বৈচিত্র্যের বোলিংয়ের কথা মাথায় রেখেই তাঁকে দলের অধিনায়ক করা হল। মহারাজের দলের অধিনায়ক হিসেবে আর এক মহারাজের নাম ঘোষণার পর প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের তরফে বলা হয়েছে, 'ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই কেশবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই ওকে দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। কেশবের নেতৃত্বে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের সাফল্যের ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।'

নেতৃত্ব বদলের পাশে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচও বদল হয়েছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বর্তমান সিএবি সভাপতি সৌরভ এই প্রথমবার পূর্ণ সময়ের কোচিংয়ে নামছেন। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের অধিনায়ক হিসেবে কেশবকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাজ।

মেসি মোহে আচ্ছন্ন তিলোত্তমা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : শীতের শহরে লিওনেল মেসির আগমনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ আকাশ ছুঁয়েছে। শুক্রবার রাতে তাঁকে স্বাগত জানাতে দমদম বিমানবন্দরে উপচে পড়া ভিড়।

হাতে সময় খুব কম। কলকাতার মাটি ছোঁয়ার পর থেকে মাত্র সাড়ে ১২ ঘণ্টা এই শহরে থাকবেন মেসি। এরই মধ্যে ঠাসা কর্মসূচি। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওকে অভ্যর্থনা জানাবেন শাহরুখ খান ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় মেসির 'গোট কনসার্টে' আর্জেন্টিনার ট্যাঙ্গো নাচের সঙ্গে মিশবে বাংলার রবীন্দ্রনৃত্য। এছাড়াও ঢাকের তালে মেসি বরণের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। দুপুরে মেসির পাতে পরিবেশন করা হবে বিশেষ কিছু বাঙালি পদ। তারপর তিনি রওনা হবেন বিমানবন্দরের উদ্দেশে।

শুক্রবার দুপুরে যুবভারতীতে গিয়ে চোখে পড়ল অনুষ্ঠানের তোড়জোড় একেবারে শেষ পর্যায়ে। একদিন আগে থাকতেই কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্টেডিয়াম চত্বর। শনিবার সকালে স্টেডিয়ামের আশপাশের রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে বলে বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর। আর্জেন্টাইন মহাতারকার উপস্থিতি চাক্ষুষ করতে রাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন তাঁর অনুরাগীরা। শনিবার তাঁদের জন্য স্টেডিয়ামের গেট খুলে দেওয়া হবে সকাল সাতটায়। যুবভারতীতে মেসির সঙ্গে বাংলার সন্তোষ ট্রফিজয়ী ফুটবলারদের সাক্ষাতের পরিকল্পনা থাকলেও তা হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, আয়োজকদের তরফে নির্বাচিত কয়েকজন ফুটবলারকে পাঠাতে বলা হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। এমনকি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকেও আইএফএ-কে ব্রাত্য রাখা হয়েছে।

এদিকে, আয়োজকরা মেসিকে দেখার জন্য একটি 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' প্যাকেজের ঘোষণা করেছে। ১০ লক্ষ টাকা খরচ করলে যুবভারতীর সংলগ্ন একটি হোটেলে গিয়ে মেসির সঙ্গে হাত মেলাতে পারবেন অনুরাগীরা। পাশাপাশি, মেসির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সুযোগও থাকছে।

কলকাতায় মেসির কর্মসূচি

সকাল ৯টা স্পনসরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
সকাল ৯.৩০ থেকে ১০.৩০ মিট অ্যান্ড গ্রিট
সকাল ১০.৩০ ভার্চুয়ালি মূর্তি উন্মোচন
সকাল ১০.৫০ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির জন্য টলিউডের বিশেষ ট্রিবিউট
সকাল ১১টা মোহনবাগান মেসি অলস্টার বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি মেসি অলস্টার প্রদর্শনী ম্যাচ
সকাল ১১.১৫ যুবভারতীর পথে রওনা মেসি
সকাল ১১.৩০ মেসিকে অভ্যর্থনা
সকাল ১১.৫০ খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে 'মাস্টারক্লাস উইথ মেসি'

আজ দুপুরে মেসির পাতে
ইলিশ-চিংড়ি, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, মিষ্টি দই

কলকাতায় লিওনেল মেসির এই ৭০ ফুট মূর্তি আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

অনাস্থার সম্ভাবনা কম কল্যাণের বিরুদ্ধে

মেসির আসার দিনেও ফুটবল অন্ধকারেই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর : রাত পোহালেই এমন এক দেশে পা রাখবেন ফুটবলের রাজপুত্র, যে দেশে ফুটবলটাই প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে।

লিওনেল মেসির আসা নিয়ে উত্তেজনা শাহরুখ খানের মতো তারকারও। তিনি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে দেশের তাবড় সেলেব্রিটিরা লিও মেসির আগমনে শামিল হচ্ছেন। শিল্পপতিরাও অর্থের থলি নিয়ে ছুটছেন এক স্পোর্টস প্রোমোটারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শামিল হতে। অথচ সেই সময়েই এদেশের শীর্ষ থেকে তৃতীয় বা চতুর্থ ডিভিশন পর্যন্ত লিগ বন্ধ। অর্থাৎ যদি এমন হত, মেসি আর্জি জানালেন যে এদেশের লিগ ফুটবলের (সারা পৃথিবীর সব দেশেই এখন চলছে লিগ) একটি ম্যাচ তিনি দেখতে চান। তাহলে তাঁকে কী দেখানো হত? ভাগ্যিস এমন কোনও আব্দার করেননি তিনি! আদৌ শুরু করা যাবে কিনা তা নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। এবং যা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকা দূরের কথা, জানাও নেই এইসব তারকা থেকে শিল্পপতিদের। এদেশের ফুটবলে এমনিই বিনিয়োগকারী পাওয়া যায় না। তবু ২০১০ সাল থেকে এদেশের ফুটবলে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখায় রিলায়েন্স গোষ্ঠী। ২০১৪ থেকে শুরু হয় ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। যা শুরুতে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থাকলেও পরবর্তীতে দেশের শীর্ষ লিগের স্বীকৃতি পায়। ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর যে তাদের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে, সেই কথা জানা ছিল সবারই। মনে করা হয়েছিল, নতুন করে চুক্তি হয়ে মসৃণ গতিতেই এগোবে গত দশ-এগারো বছরের মতো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, কিছু মানুষের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অপদার্থতা, সবটা মিলে গত অগাস্ট মাস থেকে এদেশের ফুটবল অথই জলে।

চিঠি-পালটা চিঠির পালা চললেও এখনও কোনও রাস্তা খুঁজে বার করতে পারেনি এআইএফএফ বা আইএসএল, আই লিগের ক্লাবগুলি। ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসতে

পারে বলে শোনা গেলেও আদতে তা নাকি গুজব বলে বিরোধি গোষ্ঠীর এক কর্তাই জানালেন। তবে সূত্রের খবর, সোমবারের মধ্যে সদর্থক খবর আসতেও পারে। কারণ, এবার প্রফুল প্যাটেল সরাসরি উদ্যোগ নিয়েছেন সমাধানসূত্র বার করার। তিনি সরকার এবং এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলছেন জট খুলতে। এখনও সরকারের রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে জমা পড়েছে বলে জানা গেলেও তার কোনও রায় আসেনি। সম্ভবত সব স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যমতে আনার পরেই শীর্ষ আদালত ওই রিপোর্টের উপর রায় দেবে। যত দিন যাচ্ছে, ততই লিগ হলেও সেটা ছোট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। অথচ ২৭টি করে ম্যাচ ক্লাবগুলি না খেললে এএফসি তাদের টুর্নামেন্টে খেলতে দেবে না। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত এফসি গোয়া যে সুপার কাপ জিতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্লে-অফে খেলার জায়গা করে নিয়েছে, তা হারাবে মানোলো মার্কুয়েজ রোকার দল। এখন এই জট কবে ছাড়বে, সেইদিকেই তাকিয়ে এদেশের ফুটবল মহল।

দার্জিলিংয়ে ফুটবল অ্যাকাডেমির দাবি তুললেন শ্রীংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর: উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামোর বিকাশে এবার এগিয়ে এলেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রীংলা। আগেই তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর নজরে এনেছিলেন। শুক্রবার রাজ্যসভাতেও তিনি উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়দের স্বার্থে জোরদার সওয়াল করলেন। বলেছেন, 'ফুটবলে দার্জিলিংয়ের লম্বা ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার পাহাড়ি এলাকা থেকে উঠে এসে ফুটবলাররা কলকাতার বড় দলে খেলেছে। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্য অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে।' গৌরব

'পরিকাঠামোর অভাবে গ্রাফ নেমেছে'

পুনরুদ্ধারে কী করা যেতে পারে, সেই কথাও তিনি রাজ্যসভায় তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তাঁর দাবি, 'বর্তমানে পরিকাঠামোর ঘাটতি চোখে পড়ছে। উপযুক্ত স্টেডিয়াম-প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সুবিধা কোথায়? অবস্থার পরিবর্তনে দার্জিলিংয়ে ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়তে হবে। প্রয়োজন উন্নত টার্ফ গ্রাউন্ড।'

শুধু ফুটবল নয়, হকি এবং অন্যান্য ইন্ডোর-আউটডোর গেমসের কথাও উঠে এসেছে হর্ষবর্ধনের বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রীড়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীংলা উত্তরবঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'এই এলাকায় ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং, প্যারা গ্লাইডিং, মাউন্টেন বাইকিং এবং নদীভিত্তিক খেলার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আছে। কিন্তু তারও পরিকাঠামো উন্নতির প্রয়োজন। নতুন অ্যাডভেঞ্চার সার্কিট ও সার্টিফায়েড সেফটি সিস্টেম দরকার, যাতে জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের আকর্ষণ করা যায়। প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিকে।'

জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ওয়াইএমএ ৯ উইকেটে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে সুভাষ ২৩.৩ ওভারে ৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। শুভজিৎ নন্দী ৪৬ ও আদর্শ রায় ১৯ রান করেন। উজ্জ্বল মণ্ডল ১৪ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। মণীশ পাসোয়ান ৭ রানে ৩ উইকেট নেন। ভালো বোলিং করেন ধীরাজ সিংও (৮/২)। জবাবে ওয়াইএমএ ১২ ওভারে ১ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মণীশ ৫৬ রান করেন। শনিবার খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব।

মাস্টার্স মিটে ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়িতে আয়োজিত রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার ১২ জন অংশ নেবেন। মাফির শিলিগুড়ি শাখার সচিব বিদ্যুৎ বসাক জানিয়েছেন, পুরুষ দলে রয়েছেন গণেশ ধর (৬০ উর্ধ্ব), দিলীপ হোড় (৬০ উর্ধ্ব), অম্লান সান্যাল (৪৫ উর্ধ্ব), বিজয় মণ্ডল (৩৫ উর্ধ্ব), সুদিন মণ্ডল (৩৫ উর্ধ্ব), বিনয় বিশ্বাস (৮৫ উর্ধ্ব), তপন সেনগুপ্ত (৭০ উর্ধ্ব), দীপককুমার পাল (৬৫ উর্ধ্ব), তুহিনকুমার বিশ্বাস (৫৫ উর্ধ্ব) ও পাপ্পু দাস (৩৫ উর্ধ্ব)। মহিলা বিভাগে নামবেন দীপ্তি পাল ও শতদল দে (৬০ উর্ধ্ব)।

নৈশ ফুটবল

বাগডোগরা, ১২ ডিসেম্বর : চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে প্রশান্ত দাস, রিঙ্কু দাস, গীতারানি ঘোষ ও লীলাধর গোয়েল ট্রফি নৈশ ফুটবল ২০ ডিসেম্বর শুরু হবে। বাগডোগরা তৃণমূল কংগ্রেস ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ২৩ ডিসেম্বর। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুবীর ঘোষ জানিয়েছেন, ৮ দলীয় আসরে খেলবে ইউনাইটেড কার্সিয়াং ফুটবল ক্লাব, ভৌমিক ওয়ারিয়র, গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাব, কলকাতার মিলন সমিতি, ইসলামপুরের প্রশিক্ষা, স্টেট আর্মড পুলিশের টুয়েলভ ব্যাটালিয়ন, বালুরঘাট টাউন ক্লাব ও কলকাতার সিডি মোবাইল।

বারের ক্রিকেট

ইসলামপুর, ১২ ডিসেম্বর : ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট শুক্রবার হাইস্কুল মাঠে শুরু হল। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ নিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানিয়েছেন, এদিন চারটি দল মাঠে নেমেছিল।

খেতাব জয় নিশ্চিত করে উচ্ছ্বাস সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কোচ-ফুটবলার-কর্মকর্তাদের। ছবি : সূত্রধর

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন সূর্যনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে এসএসবি-কে। ৫ মিনিটে জয়হরি বর্মন এগিয়ে দেন সূর্যনগরকে। ২৪ মিনিটে সুরজিৎ হাঁসদা ব্যবধান বাড়ান। ৫৫ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এসএসবি আরও পিছিয়ে পড়ে। ৮৩ মিনিটে তাদের চতুর্থ গোল জয়হরি হাঁসদার। একেবারে শেষলগ্নে এসএসবি-র যতীন সাইনি একটি গোল ফেরালেও চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য ততক্ষণে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়ে জয়হরি বর্মন পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি।

অথচ এদিন ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত এসএসবি। সেখান থেকে সূর্যনগরের এমন দাপুটে ফুটবলের নেপথ্যে কোন ফ্যাক্টর কাজ করেছে? জানতে চাইলে সূর্যনগরের সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'খেলা শুরুর আগে ফুটবলারদের গিয়ে বলেছিলাম ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করলে কোচ ও ২৬ ফুটবলারকে ট্র্যাকসুট এবং আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। ওরা আমাদের চাহিদা পূরণ করেছে। তাই ঘোষণা মতো সবকিছুই ওদের দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে ওদের গোলকিপিং গ্লাভস ও স্পেশাল বুটের আবদারও রক্ষা করব আমরা।' ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে সূর্যনগর প্রথমবার সুপার ডিভিশনে খেতাব জিতল। তারপর থেকে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন ফুটবলাররা। মদন বলেছেন, 'ক্লাবের তরফে আজ বিশেষ নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয় ফুটবলারদের। মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আমাদের খেতাব জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানোয় উৎসবের আনন্দ আরও বেড়ে গিয়েছে। দুইজনেই জানিয়েছেন, এদিনের খেলার খবর তাঁরা রাখছিলেন। যা আমাদের জন্য বাড়তি পাওনা।' ফুটবলারদের অভিনন্দন জানিয়ে ক্লাব সভাপতি অমরচন্দ্র পাল বলেছেন, 'ট্রফি হাতে পাওয়ার দিনই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি খেলোয়াড়দের ট্র্যাকসুট তুলে দেব।' কোচ-খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়ে ফুটবল সচিব মানিক সরকার এই জয়ের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁদেরই দিয়েছেন।

বড় জয় সরোজিনী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ১১৬ রানে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। সিয়াম কলেজের মাঠে টসে জিতে সরোজিনী ৪১.৫ ওভারে ২৪৯ রানে অল আউট হয়। চন্দন মণ্ডল ৬৪ রান করেন। তীর্থরাজ রায়ের অবদান ৬২। কিশোর পাসোয়ানের অবদান অপরাজিত ৩৮। সিতেশ মিশ্র ৩৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে নবোদয় ৩৩ ওভারে ১৩৩ রানে সব উইকেট হারায়। চন্দ্র ভূষণ ৩১ রান করেন। সুজিত সাহানি ১৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজু সাহানি (২২/২) ও ম্যাচের সেরা চন্দনও (২৪/২)।

ম্যাচের সেরা হয়ে চন্দন মণ্ডল।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও জিটিএসসি-র ম্যাচ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শনিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

চিন-আপ চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা জিম ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চিন-আপ ও প্যারালাল বার ডিপস চ্যাম্পিয়নশিপ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব স্বপন মৈত্র জানিয়েছেন, অগ্রণী সংঘে প্রতিযোগিতাটি দুপুর ১২টায় শুরু হবে।

পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বার্ষিক ক্রীড়া শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল। মাল্লাগুড়িতে পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।